www.facebook.com/alipur.barta.5

ইন্টারনেট সংস্করণ ঃ http://www.alipurbarta.org

সাপ্তাহিক

আলিপুর বার্তা

মারাদোনা উত্তরযুগে আর্জেন্টিনার বলভরসা মেসি

রোমারিও, রোনাল্ডোর, জায়গা নিয়েছেন নেইমার

কলকাতাঃ৪৮ বর্ষ,৩৭ সংখ্যা, ২০ আষাঢ়–২৬ আষাঢ়,১৪২১ঃ ৫ জুলাই–১১ জুলাই,২০১৪, Kolkata : 48 year : Vol No.: 48, Issue No.37, 5 July -11 July, 2014 ৮ পাতা মূল্য ৩ টাকা

আতস কাঁচে

শেয়ার বাজার

ভারতীয় শেয়ার বাজার এখন শিখরে আরোহন করছে। সেনসেক্স এবং নিফটি ছাপিয়ে গিয়েছে অতীত রেকর্ডকে। শেয়ার বাজার সম্পর্কে এখনও অনেক মানুষেরই কোনও ধারনা নেই। সঠিক পড়াশোনা থাকলে এই বাজার থাকলে এই বাজার থেকে লাভবান হওয়া সম্ভব।

বিস্তারিত – দুইয়ের পাতায়।

তাপসের বিরোধিতা

রায়দিঘিতে খুন হওয়া দলীয় কর্মীদের বাড়ি গিয়ে সাংসদ তাপস পালের মন্তব্যের নিন্দা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে ডায়মন্ড হারবারের সাগরিকা হোটেলে জেলার আধিকারিকদের নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠকও করেন তিনি।

বিস্তারিত – তিনের পাতায়।

সংবিধানের ৩৭০ ধারা

কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদি সরকার ক্ষমতায় আসার পর কাশ্মীরের ৩৭০ ধারা বিলোপ নিয়ে জোর জল্পনা চলছে দেশ জুড়ে। বিজেপির নির্বাচনী এজেন্ডায় এই প্রথা সংশোধন করার কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। এই নিয়েই

বিস্তারিত – চারের পাতায় পোস্ট এডিটোরিয়ালে।

কল্যাণীতে সতীমাতার ঘাট

কলকাতার খুবই কাছে কল্যাণী। সেখানে নিত্যদিন ভক্তরা ভিড় করেন সতীমাতার পূণ্যস্থানে। এ ব্যাপারে

বিস্তারিত – ছয়ের পাতায়।

বিশ্বকাপ চূড়ান্ত পর্যায়ে

ব্রাজিল বিশ্বকাপ এখন রুদ্ধশ্বাস জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে। আর ক'দিনের মধ্যেই ছবিটা স্পষ্ট হয়ে যাবে বিশ্বকাপ পাওয়ার মূল দাবিদার কারা।

বিস্তারিত – আটের পাতায়।

রাজ্যপালের সঙ্গে সরকারের সম্পর্ক নিয়ে জল্পনা

পার্থসারথি গুহ

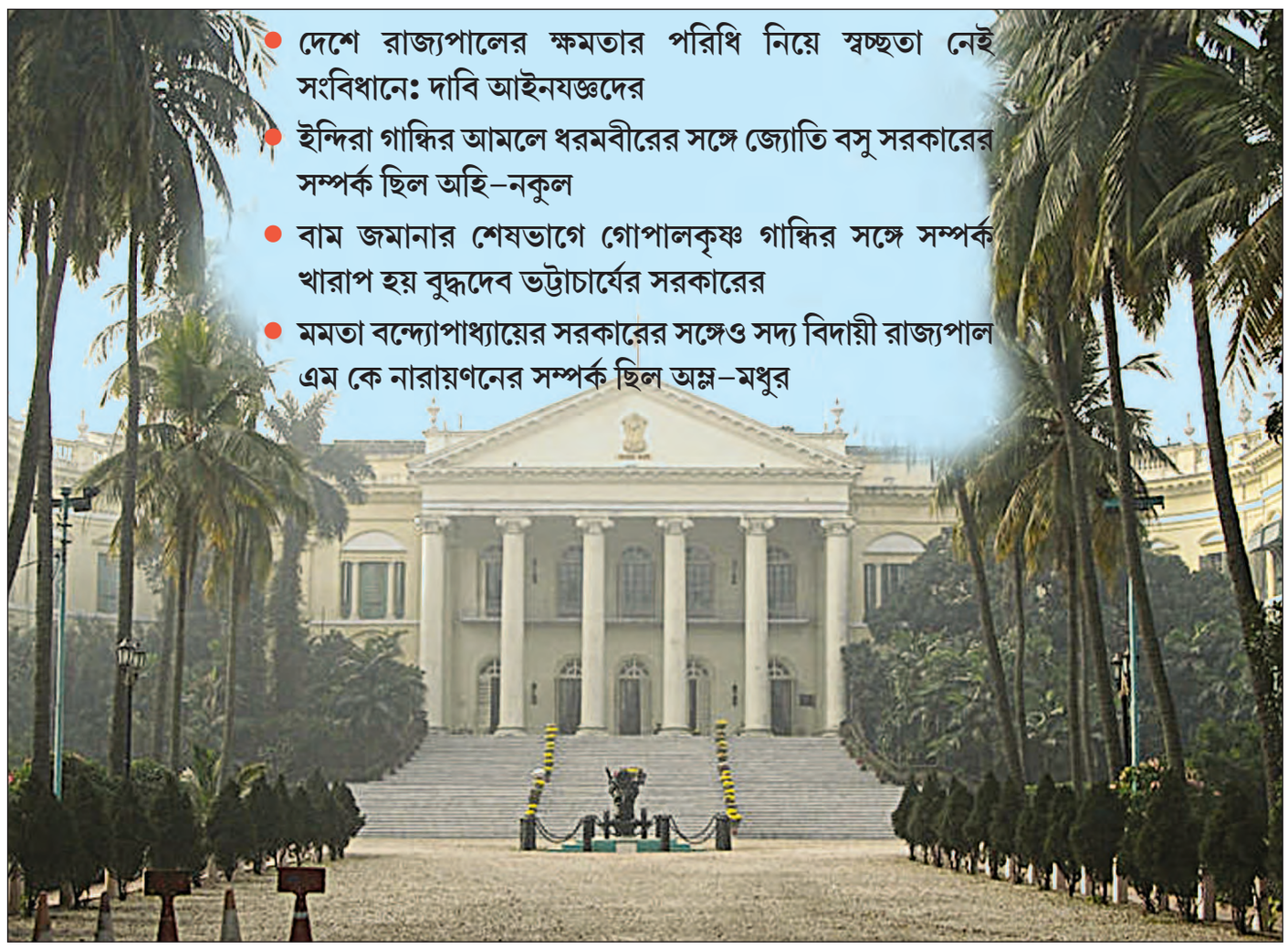

- দেশে রাজ্যপালের ক্ষমতার পরিধি নিয়ে স্বচ্ছতা নেই সংবিধানেঃ দাবি আইনযজ্ঞদের
- ইন্দিরা গান্ধির আমলে ধরমবীরের সঙ্গে জ্যোতি বসু সরকারের সম্পর্ক ছিল অহি–নকুল
- বাম জমানার শেষভাগে গোপালকৃষ্ণ গান্ধির সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হয় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সরকারের
- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের সঙ্গেও সদ্য বিদায়ী রাজ্যপাল এম কে নারায়ণনের সম্পর্ক ছিল অম্ল–মধুর

কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর দেশ জুড়ে শুরু হয়ে গিয়েছে নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ। এর অঙ্গ হিসেবে বিভিন্ন রাজ্যের তদান্তীন রাজ্যপালদের সরানোর উদ্যোগ নিয়েছে এনডিএ। এর প্রেক্ষিতে কেন্দ্রের তরফে রাজ্যপালদের কাছে কার্যত বার্তাও চলে গিয়েছে। রাজ্যপালদের সরানোর এই প্রক্রিয়ার মধ্যে জায়গা করে নিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল এমকে নারায়ণনও। ইতিমধ্যেই নিজের পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে চেন্নাইয়ের উদ্দেশে যাত্রাও করেছেন তিনি। নতুন রাজ্যপাল হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের রাজভবনে জায়গা পাওয়ার ব্যাপারে প্রথমে নাম শোনা যাচ্ছিল বাবরি মসজিদ ধ্বংসের সময় উত্তরপ্রদেশের দায়িত্বপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণ সিং–এর নাম। যিনি আদতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ বা সংঘ পরিবারের পেটোয়া মানুষ হিসেবে পরিচিত। একবার রাগ করে বিজেপি ছাড়লেও পদ্মফুলের প্রতি তাঁর আনুগত্য কোনও অংশে কম নয়। এহেন একজন কট্টর হিন্দুত্ববাদী মানুষকে এ রাজ্যের সরকার কীভাবে নেবে তা নিয়ে বাজারে এখন জোর জল্পনা। বিশেষ করে সরব রাজনৈতিক মহল। তবে, কল্যাণ সিং যদি না আসেন, তাহলে পশ্চিমবঙ্গে যিনি অস্থায়ীভাবে রাজ্যপালের দায়িত্ব পেয়েছেন সেই পাটিল সাহেবের জায়গা পোক্ত হতে পারে। এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। নাম শোনা যাচ্ছে সংঘ পরিবার ঘনিষ্ঠ খাণ্ডুরির নামও। প্রসঙ্গত, বিদায়ী রাজ্যপাল এমকে নারায়ণনের সঙ্গে এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পর্ক খুব যে ভাল ছিল তা নয়। তাও নারায়ণনের বিদায় ব্যথিত শাসকদল। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের ব্যাখ্যা যত না নারায়ণনের জন্য দুঃখ পেয়েছে এই সরকার তার থেকেও আশঙ্কা বেশি নয়া রাজ্যপালকে নিয়ে। এমনিতেই বিগত লোকসভা নির্বাচনের পর রাজ্যের বিজেপির ভাল মতো উত্থান হয়েছে। তৃণমূল ৩৪টি আসন দখল করলেও একা লড়ে চতুর্মুখী লড়াইয়ে দুটি আসন দখল করে নিয়েছে ভাজপা। কলকাতার দুটি আসনে দ্বিতীয় স্থান পাওয়া এবং খোদ মুখ্যমন্ত্রীর বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির এগিয়ে থাকা নিঃসন্দেহে চিন্তান্বিত করেছে ঘাসফুল দলকে। এর উপর আবার যুক্ত হয়েছে রাজ্যপাল হিসেবে কল্যাণ সিংয়ের আগমনের খবর। প্রকাশ্যে অবশ্য শাসক দল নতুন রাজ্যপালের আগমন নিয়ে কিছু বলছে না। কিন্তু তাদের শারীরিক ভঙ্গিমা বলে দিচ্ছে 'ডাল মে কুচ কালা হ্যায়'। দুর্গাপুজোর পর রাজ্যে বেশকটি পুরসভার ভোট রয়েছে। সামনের বছর আছে কলকাতা পুরসভার নির্বাচন। সর্বোপরি ২০১৬–তে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। এইসব শক্তি পরীক্ষার আগে কল্যাণের আবির্ভাবের খবরে তৃণমূলে অকল্যাণের ইঙ্গিত দেখা দিয়েছিল। এমনিতে কল্যাণ সিং নিজেও খুব একটা স্বচ্ছ রাজনীতিবিদ হিসেবে পরিচিত নন। তাঁর আমলেই অযোধ্যায় ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ ধ্বংস করে হিন্দুত্বের ধ্বজাধারী শক্তি। সুতরাং তাঁর নিরপেক্ষতা নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন রয়েছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

ক্ষমা–শাস্তির দ্বন্দ্বে ধাক্কা জনপ্রিয়তার গ্রাফে

ওঙ্কার মিত্র

কথায় আছে শব্দই ব্রহ্ম। আর এই ব্রহ্মবাণে ঘটে যায় বিপর্যয় অথবা সৃষ্টি। পুরাণ কাল থেকে আজ এর কোনও নড়চড় হয়নি। অনেকটা চিরন্তন সত্যের মতো। কথার শক্তি প্রবল। কথা দিয়ে যেমন মানুষকে কাছে টানা যায়, তেমনই আবার কাছের মানুষকে এক মুহূর্তে দূরে ঠেলে দেওয়া সম্ভব। ভাষা আবিষ্কারের পর থেকে মানুষের জীবনে এ এক অমোঘ নিয়তি। জন্ম থেকে মৃত্যু মানুষ এই নিয়মেই বাঁধা। প্রণম্য মনীষীরা বলে গিয়েছেন এ থেকে শিক্ষা নিতে হবে। কিন্তু তাও সেই কথার কথাতেই পরিণত হয়েছে।

রাজ্যের সাম্প্রতিক এক সময়ের জনপ্রিয় বামফ্রন্ট নেতা নেত্রীরা অতি কাছের মানুষকে দূরে ঠেলে দিয়েছেন। এখন ফল ভুগতে হচ্ছে তাদের। সেই একই খেলতে মেতেছেন জনপ্রিয় নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতানেত্রীরা। তৃণমূল নেত্রী তাঁর কথা ও আচার–ব্যবহারে যে মানুষগুলোকে কাছে টেনেছিলেন তাদেরকে দূরে ঠেলে দিতে উদ্যত তাঁরই বদান্যতায় বেড়ে ওঠা কিছু মানুষ। ক্ষমতায় এসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের উন্নতিতে যে কাজ করছেন তার স্বাদটা রাজ্যবাসীকে উপভোগই করতে দিচ্ছে না তাঁর পার্শ্বচরেরা। রাজ্যে বহুদিনের একটি অপদার্থ সরকারকে সরিয়ে পরিবর্তনের পর যে 'ফিল গুড' পরিবেশটা তৈরি হয়েছিল তা প্রায় উবে যেতে বসেছে। তিন বছরের একটা শিশু সরকারকে ফেলে মানুষ পালাতে শুরু করেছে। এ এক চক্রান্ত নয় তো? এই চক্রান্তের মিছিলে যোগ দিতে আরও কেউ অপেক্ষা করে নেই তো?

এরপর পাঁচের পাতায়

প্যারিসে নেতাজির ছবি বিক্রি হচ্ছে ৯৯ ইউরোয়

ডঃ জয়ন্ত চৌধুরী

ফ্রান্সের রাজধানী শহর প্যারিসের বিখ্যাত 'ব্রুনো–তারতারিণ' দোকানটিতে নেতাজির ছবি বিক্রি হচ্ছে ৯৯ ইউরোতে অর্থাৎ ভারতীয় মূল্য প্রায় ৮ হাজার টাকায়। প্যারিসে এই দোকানটি প্রাচীন গুরুত্বপূর্ণ ছবি অর্থাৎ ভিনটেজ ফটোর জন্য বিখ্যাত। অ্যাভিনিউ ভেদাডক লিয়েঁর সেন্টার মেট্রোপলিটনে অবস্থিত দোকানটিতে আরও নানা ঐতিহাসিক ছবি রয়েছে। ১৯৪৩ সালে জার্মানির রাজধানী বার্লিনে নেতাজি সুভষচন্দ্র বসু জার্মান বায়ুসেনা দফতর 'ডোম লিটসেকভ'–এ একটি গুরুত্বপূর্ণ সভাতে বক্তব্য রাখার সময় ছবিটি তোলা হয়। ডঃ পূরবী রায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে একাধিক সামরিক ব্যক্তির পাশাপাশি সম্ভবত কয়েকজন সাংবাদিকের উপস্থিতি। উল্লেখ্য ১৯৪৩–এর ৮ ফেব্রুয়ারি জার্মানির কিরেল সমুদ্র বন্দর দিয়ে জার্মান ডুবোজাহাজে নেতাজি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আবহাওয়ার মধ্যেই অতি গোপনে দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ার দিকে রওনা দেন।

অনুমান করা যায় এটি হয়ত জার্মানিতে প্রকাশ্যে তোলা নেতাজির শেষ ছবি।

অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও ডাক্তার–কর্মীর অভাবে ধুঁকছে মুচিশা লক্ষ্মীবালা হাসপাতাল

কুনাল মালিক • আলিপুর

দক্ষিণ শহরতলীর বজবজ–২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত মুচিশা লক্ষীবালা দত্ত গ্রামীণ হাসপাতাল আবার পূর্বের ন্যায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রূপান্তরিত হতে চলেছে। সম্প্রতি হাসপাতাল চত্বরে গিয়ে নানা অসঙ্গতি চোখ পড়ল। রোগীরা যে ভবনে ভর্তি থাকে সেই ভবনে যত্রতত্র নোংরা আবর্জনা পড়েছিল। ওয়ার্ডে ঢোকার মুখেই দরজা খোলা শৌচাগার থেকে দুর্গন্ধ আসছিল। রোগীদের বিছানার তলায় বেড়াল–কুকুর নিশ্চিন্তে ঘুম দিচ্ছিল। ওয়ার্ডে ভর্তি রোগীরা জানালেন, প্রতিদিন ওয়ার্ডে ঝাঁটা বা ফিনাইল দিয়ে মোছা হয় না। শৌচাগারে জল না থাকায় দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। রোগীদের পরিবার পরিজনকে দূর থেকে বাথরুমে জল বয়ে আনতে হয়। ওয়ার্ডের বাইরে একটা নলকূপ জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। হাসপাতাল চত্বর জুড়ে এক মানুষ সমান জঙ্গল তৈরি হয়েছে। সেই জঙ্গলের মধ্যে চাপা কল থেকে রোগীদের জল আনতে হয়। হাসপাতাল চত্বরের ড্রেনগুলো ময়লা পড়ে ভর্তি হয়ে আছে। মূল রাস্তা থেকে হাসপাতালে ঢোকার যে দুটি গেট আছে, তাতে কোনও দরজা নেই। হাসপাতাল চত্বরে বাইরের গাড়ি পার্ক করা নিষিদ্ধ থাকলেও, সেই নিষেধাজ্ঞাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সারি দিয়ে প্রাইভেট টাটা সুমো ও অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে আছে ২৪ ঘণ্টা। অনেকের অভিযোগ রাতে বিশাল হাসপাতাল চত্বরে কোনও নৈশ প্রহরী না থাকায় বহিরাগতরা হাসপাতাল চত্বরের অব্যবহৃত পরিতক্ত ঘরে মদের আসর বসায়। কয়েকটি জায়গায় মদের ভাঙা বোতলও চোখে পড়ল।

অথচ মাস ছয়েক আগেও এই হাসপাতালের রোগী ভর্তির ওয়ার্ডসহ অন্যান্য এলাকা বেশ ঝাঁ চকচকে ছিল। রোগীরাও এই হাসপাতালে ভর্তি হয়ে বেশ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করত। বর্তমানে কয়েকজন ডাক্তারের ব্যবহার নিয়েও রোগীরা অভিযোগ করেছেন। যেমন ডাঃ এস. নন্দী নামে এক মেডিকেল অফিসারের প্রতি অনেকেই বিরক্ত। আবার বেশ কয়েকজন নার্স ও ডাক্তারের ব্যবহারে রোগীরা যথেষ্ট সন্তুষ্ট। দুপুরের আহার পরিবেশনের ক্ষেত্রে রোগীদের কোনও অভিযোগ নেই। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভাব অভিযোগই হাসপাতালের মূল সমস্যা।

এ ব্যাপারে বজবজ–২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায় বলেন, কিছুদিন আগে বাইরের গাড়ি পার্কিং–এর ক্ষেত্রে আমরা পদক্ষেপ নিয়েছিলাম।

এরপর পাঁচের পাতায়

ঢাকে পড়ল কাঠি, পুজোর আমেজ তিলোত্তমায়

নিজস্ব প্রতিনিধি: রবিবার ছিল রথ যাত্রা। আর পবিত্র এই দিনটিকে কেন্দ্র করে বেজে উঠল কলকাতায় দুর্গাপুজোর দামামা। উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম সবর্ত্রই পাওয়া গেল প্রাক শারদঘন পরিবেশ। এমনিতেই গত কয়েকবছর ধরে কলকাতার পুজোয় সামিল হয়েছে এই নবকলেবরের খুঁটি পুজোর। বিশ্বকাপের চূড়ান্ত উন্মাদনা সত্ত্বেও বাঙালি একদিনের জন্য হলেও চলে গিয়েছিল মণ্ডপ প্রাঙ্গনে। হ্যাঁ, সুসজ্জিত, আলোকশোভিত পুজো প্যান্ডেল অবশ্য পরিলক্ষিত হয়নি, খুঁটি পুজোর এই মাদকতায়। কিন্তু নিঃসন্দেহে বঙ্গবাসীর হৃদয়ে দোলা দিয়ে গেল পুজো শুরুর এই বার্তা। কিছুদিন আগেই লোকসভা নির্বাচনের রাজনৈতিক উত্তাপে তপ্ত হয়েছিল তিলোত্তমা। তারপর ক্ষণকালের জন্য আইপিএল নিয়ে মেতেছিল বাঙালি। কারণটা সহজবোধ্য। এবারের আইপিএলে দ্বিতীয়বারের জন্য জয়ী হয়েছিল কলকাতার নাইট রাইডার্স। তারপর বিশ্বকাপ চলতে না চলতেই মঞ্চে হাজির খুঁটি পুজোর সালতামামি। যাকে ঘিরে রীতিমতো আন্দোলিত হল আবালবৃদ্ধবনিতা। আসলে বাঙালি চায় হুজুগ। 'হুজুগের আকালের সন্ধানে' বাঙালি তাই খুঁজে পেয়েছে এই নতুন জিয়নকাঠি। যার স্পর্শে আগামী ১৩ জুলাইয়ের পর থেকে পুরোপুরি উন্মাদ হবে টালা থেকে টালিগঞ্জ। কিংবা পুঁটিয়ারি থেকে সুদূর উত্তরের পলতা।

দক্ষিণ কলকাতার এক পুজো মণ্ডপে খুঁটি পুজোর উদ্বোধনে উপস্থিত হয়েছিলেন নির্দেশক শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অভিনেতা সোহম, গার্গী রায়চৌধুরী, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কলকাতার পুরসভার মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার। *ছবি: নিজস্ব চিত্র*

১৩ জুলাই বিশ্বকাপ ফাইনাল। ওদিনের পর থেকেই পুরোদমে শুরু হয়ে যাবে শারদীয়ার মেজাজ। এতো গেল অনেক পরের কথা। এবার একটু দেখে নেওয়া যাক বিশ্বকাপের রাত জাগা ঢুলুঢুলু চোখে খুঁটি পুজো কেমন কাটল। সংবাদমাধ্যমে কাজ করার সুবাদে সুযোগ হয়েছিল কলকাতার বেশ কয়েকটি নামি পুজোর খুঁটি পুজোর সংকল্পে উপস্থিত থাকতে। একঝাঁক রাজনৈতিক নেতা–মন্ত্রী, অভিনেতা–অভিনেত্রী, সঙ্গীত শিল্পী এবং খেলোয়াড়দের এক অভূতপূর্ব ককটেল পরিলক্ষিত হল এই অনুষ্ঠানে। সকালেই পৌঁছে গিয়েছিলাম দক্ষিণ কলকাতার অন্যতম বর্ধিষ্ণু অঞ্চল হিসেবে পরিচিত দেশপ্রিয় পার্কের নিকটবর্তী ত্রিধারা সম্মিলনীর খুঁটি পুজোয়। কলকাতা পুরসভার ব্যস্ততম মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমারের পুজো হিসেবে পরিচিত ত্রিধারায় তিন মূর্তির আবির্ভাবের সকালেই সন্ধ্যার জ্যোৎস্না ফুটে উঠেছিল।

এরপর পাঁচের পাতায়

কম বৃষ্টিপাত দেশের উন্নয়নে ক্ষতি করবে

নিজস্ব প্রতিনিধি: যেভাবে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এবছর কমছে তাতে কৃষি ফলন যে কমবে একথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আর তার জেরেই জাতীয় উন্নয়ন যে কমতে পারে এমনই আশঙ্কা করছেন আর্থিক বিশেষজ্ঞরা। মূলত, সারা দেশের জাতীয় উন্নয়নকে যদি বিগত দিনের তুলনায় এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় তবে কিন্তু কৃষি উন্নয়নকে আরও বেশি অগ্রাধিকার দিতে হবে। কিন্তু বৃষ্টিপাত যেভাবে জুন মাসের শেষ অবধিও ৩৭ শতাংশে কমে এসেছে, তা কিন্তু যথেষ্ট আশঙ্কার সৃষ্টি করেছে জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে।

পুনের আবহাওয়া দফতরের এক গুরুত্বপূর্ণ আধিকারিক জানিয়েছেন, এ বছর বৃষ্টি সেভাবে আর হওয়ার সম্ভাবনা নেই। মূলত, জুন মাস শেষের পথে। তাই যেখানে পূর্ব ভারতের ১০ জুন–এর মধ্যে বৃষ্টি আসার কথা তা কিন্তু এখন অতিক্রান্ত। অবশ্য এর পিছনে এল নিনো নামক যে ঝড়ের প্রভাব রয়েছে তাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। ভারতের জলবায়ুতে এই প্রভাব কিন্তু ধীরে ধীরে সারা বছরে আবহাওয়ার ক্ষেত্রে পরিবর্তন নিয়ে আসছে। তার ফলে কৃষিকাজে সামগ্রিভাবেই

ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে। তৈলবীজের ক্ষেত্রে এক লক্ষ হেক্টর জমিতে যে পরিমাণ উৎপাদন হওয়ার কথা ছিল তা অনেকটাই কমেছে। চাল এবং ডালের উৎপাদন গতবারের তুলনায় ৫৪ এবং ৩১ শতাংশ কমার সম্ভাবনা রয়েছে। যদি এভাবেই চলতে থাকে তবে কিন্তু ভোজ্য তেল আমদানির জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। অবশ্যই আবার খরচের পরিমাণ বাড়াতে পারে। এছাড়াও দেখা গিয়েছে, পণ্য কেনা–বেচার বাজারে আলু এবং পেঁয়াজের দাম ক্রমাগত বাড়ছে। যা কিন্তু সামগ্রিকভাবে কেন্দ্রের উপরে চাপ সৃষ্টি করবে। সম্প্রতি পাইকারি মূল্যবৃদ্ধির হার ৬.০১ শতাংশ বেড়েছে। যা প্রমাণ করছে মূল্যবৃদ্ধির প্রশমিত করার চেষ্টা করা হলেও তা যথেষ্ট হয়নি। অবশ্য এর কারণ হিসেবে সামগ্রিকভবে বৃষ্টিপাতকেও দায়ী করা যেতে পারে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক চেয়েছিল সুদের হার কিছুটা কমিয়ে শিল্পক্ষেত্রকে কিছুটা আশ্বস্ত করতে। কিন্তু মূল্যবৃদ্ধি যদি কমানো না যায়, তবে কিন্তু সামগ্রিকভবে সুদের হারকেও নামিয়ে নিয়ে আনা সম্ভব হবে না। যা কৃষিক্ষেত্রের সঙ্গে শিল্পক্ষেত্রকেও দারুণভাবে আঘাত দেবে। তাই জাতীয় ক্ষেত্রে উন্নয়নে চাপ বাড়তে চলেছে তা বোঝা যাচ্ছে।

রেটিং সংস্থা ক্রিসিল মনে করছে, সমস্ত বৃষ্টিপাতের পরিমাণ লক্ষ করেই তবেই তারা আগামী দিনে জাতীয় উন্নয়নের হার ৬ শতাংশ হবে কিনা জানাবে। অবশ্য যদি জাতীয় উন্নয়নের হারকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় তাহলে সংস্কার কর্মসূচিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। অবশ্য সামগ্রিকভাবে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ জুলাই–অগস্ট মাসে বাড়তে শুরু করে তবে কিন্তু কৃষিক্ষেত্রেও পরিবর্তন আসতে পারে। অর্থাৎ সামগ্রিক জলবায়ুর পরিবর্তন ভারতের চিরাচরিত কৃষিকাজে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। অবশ্য ক্রমাগত দামবৃদ্ধির কারণে অর্থমন্ত্রীও চাইছেন যেভাবেই হোক না কেন সারা দেশের দ্রব্যমূল্যের দামকে নিয়ন্ত্রণ করতে। এর মধ্যে পণ্য পরিষেবা ক্ষেত্রে রেলের ভাড়াও বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই সামগ্রিকভাবে দামবৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। যদি বৃষ্টিপাতের পরিমাণও কমতে শুরু করে তবে কিন্তু কৃষিজ সামগ্রীর দাম বাড়তে পারে। আর উৎপাদন কমের জন্য জাতীয় উন্নয়নের হারকে বাড়ানোর যে স্বপ্ন দেখছে বর্তমান সরকার তাতে অনেকটাই আঘাত আসতে পারে।

মিউচুয়াল ফান্ডকে আর বেশি সুসংগঠিত হতে হবে

সেবি চেয়ারম্যান ইউ কে সিনহা

নিজস্ব প্রতিনিধি: কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রির এক আলোচনাচক্রে সেবি চেয়ারম্যান ইউ কে সিনহা মিউচুয়াল ফান্ডগুলিকে আরও বেশি সুসংগঠিত হওয়ার কথা বলেছেন। যে সমস্ত মানুষ মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করে থাকেন তারা যাতে তাদের বিনিয়োগ সম্পর্কে আরও বেশি সজাগ হন, সে বিষেয়ে মিউচুয়াল ফান্ডগুলিকে এগিয়ে আসতে হবে। অনেক সময় দেখা গিয়েছে, মিউচুয়াল ফান্ডগুলো তাদের যে নিয়ম ঠিক করা রয়েছে তা ঠিক মতো মেনে চলে না। যেমন ২০:২৫ অর্থাৎ কোনও প্রকল্পে কমপক্ষে ২০ জন বিনিয়োগকারি ২৫ শতাংশের বেশি বিনিয়োগ করতে পারবেন না। এই নিয়ম ঠিক ঠিক ভাবে কখনও কখনও মানা হয়নি।

সেবি চেয়ারম্যান জানান, পেনশন ফান্ডগুলি নিয়ে মিউচুয়াল ফান্ড কর্তাদের আরও বেশি ভাবনা–চিন্তা করা উচিত। তাছাড়া তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ এখনও পর্যন্ত যে মিউচুয়াল ফান্ড কেনা–বেচার ক্ষেত্রে সেভাবে ব্যবহৃত হয়নি, সেকথাও তুলে ধরেছেন।

যেখানে শেয়ার কেনা–বেচার ক্ষেত্রে ১০ শতাংশের বেশি মোবাইলে ইন্টারনেট ব্যবহার করা হচ্ছে, সেখানে মিউচুয়াল ফান্ডে ইন্টারনেট ব্যবহারের পরিমাণ ৫ শতাংশ। লক্ষ্যনীয় যে, আগামী দিনে মিউচুয়াল ফান্ড ক্ষেত্রটিকে আরও বেশি যাতে সাধারণ মানুষের কাছে সহজভাবে বোঝার বিষয় করা যায় সেদিকে নজর দিতে হবে। তার জন্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিভিন্ন আলোচনা সভার আয়োজন করা যেতে পারে। যা মানুষকে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সজাগ করবে।

আলুর রফতানি মূল্য ৪৫০ ডলার প্রতি টন নির্ধারিত হল

নিজস্ব প্রতিনিধি: আলুর দাম দেশের মধ্যে যেভাবে বাড়ছে তাকে রুখতে রফতানি ক্ষেত্রে কিছুটা রাশ টানার কথা চিন্তা করল কেন্দ্রীয় সরকার। দেশের বাইরে আলু রফতানি করতে গেলে কমপক্ষে ৪৫০ ডলার প্রতি টন করার কথা বলেছে সরকার। রফতানিকারীদের পরিস্কার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, হিমঘরে রাখা অথবা এমনি আলু ৪৫০ ডলার প্রতি টনের নিচে বিক্রি করা যাবে না। আপাতত লক্ষ্য করা গিয়েছে যেভাবে জলবায়ুর আচরণ দেশের মধ্যে পরিবর্তন হচ্ছে তাতে চাষের ক্ষেত্রে অনেকটাই নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, গতবারের তুলনায় আলুর উৎপাদন ১৩ শতাংশ কম হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারও জানিয়েছে, ৮ জুলাইয়ের মধ্যে যদি আলুর দাম না কমে তবে এ রাজ্যের বাইরে অন্য রাজ্যে আলু রফতানি করা যাবে না। এর আগে সরকার পেঁয়াজ রফতানির জন্য নির্দিষ্ট দাম ঠিক করেছিল। সারাদেশেই যেভাবে আলু ও পেঁয়াজের দাম ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছে, তা থেকে মুক্তি পেতে সরকার যেমন দেশের মধ্যে যোগানের বন্দোবস্তকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছেন, ঠিক তেমনই রফতানি ক্ষেত্রে কিছুটা কঠোর মনোভাব নিয়েছেন। যাতে ব্যবসায়ীরা দেশ থেকে আলু রফতানি বিশাল পরিমাণে বাড়াতে না পারে।

চিনে শিল্প সম্প্রসারনে আগ্রহী ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি: চিনের শিল্পপার্ক তৈরির জন্য আগ্রহী ভারত। মূলত, তথ্যপ্রযুক্তি এবং ওষুধ শিল্পে বিনিয়োগ করতে চায় ভারত। বুধবার নিউ দিল্লিতে ভারত এবং চিনের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা হয়। ভারতের মধ্যে যেমন উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র এবং কর্ণাটকে চিনের প্রতিনিধিরা শিল্পপার্ক তৈরি করতে আগ্রহী। তেমনই ভারত চিনের বিভিন্ন প্রদেশে বাণিজ্য পার্ক তৈরি করতে চায়। গতমাসে চিনের ২০ জন বাণিজ্য প্রতিনিধি ভারতের আমেদাবাদের কাছে বিনিয়োগ করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। সে সময় বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ১ বিলিয়ন ডলার। চিনের রাষ্ট্রদূত ওয়াই ওয়াই বৃহস্পতিবার দিন গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী আনন্দিবেন প্যাটেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। চিন মূলত ভারতের কৃষি প্রক্রিয়াকরণ, ইলেকট্রনিক্স, গাড়ি, পর্যটন এবং বিভিন্ন যন্ত্রপাতি উৎপাদনের ক্ষেত্রে

চিনের রাষ্ট্রদূত ওয়াই ওয়াই ও গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী আনন্দিবেন প্যাটেলের সাক্ষাৎ। ছবি: গুগুলের সৌজন্যে

বিনিয়োগ করতে আগ্রহী। চিন চায় আগামী দিনে আরবের পরিবর্তে ভারতকে তাদের বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার বানাতে।

ভারত–চিনের বাণিজ্যের পরিমাণ ৪৯.৫ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। যা ভারতের সমগ্র বাণিজ্যের ৮.৭ শতাংশ।

ভারত সরকার মনে করে, আগামী দিনে ভারত–চিনের যে ফারাক রয়েছে তা ধীরে ধীরে কমে আসবে। এটা বহুদিন ধরেই চেষ্টা করা হচ্ছিল চিনের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ককে আরও বেশি এগিয়ে নিয়ে যেতে। চিনের সরকারও তাদের দেশে ভারতকে শিল্প পার্ক তৈরি করার জন্য অনুমতি দিয়েছে। গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন নরেন্দ্র মোদি চিনে গিয়েছিলেন ২০১১ সালে। এখন প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় চিন সরকারও চাইছে তার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কে আরও দৃঢ় করতে। পরের মাসে ব্রাজিলে ব্রিকস্–এর সম্মেলন হওয়ার কথা। সেখানে অবশ্য চিনের রাষ্ট্রপতি জি–জিংপিং–এর সঙ্গে নরেন্দ্র মোদি সাক্ষাৎ হওয়ার কথা। আগামী দিনে হয়ত ভারত–চিনের বাণিজ্যিক সম্পর্ক নিয়ে আরও আলোচনার সম্ভাবনা রয়েছে। যা দুই দেশের সম্পর্ককে নতুন দিশা দেখাতে পারে।

শেয়ার বাজার নিয়ে অহেতুক ভীতি দূর হোক

শুদ্ধাশিস গুহ

শেয়ার বাজার কি? এই বাজার কি শাক–সব্জী বা মাছ–মাংসের বাজারের মতো ব্যাপার–স্যাপার। নাকি, পাতি জুয়ার আড্ডা চলে এই বাজারকে কেন্দ্র করে। এমন একটা ধারণাই রয়েছে সাধারণ বাঙালির মননে। বিশেষ করে যারা একটু বয়স্ক তারা তো আবার সর্বক্ষণ কাছের লোকেদের সতর্ক করেন, অর্থনৈতিক বাজার বা শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করার ব্যাপারে। রক্ষণশীল চিন্তাধারণার এই মানুষদের ধারণা শেয়ার বাজারে টাকা খাটালে সর্বস্বান্ত হতে হয়। অথচ আধুনিক বিশ্বায়নের যুগে দাঁড়িয়ে এই কথাগুলিকে অসাড় বাক্য মনে হওয়া ছাড়া অন্য কিছু ভাবা যায় না। কারণ এই মুহূর্তে সারা পৃথিবীতে সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনের সুখ–সমৃদ্ধিকে একটু আশার আলো দেখাতে পারে শেয়ার মার্কেট। এই শেয়ার বাজারে বিশ্বজুড়ে নানাবিধ নাম রয়েছে। ভারতে যেমন শেয়ার বাজার বলতে এককথায় বোঝায় মুম্বই স্টক এক্সচেঞ্জ বা সেনসেক্স কিংবা নিফটির কথা। এই দুটি সূচকের উপর নির্ভর করে চলে ভারতীয় বাজারের ওঠানামা। পৃথিবীর অর্থনৈতিক বাদশা হিসেবে পরিচিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শেয়ার বাজারের সূচককে তিনটি পৃথক ইনডেক্স দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। এগুলি হল, ন্যাসড্যাক, ডাও জোন্স এবং স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুওর বা এস অ্যান্ড পি। পৃথিবীর অর্থনৈতিক কাঠামো অনেকটাই নির্ভরশীল এই আমেরিকার আর্থিক পারদের উপর। ফ্রান্সে শেয়ার বাজারকে ‘ক্যাক’ এবং জার্মানিতে শেয়ার বাজারকে ‘ড্যাক্স’ হিসেবে অভিহিত করা হয়। ইউনাইটেড কিংডম বা ইংল্যান্ডের অর্থনৈতিক বাজারকে এফটিএসই নামে ডাকা হয়। এশিয়ার মধ্যে চিন, জাপান, সিঙ্গাপুর ইত্যাদি দেশের শেয়ার বাজারও অত্যন্ত জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান। চিনের শেয়ার বাজারকে বলাহয় ‘সাংহাই’, জাপানে ‘নিক্কেই’ এবং সিঙ্গাপুরে ‘হ্যাংসেং’। বর্তমানে সারা পৃথিবী একে অপরের উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল। তাই ইরাকে বা আফগানিস্তানে জঙ্গি হামলা হলে যেমন ভারতের বাজার আন্দোলিত হয়, তেমনিই একইভাবে ভারতে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন সরকার নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে তার আঁচ গিয়ে পড়ে সুদূর ইউরোপে।

এইভাবেই শেয়ার বাজারকে কেন্দ্র করে এক সূত্রে বাধা রয়েছে অর্থনৈতিক বিশ্ব। তাই শেয়ার বাজার সম্পর্কে অহেতুক ভীতি দূর করে বরং এর সম্পর্কে পড়াশোনা এবং জ্ঞান অর্জন করা অধিক প্রয়োজন। কোনও রাম শ্যামের কথায় শেয়ার না কিনে নিজের বুদ্ধি এবং যে কোম্পানিতে টাকা বিনিয়োগ করতে চলেছেন, তার অর্থনৈতিক বুনিয়াদ খতিয়ে দেখে তবেই কদম ফেলা উচিত। শেয়ার বাজারে একজন বিনিয়োগকারী নানাভাবে টাকা খাটাতে পারেন। ইক্যুইটি বা কোনও সংস্থার শেয়ার যেমন খরিদ করা যায়, তেমনিই কমোডিটি মার্কেট বা ধাতু (সোনা, রূপো ইত্যাদি) কিংবা অন্য কোন দ্রব্যেও বিনিয়োগ করা সম্ভব। সোনাতে

বিনিয়োগ যে কোন পর্যায়ে যেতে পারে, তার নমুনা লক্ষ্য করেছি কিছুদিন আগেই। যে সোনা, পাঁচ–সাত বছর আগেও ভরি হিসাবে ৮–১০ হাজারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, তা কিনা ৩০ হাজারি হয়ে গিয়েছে। সোনার এই জারি–জুরি অবশ্য তখনই সম্ভব হয়েছে, যখন শুধুমাত্র কমোডিটিতেই টাকা খাটাতে ব্যস্ত ছিলেন লগ্নিকারীরা। এদের মধ্যে আরও একটা জিনিস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তা হল, ভারতীয় শেয়ার বাজার বা অন্য কোন বাজার যখন বাড়তে থাকে, তার পিছনে বিদেশি বিনিয়োগকারী বা এফআইআই–দের একটা বিরাট ভূমিকা থাকে। তাই কখনও নিফটি তুঙ্গে উঠে যায় আবার কখনও বা ব্রাজিল বা লাতিন আমেরিকার কোনও বাজারে জোয়ার আসে। এসব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে নামতে পাড়লে পাড়ার টেনিদারাও বাড়ি–গাড়ি হাকাতে পারেন। তবে মিথ্যা আশায় না থেকে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে তবেই এই বাজারে প্রবেশ করা উচিত। এমনিতে শেয়ার বাজার হল, অনেকটা অভিমন্যুর মতো। এই চক্রব্যূহে ঢুকতে পারা যতটা সহজ, নিজেকে সামলে রেখে অর্থবান ততটা সোজা নয়। শুধুমাত্র স্থির মস্তিষ্কে, সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্তে এই বাজার থেকে মালামাল হওয়া সম্ভব। এর ওর কথায় পচা জিনিস কেনার মতো বাজে শেয়ার কিনলে পতন অবধারিত।

ভাষাতত্ত্ব এবং চাকুরির সুযোগ

কেরিয়ার গাইড

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা বা চর্চা করে তেমন কোনও কাজের সুযোগ নেই — এমন ধারণা আজ অচল। বরং ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে কাজের নতুন নতুন জগৎ খুলে যাচ্ছে। ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে আজ উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় শাখাগুলো হল ভাষাতত্ত্ব, অনুবাদ সাহিত্য ও তুলনামূলক সাহিত্য। এছাড়া আছে গতানুগতিক সাহিত্যচর্চা। উচ্চমাধ্যমিক পাশের পরই যাঁরা ভাষা ও সাহিত্য চর্চায় আগ্রহী, তাঁদের সামনে আজ গুরুত্বপূর্ণ ২টি কাজের ক্ষেত্র হল ভাষা তত্ত্ব ও অনুবাদ সাহিত্য। এখানে ভাষাতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা হল। প্রথমেই জেনে রাখা দরকার, ভাষাবিদ ও ভাষাতত্ত্ববিদ এক নন। ভাষার উপাদান কি কি, ভাষার কাজ, ভাষার প্রয়োগ ও গঠন জানার বিজ্ঞানভিত্তিক চর্চা হল ভাষাতত্ত্ব। একজন ভাষাতাত্ত্বিকের কাজ হল বিভিন্ন ভাষার মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করা, ভাষার উৎপত্তি, সার্বজনীন বৈশিষ্ঠ্য, প্রকরণ, কার্যকারিতা নিয়ে নিরন্তর চর্চা ও আলোচনা করা। এইজন্য ভাষাতত্ত্বকে এখন বলা হয় ভাষা বিজ্ঞান। অন্যদিকে, ভাষাবিদের কাছ মূলত একাধিক ভাষায় কথা বলায় দক্ষতা অর্জন করা ও তার ইন্টারপ্রিটেশন করা।

ব্যবহার ও প্রয়োগ: ভাষাতত্ত্বের ব্যবহার শুধুমাত্র ভাষা সাহিত্যের ক্ষেত্রেই নয়, সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় এখন ভাষা বিজ্ঞানের ব্যবহার ও প্রয়োগ হয়। সেই অনুসারে নতুন নতুন শাখার নামকরণ হয়

১) জীবভাষাতত্ত্ব: ভাষাতত্ত্ব ও জীববিদ্যার সমন্বয়ে তৈরি হযেছে বায়ো লিঙ্গুইসটিক্স। এক্ষেত্রে চর্চা হয় মানুষের কথা বলার অ্যানাটমিক্যাল ও সাইকোলজিক্যাল ভিত্তি, বিবর্তন ও ভাষা শেখার প্রবণতা নিয়ে।

২) স্নায়ুগত ভাষাতত্ত্ব: ভাষাতত্ত্ব ও স্নায়ুতন্ত্রের সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে নিউরোলজিকাল লিঙ্গুইসটিক্স। এই শাখার মূল কাজের ক্ষেত্র হল মানুষের মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্রের গঠন নিয়ে। মস্তিষ্কের গঠন অনুযায়ী মানুষে–মানুষের ভাষার বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ হয়।

৩) ধ্বনিতত্ত্ব: ভাষাতত্ত্ব ও পদার্থবিদ্যার সমন্বয় শাখার নাম ফোনেটিক্স বা ধ্বনিতত্ত্ব। এই শাখায় ভাষার ধ্বনিগত তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা হয়।

৪) কম্পিউটেশনাল লিঙ্গুয়িসটিক্স: কম্পিউটার সায়েন্স, সিস্টেমস ও ভাষাতত্ত্বের সমন্বয়ে আধুনিক শাখা হল কম্পিউটেশনাল লিঙ্গুইসটিক্স। এক্ষেত্রে ভাষাতত্ত্ববিদ ও সফটওয়্যার বিশেষজ্ঞ যৌথভাবে সফটওয়ার ডেভেলপমেন্টের কাজ করেন। কম্পিউটার লিঙ্গুইসটিক্সের ২টি ক্ষেত্র হল — থিওরটিক্যাল ও অ্যাপ্লায়েড। থিওরটিক্যাল কম্পিউটেশনাল লিঙ্গুসটিক্সে ভাষাতত্ত্বের তত্ত্ব আর কগনেটিভ সায়েন্স নিয়ে চর্চা হয়। একইসঙ্গে ভাষার মনসমীক্ষণকেও যুক্ত করা হয়। এর প্রয়োগ হয় ছাপার হরফকে ভাষায় বদলে দিয়ে বা মানুষের মুখের ভাষাকে ছাপার হরফে পরিণত করে। কম্পিউটার নিজে নিজেই এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদ করতে পারে। এমনকী মানুষের তৈরি প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়। আর অ্যাপ্লায়েড কম্পিউটেশনাল লিঙ্গুইসটিক্সের কাজের মধ্যে পড়ে উন্নততর সার্চ ইঞ্জিন তৈরি করা।

ওপরের ক্ষেত্রগুলি ছাড়াও ভাষাতত্ত্বের প্রয়োগ হয় সাইকোলজি, অ্যানথ্রোপলজি, ম্যাথমেটিক্স ও এথিক্সের ক্ষেত্রে। ভাষাতত্ত্বের কার্যকরি প্রয়োগ হয় এইসব ক্ষেত্রে — ব্যাকরণ, অনুবাদ, শিক্ষণ, অভিধান, ফলিত ভাষাতত্ত্বের বিভিন্ন শাখা।

কেরিয়ারের সুযোগ: সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক ও ভাষাতত্ত্ববিদ অশোক কুমার বড়াল জানান, একসময় ভাষাতত্ত্বের ছেলেমেয়েদের সামনে শিক্ষকতাই ছিল একমাত্র পেশার অপশন। কিন্তু আজকাল ভাষাতত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা করে বহুমুখী কর্মসংস্থানের সুযোগ আছে। গুরুত্বপূর্ণ কাজের ক্ষেত্রগুলি হল —

ক) শিক্ষকতা: শুধু ভাষাতত্ত্ব নয়, সমাজতত্ত্ব, আধুনিক ভারতীয় ভাষা, নৃতত্ত্বের মতো বিষয়েও ভাষাতাত্ত্বিকরা শিক্ষকতা করতে পারেন। এজন্য এসইটি বা এনইটি পরীক্ষায় সফল হতে হবে।

খ) গবেষণা: বিভিন্ন জাতীয় গবেষণা সংস্থায় ভাষাতত্ত্বের মেধাবি ছেলেমেয়েদের ভাল সুযোগ আছে।

গ) ল্যাঙ্গুয়েজ টেকনোলজিস্ট: তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর নানা শিল্প, যেমন গুগুল, আইবিএম–র মতো সংস্থায় ল্যাঙ্গুয়েজ টেকনোলজিস্ট পদে ভাষাতত্ত্বের ছেলেমেয়েদের চাকরি হয়।

ঘ) স্পিচ থেরাপি ও অডিওলজি: মানুষের ভাষাগত নানা প্রতিবন্ধকতা কাটাতে স্পিচ থেরাপি, স্পিচ প্যাথোলজি, আর্টিফিসিয়াল স্পিচ প্রোডাকশনের কাজে ভাষাতত্ত্বের ছেলেমেয়েদের নেওয়া হয়।

ঙ) গণমাধ্যমের কাজ: মূদ্রণ ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমে সাংবাদিকতা, সম্পাদনা, বিজ্ঞাপনের কপি রাইটিং ও জনসংযোগের কাজে ভাষাতেত্ত্বর ছেলেমেয়েদের কাজের সুযোগ রয়েছে।

চ) আইন–আদালত: বিভিন্ন আইনি সংস্থায় কনট্যাক্ট ড্রাফটিং বিভিন্ন চুক্তিপত্র তৈরির কাজে অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে ভাষাতত্ত্বের ছেলেমেয়েদের নেওয়া হয়।

ছ) গোয়েন্দা সংস্থা: গোয়েন্দা সংস্থায় ভাষাতত্ত্ববিদরা ভয়েস রেকগনিশন স্পেশালিস্ট হিসেবে কাজ করতে পারেন।

জ) ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ স্পেশালিস্ট: ভাষাতেত্ত্বর ছেলেমেয়েরা বিদেশি ভাষা রপ্ত হলে বৈদেশিক দফতর বা প্রতিরক্ষা দফতরে ভাষাতাত্ত্বিকের চাকরি পেতে পারেন।

ঝ) প্রকাশনা সংস্থা: বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থায় অনুবাদ, ডাটা বেস তৈরি, কনটেন্ট রাইটিং ও সম্পাদনার কাজে ভাষাতাত্ত্বিকদের নেওয়া হয়।

কোথায় কী কোর্স পড়ানো হয়:

১) ডিগ্রি কোর্স: পশ্চিমবঙ্গে ভাষাতেত্ত্বর ডিগ্রি কোর্স পড়ানো হয় একমাত্র কলকাতার সংস্কৃত কলেজে। রাজ্যের বাইরে পড়ানো হয় দিল্লি, বরোদা ও ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে।

২) পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি কোর্স: ভাষাতত্ত্বের ডিগ্রি কোর্স পাশ করার পর পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্স পড়া যায়। পড়ানো হয় — ক) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, লিঙ্গুইসটিক্সে এমএ। খ) ওসমানিয়া ইন্সটিটিউট, লিঙ্গুইসটিক্সে এমএ। গ) দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়, লিঙ্গুইসটিক্স ও অ্যাপ্লায়েড লিঙ্গুইসটিক্সে বিএ, এমএ। ঘ) জওহরলাল নেহরুবিশ্ববিদ্যালয়, লিঙ্গুইসটিক্সে এমএ। ঙ) আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি, লিঙ্গুইসটিক্সে বিএ, এমএ। চ) সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল সায়েন্স হায়দ্রাবাদ, লিঙ্গুইসটিক্সে এমএ। ছ) টাটা ইন্সটিটিউট অফ সোশ্যাল সায়েন্স মুম্বাই, লিঙ্গুইসটিক্সে এমএ। কম্পিউটার লিঙ্গুইসটিক্স পড়ানো হয়: আইএসআই, আইআইটি — হায়দ্রাবাদ, খড়গপুর, মুম্বাই, এলাহাবাদ, সেন্টার ফর ডেভলপমেন্ট অফ অ্যাডভান্স কম্পিউটিং, পুণে।

যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স বা ইনফর্মেশন টেকনোলজির ডিগ্রি কোর্স পাশ ছেলেমেয়েরা কম্পিউটেশনাল লিঙ্গুইসটিক্স কোর্সে ভর্তি হতে পারেন।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৫ জুলাই–১১ জুলাই,২০১৪

মেষ: মনের দিক থেকে এখনও উদ্বিগ্নভাব থাকবে। স্থিরভাবে কোনও কাজ করতে পারবেন না। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে ভেবেচিন্তে হাত দেবেন। কর্মস্থলে গোলযোগ থাকলেও সামলিয়ে নেবেন। শিক্ষায় শুভ।

বৃষ: শরীর নিয়ে যথেষ্ট কষ্ট পাবেন। বিশেষ করে পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। খাওয়া–দাওয়ার বিষয়ে যথেষ্ট সংযমী হতে হবে। ভাল মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ হবে। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। বুদ্ধির জোরে সব কাজে সফল হবেন।

মিথুন: বুদ্ধির বিকাশ ঘটবে। অর্থনৈতিক ও ব্যবসা–বাণিজ্যের বিষয়ে শুভ। বিবাহযোগ্যদের বিবাহের যোগ রয়েছে। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফল পাবেন। লেখাপড়ায় ভাল ফল হবে না।

কর্কট: দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে মন দিতে পারবেন। ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে একটু বুঝে চললে ভাল ফল পাবেন। ধর্মের প্রতি আকর্ষন বাড়বে। শুভ কাজে সফল হবেন। বন্ধুদের থেকে সাবধান থাকা ভাল। লেখাপড়ায় মনের মতো ফল পাবেন।

সিংহ: অর্থনৈতিক ও গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। স্নেহ–প্রীতির মাধ্যমে বিবাহযোগ লক্ষ্য করা যায়। কোনও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে অর্থব্যয়ের যোগ রয়েছে। কর্মে উন্নতির যোগ রয়েছে।

কন্যা: লেখ্য পরীক্ষাদি বিষয়ে ভাল ফল পাবেন। কিঞ্চিৎ বাধা আসতে পারে। মায়ের যথেষ্ট সাহায্য পাবেন। গৃহে শুভ অনুষ্ঠানের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। ভ্রমণ যোগ রয়েছে।

তুলা: মন ও শরীর কোনওটাই ভাল যাবে না। পতি–পত্নীর মধ্যে মনোমালিন্যের যোগ। নতুন ব্যবসায়ে হাত দেবেন না। রক্তের উচ্চচাপ জনিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। বুদ্ধির জোরে অসাধ্য সাধন করতে পারবেন। কর্মস্থলে সম্মান বজায় থাকবে।

বৃশ্চিক: গুরুস্থানীয় ব্যক্তিদের সাহায্য পাবেন। পায়ে চোট আঘাতের যোগ রয়েছে। প্রেম–প্রীতির বিষয়ে জড়িয়ে পড়বেন। পরীক্ষায় সাফল্য পাবেন। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। দূর ভ্রমণের যোগ রয়েছে। শত্রুরা ক্ষতি করতে পারে।

ধনু: ব্যবসায়ে লাভ যোগ রয়েছে। শরীর ভাল যাবে না। যকৃৎ সম্বন্ধীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। মানসিক চিন্তা বাড়বে। পিতৃস্থানীয়ের সাহায্যে আপনি লাভবান হবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ হলেও সঞ্চয়ে বাধা আসবে। শিক্ষায় বাধা।

মকর: পূর্বের সমস্যাগুলির কিছুটা সমাধান হতে পারে। গৃহে গোলযোগ থাকবে। লেখাপড়ায় মনের মতো ফল পাবেন। ব্যবসায়ে কিঞ্চিৎ লাভ যোগ দেখা যায়। মাতার স্বাস্থ্যহানির যোগ রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে এখনও গোলযোগ থাকবে।

কুম্ভ: দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে চিন্তা করে এগিয়ে যেতে হবে। গৃহ–ভূমি বা যানবাহন বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। ঠাণ্ডা জনিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। চলাফেরায় সাবধান হবেন।

মীন: কোমরের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। দায়িত্বমূলক কাজগুলি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করতে পারবেন। বন্ধু স্থানীয় ব্যক্তির সাহায্য পাবেন। শিক্ষায় শুভফলের যোগ রয়েছে। প্রতারণায় ক্ষতি।

তাপসের নাম না করে বক্তব্যের তীব্র ধিক্কার মমতার

মেহবুব গাজি • ডায়মন্ড হারবার

কৃষ্ণনগরের সাংসদ অভিনেতা তাপস পালের বিতর্কিত মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার রায়দিঘির খাঁড়াপাড়া হাইস্কুল মাঠে একটি সরকারি অনুষ্ঠানে তাপসের নাম না করে মমতা বলেন, 'আমরা খুন খারাপির রাজনীতিতে বিশ্বাস করি না। আমরা অশালীনতাও বিশ্বাস করি না। যেখানে ঘটে থাকুক তীব্র ভাষায় ধিক্কার জানাই।' তাপসের মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করে দেবশ্রী রায় বলেন, 'তাপসের এই কথাগুলো বলা ঠিক হয়নি। জলপ্রিতিনিধি হয়ে আরও সংযত হওয়া উচিত।' এদিন এই অনুষ্ঠানের আগে বেলা ২টো নাগাদ স্থানীয় ঘোষেরচক গ্রামে যান নিহত দলীয় কর্মীদের পরিবারের কাছে। গ্রামে একটি মঞ্চে হাজির করা হয়েছিল নিহতদেরপরিবারের সদস্য ও ঘটনায় জখমদের। তাঁদের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা ও দোষীদের ফাঁসির দাবি তোলা হয়। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী নিহত ৪ কর্মীর পরিবারের সদস্যদের প্রতিশ্রুতি দেন অপরাধীদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হবে। নিহত ৪ কর্মীর স্ত্রীদের হাতে দলের পক্ষ থেকে নগর ৫০ হাজার টাকা সরকারি ট্রেনিং ও সঙ্গে জনস্বাস্থ্য ও আফগারি দফতরের নিয়োগপত্র তুলে দেন তিনি। তিন মাসের পর এই মহিলারা সরকারি চাকরিতে যোগ দেবেন। জখমদের ২৫ হাজার টাকা করে সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

পাশাপাশি পরিবারের ছোটদের পড়শোনার ব্যবস্থা ও গ্রামের উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'এখানে তৃণমূলের ছেলেরা একটু ভাল কাজ করছিল। তার জন্য বাইরে থেকে গুন্ডা ভাড়া করে খুন করে দিল। তবে কেউ ছাড়া পাবে না।' উল্লেখ্য, গত ১৪ জুনের খুনের ঘটনায় সিপিএম নেতা কান্তি গাঙ্গুলি–সহ মোট ২১ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর করা হয়। ইতিমধ্যে গ্রেফতার হয়েছেন জোনাল সম্পাদক বিমল ভাণ্ডারি ও পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ ফারুক হোসেন মোল্লা। পাশাপাশি নিহতদের পরিবারের শিশুদের ভবিষ্যত ও গ্রামের উন্নয়ন প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এই গ্রামে গিয়ে অসহায় পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেছি। অনেক শিশু পড়া ছেড়ে দিয়েছিল।

মঙ্গলবার রায়দিঘিতে নিহত তৃণমূল সমর্থকদের বাড়ি যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিবারপরিজনের অভাব–অভিযোগ শোনেন এবং আশ্বাস দেন ব্যবস্থা নেওয়ার।ছবি: নিজস্ব চিত্র

তাদেরকে আবার স্কুলে যেতে বলেছি। জেলাশাসক শান্তনু বসুকে বলেছি গ্রামের উন্নয়নের ও অভাব অভিযোগ শোনার জন্য বিশেষ ক্যাম্প করতে। সাংসদ চৌধুরি মোহন জাটুয়া ও জেলা সভাধিপতি সামিমা শেখও নজর রাখবেন। ধাপে ধাপে উন্নয়নের কাজ চালানো হবে।' এই সরকারের আমলে অপরাধ করলে শাস্তি দেওয়া হয় বলে দাবি করে মমতা বলেন, নন্দীগ্রামে এই কায়দায় খুন করা হয়েছিল। কিন্তু তখনকার সরকার খুনিদের শাস্তি দেয়নি। কিন্তু এখন আর সেই জমানা নেই। এখন মা–মাটি–মানুষের সরকার। অপরাধ করলে কেউ ছাড় পাবে না। আমাদের সরকার খুনিদের শাস্তি দেয়। আমরা সম্প্রীতি রক্ষা করে চলি।' এদিনের সভায় ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকানের পাশাপাশি ন্যায্য মূলের ডায়গনেস্টিক সেন্টার করা হবে জেলায়।

পুরো সুন্দরবন জুড়ে পর্যটন নিয়ে গুচ্ছ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ১ লক্ষের বেশি কর্মসংস্থান হবে। জেলার পরিবহনের ওপর জোর দেওয়ার জন্য নতুন বাসের পারমিট দেওয়া হয়েছে। জলপথেও পরিবহণের উন্নতি করা হচ্ছে। মঞ্চ থেকে বেশি কিছু প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করার পাশাপাশি একাধিক পরিষেবা প্রদান করেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিনের মমতার সঙ্গে ছিলেন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা, গিয়াসুদ্দিন মোল্লা, বিধায়ক দেবশ্রী রায়, শোভন চ্যাটার্জি, দীপক হালদার প্রমুখ।

রায়দিঘির খুনে মূল অভিযুক্তকে শারীরিক নিগ্রহের অভিযোগ, রবিবার সভা বুদ্ধের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার: রায়দিঘির খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত ফারুক হোসেন মোল্লাকে বুধবার ডায়মন্ড হারবার মহকুমা আদালতে তোলা হয়। এসিজেএম আশিস গুপ্তা ৭ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। ফারুক হোসেন সিপিএম পরিচালিত মথুরাপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির প্রাণী ও মৎস্য দফতরের কর্মাধ্যক্ষ। ফারুকের আইনজীবী সুশীল চক্রবর্তী তার গ্রেফতারি নিয়ে আদালতে সরব হন। গত শুক্রবার মুম্বাইয়ের মালোডিয়া থেকে গ্রেফতার করা হয় তাঁকে। এদিন বিচারকের সামনে সওয়াল করতে গিয়ে ফারুকের আইনজীবী বলেন, 'গ্রেফতারের পর বান্দ্রা আদালতে তুলে ট্রানজিট রিমান্ড নেওয়া হয় ৩ জুন। কিন্তু তাঁকে কবে এবং কীভাবে কলকাতায় আনা হল তা জানতে পারেননি পরিবারের সদস্যরা। এমনকী গ্রেফতারেরর পরও জানানো হয়নি পরিবারকে। এক্ষেত্রে ট্রানজিট রিমান্ডের আইন ভঙ্গ করা হয়েছে।

স্থানীয় থানায় না রেখে অন্যত্র রেখে শারীরিক নির্যাতন করা হয়েছে। এই গ্রেফতারি পুরোপুরি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রনোদিত। এই সওয়াল শুনে বিচারক ফারুকের কাছে শারীরিক নিগ্রহ হয়েছে কি না জানতে চান। উত্তরে ফারুক জানান, তাকে মারধর করা হয়েছে। এই কথা শুনে বিচারক তদন্তকারী অফিসার সুব্রত উপাধ্যায়কে পুলিশ হেফাজতে শারীরিক নিগ্রহ বন্ধের জন্য কড়া নির্দেশ দেন। এরপর জামিনের আবেদন নাকচ করে তাকে ৭ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। এই খুনের ঘটনায় দলীয় নেতা কর্মীদের মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে জেলা বামফ্রন্টের ডাকে আগামী রবিবার রায়দিঘির কৃষ্ণচন্দ্রপুরে বেলা ২ টোয় জনসভায় বক্তব্য রাখবেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, কান্তি গাঙ্গুলি, সুজন চক্রবর্তী, সুভাষ নস্কর প্রমুখ। বুধবার রায়দিঘির আসেন কান্তি গাঙ্গুলি। দলীয় কর্মীদের নিয়ে বৈঠক করে তিনি। জেলা সম্পাদক সুজন চক্রবর্তীর অভিযোগ, রবিবারের সভার জন্য রায়দিঘির বিভিন্ন এলাকায় পথসভা করা অনুমতি দিচ্ছে না পুলিশ। ওইদিন সভায় না আসার জন্যও হুমকি দিতে শুরু করেছেন শাসক দলের নেতা–কর্মীরা। লোকসভায় ঘোরতর বিপর্যয়ের পরেও এখনও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সিপিএমের প্রধান মুখ হিসেবে বিবেচিত হন। জেলায় জেলায় তিনি যখন সভা করতে যান তখন দলীয় সমর্থকদের ভিড় উপচে পড়ে। রায়দিঘির ঘটনার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে অকুস্থলে ঘুরে গিয়েছেন। নিহত দলীয় কর্মীদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। সিপিএমের জেলা নেতা বিমল ভাণ্ডারীকে গ্রেপ্তার পর্যন্ত করা হয়েছে।

উত্তপ্ত রায়দিঘিতে সিপিএমের জেলা সম্পাদক সুজন চক্রবর্তী। ছবি: নিজস্ব চিত্র

প্রাক্তন মন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলির নাম পর্যন্ত এফআইআর–এ রয়েছে। এমতাবস্থায় কোণঠাসা সিপিএমকে অক্সিজেন জোগাতে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর এই সভাকে ঘিরে উদ্দীপ্ত দলের জেলানেতারা। রবিবার বুদ্ধবাবুর সভায় ব্যাপক জমায়েত করার জন্য এখন থেকেই বাড়ি–বাড়ি প্রচার চালানো হচ্ছে।

টুকরো–টাকরা

দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী থানার সোনাখালি ৬ নম্বর গ্রামে রবিবার সকালে পুকুর থেকে এক মহিলার দেহ উদ্ধার করল পুলিশ। মৃত মহিলার নাম ভগবতী দাস (৪০)। পুলিশ জানান, দেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বিষয়টির পূর্ণ তদন্ত শুরু হয়েছে।

ছিনতাইয়ে গ্রেফতার ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: সোমবার রাতে পুলিশ হানা দিয়ে ছিনতাইয়ের অভিযোগে গ্রেফতার করে ৩ জনকে। ধৃতদের নাম কার্তিক হালদার, দীপু গায়েন, খলিল মণ্ডল। এদের বাড়ি কুলতলি–জয়নগর এলাকায়। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ক্যানিং থানার হেড়োভাঙ্গা এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোনারপুর এলাকার বাসিন্দা শিবম শর্মা ওয়েব ডেভলমেন্ট কোম্পানির মালিক। তিনি একটি প্রজেক্ট করবে বলে জমি খুঁজেছিলেন। ধৃত ৩ জন তাকে জমি দেখানোর নাম করে গত ২৮ জুন ক্যানিং হেড়োভাঙ্গায় নিয়ে আসে। সেখানে তার কাছ থেকে ১টি মোবাইল, নগদ টাকা, এটিএম কার্ড ছিনতাই করে তাঁকে ৫ ঘণ্টা আটকেও রাখে। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ ১ জনকে হাওড়ার বালি, ২ জনকে বারুইপুর এলাকা থেকে গ্রেফতার করে।

কুয়োতে পড়ে মৃত ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, উস্তি: দক্ষিণ ২৪ পরগনার উস্তি থানার সিরাকোল গ্রামে কুয়ো পরিস্কার করতে গিয়ে মৃত্যু হয় ৩ জনের। মৃত ব্যক্তিদের নাম কামাল গাজী (৩০), বাবুলাল গাজী (২৯), আখতার মোল্লা (৩২)। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বাসনা গ্রামের ওই তিন বাসিন্দা সিরাকোলের বিলানী সেখের বাড়িতে কুয়ো পরিস্কার করতে যান। কুয়ো পরিষ্কার করার সময় হঠাৎই তিনজন কুয়োতে পড়ে যান এবং সেখানেই তাদের মৃত্যু ঘটে। বাড়ির পরিবারের সদস্যরা দেখতে পেয়ে চিৎকার করতে থাকেন। চিৎকার শুনে স্থানীয় মানুষজন ছুটে আসেন এবং উস্তি থানায় খবর দেয়। ঘটনাস্থলে আসে থানা ও দমকল বাহিনী। কুয়ো থেকে ৩ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাদের মৃত বলে ঘোষণা করেন।

আগ্নেয়াস্ত্রসহ গ্রেফতার ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: রবিবার রাতে পুলিশ গোপনসূত্রে খবর পেয়ে আগ্নেয়াস্ত্রসহ গ্রেফতার করে ১ জনকে। ধৃত ব্যক্তির নাম ইব্রাহিম জমাদার। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থানার গড়খালি গ্রামে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ইটখোলা অঞ্চলের গড়খালি গ্রামে ইব্রাহিম জমাদার আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে গোপনে আশ্রয় নিয়েছিল। পুলিশ হাতেনাতে ধরে ফেলে ইব্রাহিমকে।

জলে থৈ–থৈ মহেশতলা, বিপাকে অধিবাসীরা

অর্পন মন্ডল

বর্ষা অতিথি রূপে প্রায় নিজের আসন গ্রহন করেই ফেলেছে। আর এই চেনা অতিথির অত্যাচারে এবছরও ভুগতে হবে মহেশতলার অধিবাসীদের। এই পুরসভায় সর্বসাকুল্যে রয়েছে ৩৫টি ওয়ার্ড। এরমধ্যে অধিকাংশ ওয়ার্ডেই বর্ষাকালে জল থইথই করে। বিশেষ করে বিগত বছরগুলিতে ২০নং, ১৮নং, ১৯নং, ১৩নং, ১৪নং, ২নং এবং ১৫নং ওয়ার্ডের অবস্থা প্রচণ্ড শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। এবারেও যে অবস্থার দারুন উন্নতিসাধন হয়েছে, সে কথাও জোর বলা যাচ্ছে না। বরং দেখা যাচ্ছে, প্রাক বর্ষায় দু–একদিনের বৃষ্টিতেই মহেশতলার বেশ কিছু জায়গায় জল দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।

নিকাশি ব্যবস্থার সমস্যা মহেশতলায় দীর্ঘদিন ধরেই রয়েছে। ভুগর্ভস্থ পয়ঃপ্রনালী ছাড়া এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয় বলেই মনে করা হচ্ছে। যদিও মহেশতলা জুড়ে বিভিন্ন জায়গায় পুরসভার কর্মযজ্ঞের যে পোস্টারগুলি লাগানো হয়েছে তাতে এই পয়ঃপ্রণালির উল্লেখ রয়েছে। এবিষয়ে মহেশতলার পুরপ্রধান দুলাল দাস জানান,'১৫৭ কোটি টাকার একটা প্রজেক্ট হচ্ছে আন্ডারগ্রাউন্ড ড্রেনেজ এর। সবে নির্বাচন গেল, দিল্লিতে সরকারের বদল ঘটল। এই কারনে কাজটা একটু আটকে রয়েছে। এমনিতে যে সমস্ত জায়গায় নিকাশি সমস্যা রয়েছে বা নিকাশি বন্ধ রয়েছে সেগুলি আমরা ঠিক করে দিয়েছি। আশা করছি এবারে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হবে।'

তবে পৌরপ্রধান আশ্বাস দিলেও মহেশতলাবাসীরা কিন্তু বর্ষাকাল এলেই আতঙ্কে ভোগেন। কারণ,জমা জল থেকে বর্ষার সময় এখানে ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গুর মতো রোগের প্রকোপ বাড়ে। এবিষয়ে পুরপ্রধান জানান, 'প্রায় প্রতি ওয়ার্ডেই আমাদের হেলথ্ অফিস রয়েছে। সেখান থেকে ওষুধ ছড়ানো হয়।' তবে উদ্বেগ শুধু ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গুতেই সীমাবদ্ধ নেই, বর্ষাকালে মহেশতলায় সাপের উৎপাত খুব বেড়ে যায়। আর তখন কিন্তু চিকিৎসা করার মতো হাসপাতাল মহেশতলায় নেই।

একদিকে যেমন নিকাশি ব্যবস্থায় গলদ রয়েছে তেমন অপরদিকে মহেশতলায় গজিয়ে উঠছে একের পর এক হাউসিং কমপ্লেক্স। সাধারন মানুষের অভিযোগ এই হাউসিং কমপ্লেক্সগুলির নিকাশি জলের কারণেই মহেশতলায় বেশিরভাগ জায়গায় বহুদিন ধরে জল দাড়িঁয়ে থাকছে। সুতরাং, মহেশতলায় বর্ষাকালের সমস্যা যে সহজে সারবে না তা ধরে নিয়েই প্রতিবারের মত এবারেও মহেশতলাবাসী জলে ভাসতে প্রস্তুতি নেওয়াকেই করনীয় বলে মনে করছে।

আইটিআই কলেজের জমি পরিদর্শন

নিজস্ব প্রতিনিধি, মগরাহাট: দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট–১ ব্লকে উস্তি এলাকায় কানপুর–খলিলপুর মৌজার জমিতে আইটিআই কলেজ নির্মাণে জমি পরিদর্শন করেন রাজ্যের সংখ্যালঘু মন্ত্রী গিয়াসউদ্দিন মোল্লার নেতৃত্বে ৮ জনের প্রতিনিধি দল। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক অভিজিৎ লাটুয়া, জেলা সংখ্যালঘু সেলের চেয়ারম্যান সইদুল ইসলাম, মগরাহাট–১ বিডিও সৌভিক চ্যাটার্জি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সব্যসাচী গায়েন প্রমুখ। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে মগরাহাট–১ ব্লকের উস্তি এলাকায় প্রস্তাবিত হয় আইটিআই কলেজ। এই কলেজ নির্মাণে এদিন জমি পরিদর্শন করেন প্রতিনিধি দল। উস্তি এলাকার বাসিন্দা অনাথ তারন মণ্ডল এই কলেজ নির্মাণের জন্য সরকারকে ৯ বিঘে জমি দান করেন তিনি কানপুর–খলিলপুর মৌজার। জমি দাতা অনাথ তারন মণ্ডল বলেন, এই ব্লকটি পিছিয়ে পড়া ব্লক। এখানে কলেজ নির্মাণ হলে বহু শিক্ষিত যুবক–যুবতী উপকৃত হবে এবং এলাকার সার্বিক উন্নয়ন ঘটবে।

ক্যানিং–এ কংগ্রেসের রাস্তা অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: সোমবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থানার বিভিন্ন অঞ্চলে কংগ্রেসের কয়েকশো কর্মী–সমর্থক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, হকারদের পুনর্বাসন, ক্যানিং মাতলা নদী থেকে অবৈধভাবে বালি তুলে বিক্রি করার প্রতিবাদে মিছিল বের করে। মিছিল ক্যানিং বাজার পরিক্রমা করে ক্যানিং বাসস্ট্যান্ডে প্রায় ৩০ মিনিট রাস্তা অবরোধ করে। নাজেহাল নিত্যযাত্রীরা থানায় খবর দেন অবরোধ তুলে দেওয়ার জন্য। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে অবরোধ তুলে দেয়। পুলিশ অবরোধ তুলে দিলে কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অর্ণব রায়ের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল বিভিন্ন দাবিতে ডেপুটেশন তুলে দেন মহকুমা শাসকের কাছে। জেলা সভাপতি বলেন, অন্যান্য জায়গায় আলু–পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধিতে সরকার প্রতিনিধি দল বাজারে নেমে তদন্ত করছে। অথচ ক্যানিং বাজারে বেশ কিছু অসাধু ব্যবসায়ী পেঁয়াজ–আলু গুদামে মজুত করে রেখে বেশি দামে বিক্রি করছে। সরকার ১ কোজি আলু ১৪ টাকা করে ঘোষণা করা সত্ত্বেও বেশি দামে বাজারে বিক্রি হচ্ছে। আমাদের দাবি এই সমস্ত অসাধু ব্যবসায়ীদের গ্রেফতার করে আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে।

বাসন্তীতে বিদ্যুৎ যাচ্ছে আর আসছে

নিজস্ব প্রতিনিধি: অলবেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিটিমার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাসন্তী শাখা ও বাসন্তী নাগরিক মঞ্চের পক্ষ থেকে বাসন্তী বিদ্যুত কনজিউমার কেয়ার সেন্টারে ডেপুটেশন জমা দেওয়া হয়। সোনাখালিতে অবস্থিত এই পাওয়ার সেন্টারে মিনিটে মিনিটে বিদ্যুৎ যাওয়া–আসার প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ জানানো হয় এবং একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। অ্যাসোসিয়েশনের অভিযোগ হল ১) প্রতিদিন ১০০–১৫০ বার বিদ্যুৎ যায় আসে। ২) মায়ে কয়েকবার টানা ৪৮–৭২ ঘণ্টা বিদ্যুৎ বন্ধ থাকে। ৩) কোনও এক জায়গায় সমস্যা হলে অন্যান্য অংশের বিদ্যুৎ বন্ধ থাকে কেন? ৪) অধিকাংশ সময় সাব–স্টেশনের ফোনের রিসিভার নামানো থাকে কেন? ৫) লাইন বন্ধ কেন জানতে চাইলে খারাপ ব্যবহারর করা হয়। ৬) বহু মানুষ মিটার পাচ্ছে না। ৭) বহু মৌজায় বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি। ৮) লো–ভোল্টেজ–এ অতিষ্ট। উপস্থিত ছিলেন তপন কুণ্ডু, নির্মল সরকার, সাবির লস্কর প্রমুখরা।

বাসন্তী, গোসাবা, পাথরপ্রতিমাসহ সুন্দরবনের সন্নিহিত যেসব অঞ্চল রয়েছে, সেখানে বিদ্যুতের সমস্যা বরাবরই সাধারণ মানুষের জীবনে একটা বড় সংকটের সৃষ্টি করছে। এরফলে বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন মানুষ। বিদুৎচালিত যেসব জরুরি পরিষেবা রয়েছে তা বিঘ্ন হচ্ছে। একইভাবে স্কুল–কলেজেও বিদ্যুৎ না থাকার ফলে পড়াশোনা নষ্ট হচ্ছে। তাই ঘনঘন বিদুৎ যাওয়া আটকাতে স্থানীয় মানুষ আন্দোলনের পরিকল্পনা নিচ্ছেন। যাতে অন্তত কিছুটা হলেও টনক নড়ে প্রশাসনের।

দিল্লি থেকে উদ্ধার হল রসনী

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার • সোনারপুর:

বহু দিন ধরে রাজ্যে চলছে নারীদের প্রতি বিভিন্ন রকমের কুকর্মের ঘটনা। ঠিক একইভাবে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় চলছে সবচেয়ে বেশি নারী পাচার। বিভিন্ন রকমের ছলনায় তাদেরকে ব্যবহার করা হচ্ছে। কাউকে বিয়ে করে পাচার করা হচ্ছে আবার কাউকে বেশি টাকার টোপ দিয়ে কাজের অজুহাতে কিংবা ড্যান্স করার অজুহাতে অথবা সার্কাস পার্টিতে লাগিয়ে দিয়ে পাচার চলছে। সম্প্রতি এইরকমভাবে পাচার করা হল সোনারপুরের স্কন্ধকপুর এলাকার এক নাবালিকাকে।

গত ফেব্রুয়ারি মাস থেকে নিখোঁজ ছিল রসনী

পারভীন। তার বাবা, মা ও পরিবারের সদস্যরা খুঁজে না পেয়ে অবশেষে সোনারপুর থানার শরনাপন্ন হয়। কেস নম্বর ১৭৩/২০১৪। তদন্তকারি অফিসার উমাকান্ত মিশ্র বলেন, তদন্তে নেমে মোবাইলে কথা বলে জানতে পারি সাকিল নামে একটি ছেলে রসনীর দিদিকে বিয়ে করে দিল্লিতে থাকত। সাকিল রসনীকে ভালবাসত। তাই কাউকে না জানিয়ে রসনীকে নিয়ে চলে যায় দিল্লিতে। এরপর কল ডিটেলস দেখে অফিসার রসনীকে খুঁজে পায় দিল্লিতে। দিল্লির পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। রসনী'র বাবা–মাকে নিয়েঅফিসার রওনা দেন দিল্লিতে। দিল্লি পুলিশ গ্রেফতার করে সাকিলকে। দিল্লি পুলিশ জানান, সাকিল রসনীকে সার্কাস পার্টির কাছে রেখে দিয়েছিল। কিন্তু তার আসল উদ্দেশ্য কি ছিল সেটাই দেখার বিষয়। উমাকান্তবাবু বলেন, নিজে ১৪ হাজার টাকা খরচ করে মেয়েটিকে উদ্ধার করেছেন। কারণ মেয়েটির বাবা ও মা অত্যন্ত গরিব।

মহানগরে

শিক্ষাবর্ষের মাঝপথে দ্বাদশের বই বাতিল, ক্ষোভ ছাত্রসমাজে

বরুণ মণ্ডল • কলকাতা

রাজ্যে কিছু বিশিষ্ট শিক্ষাবিদের বক্তব্য রাজ্যের বর্তমান সময়ের শিক্ষা ব্যবস্থা না কী রাজনীতি মুক্ত? আবার রাজ্যেরই কিছু বিশিষ্ট শিক্ষা বিশ্লেষকের বক্তব্য তারা কী দেখে বিচার–বিশ্লেষণ করলেন যে রাজ্যের বর্তমান সময়ের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে রাজনীতি মুক্ত। যদি প্রকৃতই রাজনীতিমুক্ত হয়ে থাকে তাহলে একটি 'সাধারণ বিষয়'কে কেন্দ্র করে এত বড় ঘটনা ঘটতে পারে? চলতি শিক্ষাবর্ষের দ্বাদশ শ্রেণির ক্লাস গত দু'মাস পূর্বে গত ২ মে শুরু হয়ে গিয়েছে। সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে রাজ্যের অধিকাংশ স্কুলে দ্বাদশ শ্রেণির প্রিটেস্ট পরীক্ষা। অতঃপর আগামী নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে টেস্ট পরীক্ষা। ২০১৫–র উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হবে আগামী ১৩ মার্চ শুক্রবার সকাল ১০টা। প্রথমদিনই আবার বাংলা (এ) পরীক্ষা। পরীক্ষার্থীরা রুটিনও হাতে পেয়ে গিয়েছে। রাজ্যের ছ'হাজারের অধিক উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের ৮.৩ লক্ষেরও বেশি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী প্রস্তুতিও নিচ্ছিল। হঠাৎ করে রাজ্য সরকারের শিক্ষা দফতরের নির্দেশে দ্বাদশ শ্রেণির 'বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতি' (মূল্য ১০০ টাকা) পাঠ্য বইটি পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ বাতিল করল। ব্যস, ছাত্রছাত্রীরা বিপাকে পড়ল। কারণ ওই বইটি থেকে বাংলা বিষয়ে ৮০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষার ২৩ নম্বর থাকবে। বাঙালির শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে ১৩ নম্বর এবং ভাষায় ১০ নম্বর এবং বাংলায় যে ২০ নম্বরের প্রজেক্ট করতে হবে তার পুরোটাই ওই বই থেকে করতে হবে। অর্থাৎ১০০ নম্বরের মধ্যে ৪৩ নম্বর থাকবে বইটি থেকে। এবার আসি ওই বইটিতে কী সমস্যা আছে। সরকারের যুক্তি, বইটিতে 'বাংলা সিনেমার গান' অধ্যায়ে স্বর্ণযুগের গায়ক–গায়িকাদের বাদ দেওয়া হয়েছে। বাংলা গানের বাঁক বদল (আট ও নয়ের দশক)–এ থাকলেও হেমাঙ্গ বিশ্বাসকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও বিশিষ্টদের সম্পর্কে প্রচুর তথ্যগত ভুলে ভরা, লেখা। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অ্যাকাদেমির বানান বিধি নানা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়নি। শিক্ষামন্ত্রী পার্থবাবুর বক্তব্য, বইটিতে বিস্তর অসঙ্গতি রয়েছে। সংসদ স্বশাসিত হলেও, তাদের ভুল কাজকর্মের দায় সরকার ও শাসকদলের ঘাড়ে বর্তায়। ভাবমূর্তির ক্ষতি হলে ব্যবস্থা নিতেই হবে। আমরা সেই উপলব্ধি থেকেই বইটি বাজারজাত করতে বারণ করেছি।সংশোধিত–পরিমার্জিত আকারে প্রকাশিত হবে। সেগুলি জুলাই মাসে শেষ সপ্তাহ নাগাদ রাজ্যের সব ছাত্রছাত্রীকে তা বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে। রাজ্য সরকারে বক্তব্য, বইটিতে না কি বিস্তর অসঙ্গতি রয়েছে। তাহলে, চলতি বছরের ১০ জানুয়ারি নয়া পাঠক্রমে একাদশ শ্রেণির নয়া প্রশ্নপত্রের নমুনা পুস্তিকার আকারে ৬০ টাকা মূল্যের যে বইটি প্রকাশিত হয়েছে, তাতে কেবল ইংরেজি বিষয়ে ছ'পাতার নমুনা প্রশ্নপত্রে মোট ১৬টি বানান ভুল। বাক্যগঠন সম্পূর্ণ না হওয়ায় প্রশ্ন বোঝা যাচ্ছে না। শূন্যস্থান পূরণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ফাঁকা জায়গা রাখা হয়নি। পাশাপাশি প্রশ্নপত্রে কোথাও বড়ো হরফ ও ছোট হরফের নিয়ম মানা হয়নি। এছাড়াও ইংরেজি ছাড়াও ভূগোল, ইতিহাস, বাংলা প্রশ্নপত্রেও অজস্র ছোট–বড় ভুল ধরা পড়েছে। তবুও তার সংশোধন বা পরিমার্জন হল না। অথ এখন শিক্ষাবর্ষের মাঝখানে প্রায় ৩২ দিন ওই বইটির পঠনপাঠন বন্ধ রেখে তার পরিমার্জন হচ্ছে।

ধিক্কার মহিলা সমাজের

সৌমিতা চৌধুরী: *৩০ জুন, ২০১৪ তারিখে তৃণমূল সাংসদ তাপস পাল নদীয়ার চৌমাহা গ্রামে প্রকাশ্য জনসভায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে যে কুরুচিকর মন্তব্য করেন, তার প্রতিবাদে ২ জুলাই, বুধবার বেহালা থানায় স্মারকলিপি জমা দেন স্থানীয় মহিলা নাগরিকরা। এদের দাবি ছিল, অভিযুক্ত সাংসদকে অবিলম্বে তাঁর পদ থেকে পদত্যাগ করতে হবে। এবং সারা ভারতের মহিলা সমাজের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। ভারতীয় জনতা পার্টি বেহালা পূর্ব মণ্ডল মহিলা মোর্চার সভাপতি সুজাতা ঘোষের নেতৃত্বে রায়বাহাদুর রোড হয়ে বেহালা থানা পর্যন্ত মহিলারা একটি মিছিলও করেন। লোক দিয়ে খুন এবং ধর্ষণ করে দেওয়ার যে মন্তব্য অভিযুক্ত সাংসদ করেছেন ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে রাজ্যের কাছে রিপোর্ট তলব করা হয়েছে। গত ১ জুলাই বামফ্রন্ট এবং কংগ্রেস সদস্যরা বিধানসভায় এই নিয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানান।*

ছবি: শ্রাবন্তী সর্দার

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতাঃ৪৮ বর্ষ, ৩৭ সংখ্যা,৫ জুলাই–১১ জুলাই, ২০১৪

ব্রাত্য জমানার 'ভুল' সংশোধন জরুরি

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের ভার হাতে নিয়েই হাফ ডজন শিক্ষামন্ত্রীর জায়গায় মাত্র একজন শিক্ষামন্ত্রী নিয়োগ করে দিলেন। হয়ত বা লক্ষ্য ছিল অর্থনৈতিক ও একীকরণের ভাবনা। নাট্য ব্যক্তিত্ব ব্রাত্য বসু পূর্ব আমলের রক্তিম করণের বিরুদ্ধে সজাগ ছিলেন। সক্রিয় ছিলেন তাঁর শিল্পপ্রতিভা দেশবিদেশ ও ব্রাত্যজনদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে। খুশি মুখ্যমন্ত্রী তাঁর মন্ত্রীত্ব পরিচালনার মার্কশিটে দিনের পর দিন পাশ মার্ক দিয়ে গিয়েছেন কিন্তু সবার অগোচরে শিক্ষা ক্ষেত্রে ঘুঘুর বাসা মুখোশের আড়ালে ফিরে এসেছিল। বিগত তিন বছরে রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রের ভূমিকা বারংবার সমালোচিত হয়েছে গণমাধ্যমে। নাট্যকার ও মন্ত্রী ব্রাত্য বসুর কোন প্রতিশ্রুতিই রক্ষা হয়নি। রঙ বদলানো শিক্ষাবিদ, অধ্যাপক, অধ্যাপিকারা রাতারাতি ব্রাত্য ঘনিষ্ট হয়ে পড়লেন। প্রকৃত গুণীজন আর মা–মাটি–মানুষ ভাবনায় ভাবিত শিক্ষাবিদরা নীরব দর্শক হয়ে রইলেন দিনের পর দিন।

শিক্ষাক্ষেত্রে ব্রাত্য বসু অ্যাকাডেমিক অডিট–এর হুংকার কিছু দিনের মধ্যেই ফিঁকে হয়ে গেল। বাম আমলে 'শিক্ষা–শহিদ'দের কথা ভুলে গেলেন চলচিত্রকার ও শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। মন্ত্রীত্ব ও নাট্যকার এই দুই ভূমিকায় সফল হয়ে তিনি এক বিশাল স্তাবক কূল জুটিয়ে নিলেন। যাঁরা একদিকে তাঁর নামে নাটকের দলের সূচনা করলেন, নানা উৎসবে সামিল হলেন অন্যদিকে শিক্ষক নিয়োগের, শিক্ষানীতি নির্ধারণের এক একজন মাথা হয়ে গেলেন। যোগ্যতা থাক না থাক কেউ উপাচার্য কেউবা পাঠ্যপুস্তক রচনা ভাবনার ভাগিদার হলেন। ফল মিলল হাতে হাতে। ব্রাত্য আমলে পশ্চিমবাংলায় যেমন শিক্ষার জট বেধেছে এমনটা রাজ্যবাসী আশা করেনি। নতুন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় এক জটিল সমস্যা সমাধানের সামনে দাঁড়িয়ে যা তাঁর পূর্বসুরী সৃষ্টি করে গিয়েছেন। রাজ্যে হঠাৎ 'সেন্টর গ্রুপ' সৃষ্টির ভাবনা ব্রাত্য বসুর মস্তিষ্ক প্রসূত কিনা জানা না গেলেও রাজ্যে হঠাৎ বিশ্ববিদ্যালয় সংশোধন বিল এং আইন পাশ–এর নেপথ্য রহস্য দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। বাম অ্যাজেন্ডা পূরণের দায়িত্ব ব্রাত্য বসু তুলে নিয়েছিলেন বলেই কি ক্রমশ তিনি রাজ্যে ক্রমশ তিনি শিক্ষাঙ্গণকে বিশুদ্ধ রাজনীতি আর দুর্নীতির আঁখড়া বানিয়েছিলেন। প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা সর্বত্রই এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। টেট, সেট, থেকে সর্বত্র 'ছাত্রদরদি' নেতাদের ছড়াছড়ি।

রাজ্যে বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় পার্থ চট্টোপাধ্যায় আশা করা যায় ব্রাত্য জমানার জট কাটাতে সফল হবেন। তাঁর আন্তরিক প্রয়াস কোনও কোনও ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে। অনশনরত ছাত্রছাত্রীদের প্রতি তাঁর সদিচ্ছা। পাঠ্যবইতে ব্রাত্য জমানার অজ্ঞতা সংশোধন প্রচেষ্টার মাধ্যমে নতুন শিক্ষামন্ত্রী বাস্তব জ্ঞানের প্রকাশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ব্রাত্য জমানার বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তকে এমন নানা ভুল সম্পর্কেও আগামী দিনে তিনি যেমন নজর দেবেন আশা করা যায় প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষার প্রাঙ্গনে যাতে প্রকৃত শিক্ষাদরদি মানুষের আনাগোনা হয় সেদিকেও নজর দেবেন। গত তিন বছরের ক্ষত পূরণের দায়িত্ব কতটা নিরাময় করতে পারেন তার দিকে ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক ও রাজ্যবাসী তাকিয়ে আছেন।

৩৭০ ধারা বিচ্ছিন্নতার উপহার!

সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়

পঞ্চদশ সাধারণ নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে জয় লাভ করার পর থেকে ৩৭০ ধারা নিয়ে বিতর্ক এবং আশঙ্কা প্রকাশ্যে এসেছে। বিজেপি'র সর্বভারতীয় সভাপতি তথা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী রাজনাথ সিংহ থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিংহ ৩৭০ ধারা নিয়ে জাতীয় স্তরে বিতর্ক–আলোচনার ওপর জোর দিয়েছেন। নির্বাচনের আগে নরেন্দ্র ভাই দামোদর দাস মোদি তো বিভিন্ন নির্বাচনী জনসভায় প্রশ্ন তুলেছিলেন ৩৭০ ধারা বজায় রাখার যৌক্তিকতা নিয়ে।

৩৭০ ধারা বাতিলের আশঙ্কায় একের পর এক হুংকার দিয়ে যাচ্ছে কংগ্রেস এবং ন্যাশনাল কনফারেন্স। কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সাংসদ তারিক আনোয়ারের বক্তব্য ৩৭০ ধারা তুলে নেওয়া হলে তা হবে ভারতের সংহতির পক্ষে বিপদজনক। কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা তাঁর ট্যুইট্যারে লিখেছেন, ৩৭০ ধারা বাতিল করা হলে জঙ্গী সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাবে এবং তাঁর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দায়ী থাকবে। ভাবলে অবাক লাগে স্বাধীনতার ৬৭ বছর পার করার পরেও জম্মু–কাশ্মীরকে ভারতের অন্যান্য অঙ্গরাজ্যের মতন একটি রাজ্যে পরিণত করতে পারা গেল না। এই রাজ্যটিকে ভারতের অংশ হিসেবে দাবী করার জন্য ৩৭০ ধারায় বিশেষ সুযোগ সুবিধা দিয়ে যেতে হবে। আর মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে নিজেদের ক্ষমতার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করবে। আর মাঝে মাঝে পাকিস্তানের জুজু দেখাবে। কি বিচিত্র এই আবদার!

একপ্রকার ছলে–বলে–কৌশলে গণপরিষদের ধারা ৩৭০ ধারাকে সংবিধানে সংযোজন করার কি প্রয়োজন ছিল তা আমাদের অনেকের কাছেই স্বচ্ছ নয়। স্বাধীনতার পর জুনাগড়–সহ ৫৬৫টি রাজন্যবর্গ শাষিত রাজ্যের মতন জম্মু–কাশ্মীর ভারতের অঙ্গরাজ্য হিসেবে যুক্ত হতে পারত জাতিপুঞ্জের নির্দেশিত গণভোটের দ্বারা। লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন নেহেরুকে এই প্রস্তাবে প্রায় সম্মতও করে ফেলেছিলেন, কিন্তু শেখ আবদুল্লার স্বাধীন কাশ্মীর রাজ্যের অধিপতি হবার স্বপ্ন এবং হরিসিংহের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ কৌশলে জওহরলাল নেহেরুর দুরাভিসারী মনকে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর দাবী ছিল কাশ্মীরের জন্য কাশ্মীরের ক্ষেত্রে গণভোট। দুর্ভাগ্যের বিষয় হরি সিংহের স্বাধীন শাসক হওয়ার স্বপ্ন আবদুল্লার বিশেষ অধিকারের লাড্ডু খেয়ে ফেলেছিল। ১৯৪৮–এ পাকিস্তানী হানাদারদের হাটিয়ে কাশ্মীরকে ভারতীয় সেনারা রক্ষা করলেও ভারত রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি।

হিন্দু–মুসলমান–বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী অধ্যুষিত জম্মু–কাশ্মীর–লাদাখ অঞ্চল নিয়ে জম্মু–কাশ্মীর রাজ্যটি গড়ে উঠেছে। প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ডে ভূস্বর্গে পুজোর ছুটিতে যে আমরা বেড়াতে যেতে পারছি তার সবটাই অবদান ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের। স্বাধীনতার পর তৎকালীন কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী শেষ আবদুল্লা আইন করেছিলেন কাশ্মীরে ভারতীয়দের প্রবেশের জন্য সম্মতিপত্র আবশ্যক। এই আইনের বিরোধীতা করে বঙ্গ সন্তান ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় জেলে গিয়েছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ইউ–এন বৈদ্যের রিপোর্ট অনুযায়ী ৬ বর্গফুট ঘরে মাটিতে শুয়ে বেঘোরে মারা গিয়েছিলেন। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী যোগমায়া দেবী শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর পর এক চিঠিতে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর কাছে তাঁর সন্তানের মৃত্যুর কারণ জানতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নেহেরু পুত্রহারা মায়ের আর্তি শুনতে পাননি। যার ফলে শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু আজও রহস্যাবৃত। ইতিহাসের এমনই পরিণতি ওই বছরই ভারত বিরোধী কাজের জন্য শেখ আবদুল্লাকে একটানা পাঁচ বছর জেল খাটতে হয়েছিল।

১৯৪৯ সালে ১৭ অক্টোবর গণপরিষদের অধিবেশনে ৩৭০ ধারা দেশের অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে বৈষম্য সৃষ্টি করছে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন বিশিষ্ট কবি চিন্তাবিদ মৌলানা মুসারৎ মাহাম। নেহেরুর বিশ্বাস ছিল, ৩৭০ ধারায় বিশেষ সুযোগ সুবিধা জম্মু কাশ্মীরকে দেওয়া হলে কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু ৩৭০ ধারার প্রথম বিরোধীতা করেন গণপরিষদের খসড়া কমিটির সভাপতি ড. ভীম রাও আম্বেদকর, তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে ৩৭০ ধারা প্রয়োগ করা হলে তা হবে ভারতের ঐক্য ও

> **স্বাধীনতার পর তৎকালীন কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী সেখ আবদুল্লা আইন করেছিলেন কাশ্মীরে ভারতীয়দের প্রবেশের জন্য সম্মতিপত্র আবশ্যক। এই আইনের বিরোধীতা করে বঙ্গ সন্তাত ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় জেলে গিয়েছিলেন।**

সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধ জালিয়াতির সামিল। তৎকালীন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বল্লভভাই প্যাটেল প্রথম থেকে ৩৭০ ধারা প্রয়োগের তীব্র বিরোধী ছিলেন। এই বিল নিয়ে নেহেরু এবং বল্লভভাই প্যাটেলের মধ্যে তীব্র বিরোধ বাধে। গান্ধীর দুই প্রিয় শিষ্যের বিরোধের নিস্পত্তি ঘটাতে এইসময় প্যাটেলের ব্যক্তিগত সচিব ভিসাগরকরের সহায়তায় নেহেরু এবং সেখ আবদুল্লা ৩৭০ ধারা আইনের চূড়ান্ত খসড়া তৈরি করেন। কাশ্মীরের মহারাজ হরিসিং–এর মন্ত্রীসভায় ৬ বছর প্রধানমন্ত্রী পদে আসীনে ছিলেন এবং স্বাধীনতার পর রাষ্ট্র মন্ত্রী হিসেবে গোপাল স্বামী আয়েন্দারকে দিয়ে ৩৭০ ধারা আইনে পরিণত করেন। নেহেরুর এই আচরণে প্যাটেল ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। এমনকী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয় থেকে পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

সংবিধানে ৩৭০ ধারা যুক্ত হওয়ার ফলে জম্মু–কাশ্মীরের অধিবাসীদের জন্য স্বতন্ত্র সংবিধান কাশ্মীরে–ভারতের দ্বৈত নাগরিকত্ব, কাশ্মীর বিধানসভার সম্মতি ব্যাতিত কেন্দ্রীয় আইনসভার আইন প্রশনেয় সীমাবদ্ধতা–সম্পত্তি করও যৌতুক কর সহ একাধিক কর মকুব ৩৫২ ধারা অনুয়াযী জাতীয় জরুরী অবস্থা– ৩৬০ ধারায় অর্থনৈতিক জরুরী অবস্থা ঘোষণা বলবৎ করা যায় না। ভারতের অন্য রাজ্যের অধিবাসীরা কাশ্মীরে গিয়ে বাড়ি তৈরি করতে পারবে না। অতীতে কাশ্মীর রাজ্যের জন্য স্বতন্ত্র পতাকা শুক্রবার ছুটির দিন হিসেবে ক্যালেন্ডারে চিহ্নিত ছিল। ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ৭০–এর দশকে স্বতন্ত্র পতাকা এবং ছুটির দিন বাতিল করার উদ্যোগ নেন এবং কাশ্মীরের সরকার তা কার্যকরী করতে বাধ্য হয়।

জম্মু–কাশ্মীর রাজ্যকে বিশেষ সুযোগ–সুবিধা দেওয়ার ফল বিচ্ছিন্নতাবাদ–সন্ত্রাসবাদ, জম্মু থেকে ৩০০০ হিন্দু পণ্ডিত পরিবারের শরনার্থী শিবিরে আশ্রয় এবং ভারত থেকে বেরিয়ে যাবার হুমকি স্থানীয় বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী দিয়েই চলেছে। ৩৭০ ধারার ফায়দা কাশ্মীরের এলিট শাসক ব্যবসায়ী পুঁজিপতি এবং পাকিস্তনী মদতপুষ্ট জঙ্গীরা লুঠছে, আর সাধারণ কাশ্মীরিরা এই সুযোগ থেকে ব্রাত্য। ২০১৩ সালের পরিকল্পনা কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৩.২৭ লক্ষ লোক দারিদ্র সীমারেখার নীচে বসবাস করে। শতকরা ২৪ শতাংশ ব্যক্তি নিরক্ষর। সরকারি হিসেব অনুযায়ী ৬ লক্ষ নথিভুক্ত বেকার। শিক্ষিত বেকার যুবক–যুবতীরা হতাশায় জঙ্গী গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভারত বিরোধীতার জিগির তুলছে। ভেবে দেখার সময় এসেছে ৩৭০ ধারার ফায়দা কারা লুটছে আর ভারতের সার্বভৌমত্বের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে কারা! ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে কাশ্মীরের জনগণ কি ভূস্বর্গের সুখভোগ করতে পারবে? নাকি কোনও একটি পরিবার এবং জঙ্গীবাদের হাতে নিজেদের জীবন বিসর্জন দেবে?

৩৭০ ধারা 'সাময়িক' বলে নেহেরু উল্লেখ করেছিলেন। ৩৭০ (৩) ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতার সমর্থনে বাতিল করার বিধি এই ধারার মধ্যে রয়েছে। সেখ আবদুল্লার ভারতবিরোধী কাজে রুষ্ট হয়ে এই ধারা তুলে নেওয়ার ভাবনাচিন্তা নেহেরু করেছিলেন। কিন্তু ৬২ সালে চীনের যুদ্ধ আর জওহরলাল নেহেরুর মৃত্যুর জন্য তা সম্ভব হয়নি। জনসংঘ থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির উদ্ভব–২–২৮৩ আসন নিয়ে সংখ্যাগারিষ্ঠতা লাভ নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ৩৭০ ধারা বাতিল করে নরেন্দ্র ভাই মোদি তাঁর পূর্বসুরী প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর পদাঙ্ক অনুসরন করতে পারবেন কি এটাই প্রশ্ন।

পাঠকের কলমে

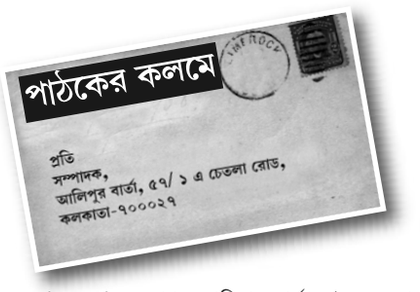

ঝড়ে কাক মরে

২৮/৬–৪/৭ সংখ্যায় আলিপুর বার্তায় 'মনের খেয়াল' ছোটদের বিভাগে জাদুকর শৈলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের লেখাটির সম্বন্ধে আমার কিছু বলার আছে। লেখাটির শিরোনাম হল 'জাদুর গল্প হলেও সত্যি'–এর মাধ্যমে কি লেখক বলতে চাইছেন, যে কাহিনী দুটি তিনি শুনিয়েছেন তা সত্যি সত্যি প্রমাণ দেয় যে ফকির জাদুকরের অলৌকিক ক্ষমতা ছিল? অর্থাৎ ফকির বাবা হাওয়া থেকে ট্রেনের বিবিধ টিকিট ধরেন, ট্রেনের ইঞ্জিন থামিয়ে দিয়েছিলেন আবার চালুও করেছিলেন তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা বলে? যদি এসবই হয় লেখকের রচনাটির প্রতিপাদ্য, তবে তাঁকে বিনীতভাবে বলব আজকের মহাকাশ বিজ্ঞানের যুগে (২২ কোটি মাইল দূরে মঙ্গল গ্রহে 'কিউরিওসিটি'–কে পৃথিবী থেকে রিমোটের সাহায্যে নানান কাজ করানো হচ্ছে) এ ধরনের অবৈজ্ঞানিক 'কাহিনী' ছোটদের না শোনানই ভাল। তবে আমার মনে হয় লেখকের তা বক্তব্য নয়। তিনি স্থানীয় মানুষজনের অন্ধ বিশ্বাসের 'গল্প'ই শুনিয়েছেন। তাতে আপত্তি করার কিছু নেই।

লেখকের বর্ণনা থেকে জানা যাচ্ছে যে ফকির বাবা দক্ষ জাদুকর ছিলেন। সুতরাং তাঁর পরণের দামি সিল্কের লুঙ্গিতে ও জামায় গুপ্ত পকেট থাকতেই পারে। যার সাহায্যে তিনি ট্রেনের বিবিধ টিকিটের আবির্ভাব ঘটিয়েছিলেন সেটা সম্ভব। আর ট্রেনের ইঞ্জিন মনে হয় কোনও ছোটখাটো যান্ত্রিক গোলযোগে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আবার চালক ইঞ্জিনের নানান কলকব্জা নাড়াচাড়া করতেই চালু হয়ে যায় (এই কিছুদিন আগে দক্ষিণ কলকাতায় চালকহীন ছুটন্ত ট্রামে জনৈক যুবক দৌড়ে উঠে ট্রামের ইঞ্জিনের ড্রাইভিং হ্যান্ডেল, পায়ের ব্রেক প্রভৃতির সাহায্যে না জেনেই আকস্মিকভাবে ট্রামটিকে থামিয়ে দিয়েছিলেন)। তবে ফকির জাদুকর যেহেতু ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন, তাই স্থানীয় মানুষজন তাদের অবৈজ্ঞানিক বিশ্বাসের উপরে ভর করেই মনে করেন, যা ঘটেছিল তা সবই ফকির জাদুকরের অলৌকিক ক্ষমতা প্রয়োগের ফলে। সবশেষে বলি, জাদুকর লেখকের এই লেখাটি পড়ে আমার মনে পড়ে গেল সেই বহু পুরনো প্রবচনটি 'ঝড়ে কাক মরে, ফকিরের কেরামতি বাড়ে'।

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (জাদুকর)
তেলীপাড়া রোড, কলকাতা–২৫।

অমৃতকথা

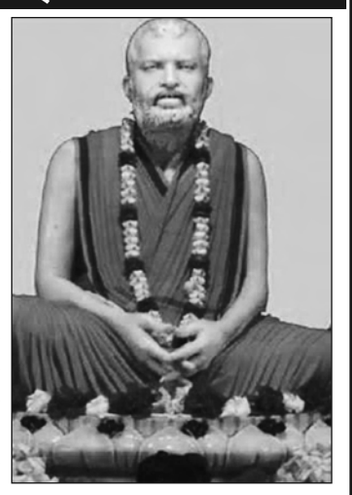

২৭৬। প্রেম–ভক্তি কি রূপে স্থায়ী হয়?

কলসিতে জল পুরে সিকেয় তুলে রাখলে দিনকতক পরে জল শুকোয় না। সেইরকম ঈশ্বরের কাজে যে নিত্য ডুবে থাকে তার প্রেম–ভক্তি শুকোয় না, কিন্তু দু–একদিনের প্রেম–ভক্তিতে যে নিশ্চিন্ত থাকে, সিকেয় তোলা জলের মতন তার প্রেম–ভক্তি দু'দিন পরে শুকিয়ে যায়।

২৭৭। ঈশ্বরে মন স্থির হয় না কেন?

গুয়ের মাছি কখনও কখনও ময়রার দোকানে সন্দেশের ওপর গিয়ে বসে, আবার কোনও মেথরানী গুয়ের ভার নিয়ে যদি সেই পথ দিয়ে যায় তবে সে সন্দেশ ছেড়ে উড়ে গিয়ে সেই গুয়ের ওপর বসে। মৌমাছি মধু পানেই মত্ত থাকে। সংসারী জীবও সেইরকম। কখনও হরির কথা শোনে, আবার কখনও বিষয়ে মত্ত হয়।

শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণপরমহংসদেব

যাওয়া আসার পথে–পথে

আপনার বই কি বাজারে চলবে?

দীপককুমার বড় পণ্ডা

সেদিন কলেজস্ট্রিট–এ 'পুস্তক বিপণি'তে ঢুকতে যাব, এমন সময় দেখি উল্টোদিক থেকে শিবেন্দুদা , মানে ড. শিবেন্দু মান্না আসছেন। শিবেন্দুদা প্রবীণ লোকসংস্কৃতিবিদ। সংগ্রহশালা পরিচালনা থেকে শিক্ষকতা নানারকম চাকরি করেছেন। অনেক লেখালেখি করেছেন, বেশ কয়েকটি বইও আছে। অনেকদিন বাদে দেখা, তাই বেশ ভাল লাগল। শিবেন্দুদা–ও বেশ খুশি। নানারকম ভাল–মন্দ কথার পর বললেন, তারাপদবাবু (তারাপদ সাঁতরা প্রখ্যাত পুরাতত্ত্ব এবং লোকসংস্কৃতিবিদ) বলতেন, কোনও পরিস্থিতিতে কলম ছেড়ো না। লিখে যেও। শিবেন্দুদা হাসতে হাসতে এবার বললেন, লিখে তো যাচ্ছি, কিন্তু বহু প্রকাশক আমরা যারা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াই না, তাদের বই–এর বিষয়ে সন্দিহান হন। বই চলবে তো? এই বই কিনবে কে? কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এটা পড়ানো হয়ত? এক প্রকাশক শিবেন্দুদা –কে বলেছিলেন,

–আপনি বই লিখলেন বটে, কিন্তু আপনার বই কি বাজারে চলবে?

–কেন, আমার বই চলবে না কেন? এত ফিল্ডওয়ার্ক করেছি, এত খেটে লিখেছি! শিবেন্দুদা খানিকটা বিব্রত হন।

– না, মানে আপনি তো কোনও কলেজ–বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান না, তাই ভাবছি। প্রকাশক আমতা আমতা করে বলেন।

বছর ঘোরার আগেই সেই প্রকাশক শিবেন্দুদা –কে বললেন, আপনার বই–এর দ্বিতীয় সংস্করণ করতে হবে। আপনি বইটায় আরও কিছু সংযোজন করতে পারেন। শিবেন্দুদা সেই প্রকাশককে বলেছিলেন, দেখলেন তো আমার বইও বাজারে চলল। প্রকাশক বলেছিলেন, সেটাই ভাবছি, কী করে চলল।

এরমধ্যে আমাদের মাঝে আর একজন এসে হাজির হয়েছেন দীপঙ্কর ঘোষ। দীপঙ্করদা নৃতত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। বাজারে বেশ কয়েকটি সফল বই আছে। সারা পশ্চিমবঙ্গের বহু জায়গায় গবেষণা করেছেন। তিনি শিবেন্দুদা –র কথা শুনে বললেন, দাঁড়ান আজকের অভিজ্ঞতার কথাই বলি। এবার তাঁর অভিজ্ঞতা শুরু করলেন। আমরা তখন চিত্তরঞ্জন কলেজের সামনে দিয়ে হাঁটছি। এখন ভর্তির জন্য ছেলে–মেয়েদের লাইন পড়েছে। দীপঙ্করদা বললেন, আজ এই পাড়ায় একটি বই–এর দোকানে গিয়েছি, কিছুক্ষণ বইপত্র নেড়েচেড়ে দেখার পর একজন এসে বললেন,

–স্যার, আপনার কোন কলেজ?

আমি নিরুত্তর। মন দিয়ে বই দেখছি। আবারও উনি জানতে চাইলেন। আমি বললাম,

–কলেজে পড়াই না।

–তবে কোন বিশ্ববিদ্যালয়?

আমি আবার বইতে মন দিলাম। নতুন আর একজন এসে বললেন,

–স্যার, কিছু মনে করবেন না, আপনি কোথাকার অধ্যাপক বলবেন?

–এখানে কি অধ্যাপক না হলে বই দেখা যায় না? দীপঙ্করদা প্রশ্ন করেন দোকানিকে।

–না, আপনি বেশ মন দিয়ে দেখছিলেন তো, তাই আর কি...। মাঝবয়সী দোকানি হাত কচলে কথা ক'টা বলার পর দীপঙ্করদা বলেন, আমি অধ্যাপকদের পড়ার জন্য বই লিখি।

দোকানি আর ঘাঁটান না।

> **শিবেন্দুদা হাসতে হাসতে এবার বললেন, লিখে তো যাচ্ছি, কিন্তু বহু প্রকাশক আমরা যারা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াই না, তাদের বই–এর বিষয়ে সন্দিহান হন। বই চলবে তো? এই বই কিনবে কে?**

শিবেন্দুদা বললেন, তুমি তো তবু রক্ষা পেলে, তারাপদ সাঁতরা নিজেকে রক্ষা করতে পারতেন না এত সহজে। বহুভাবে লাঞ্ছিত

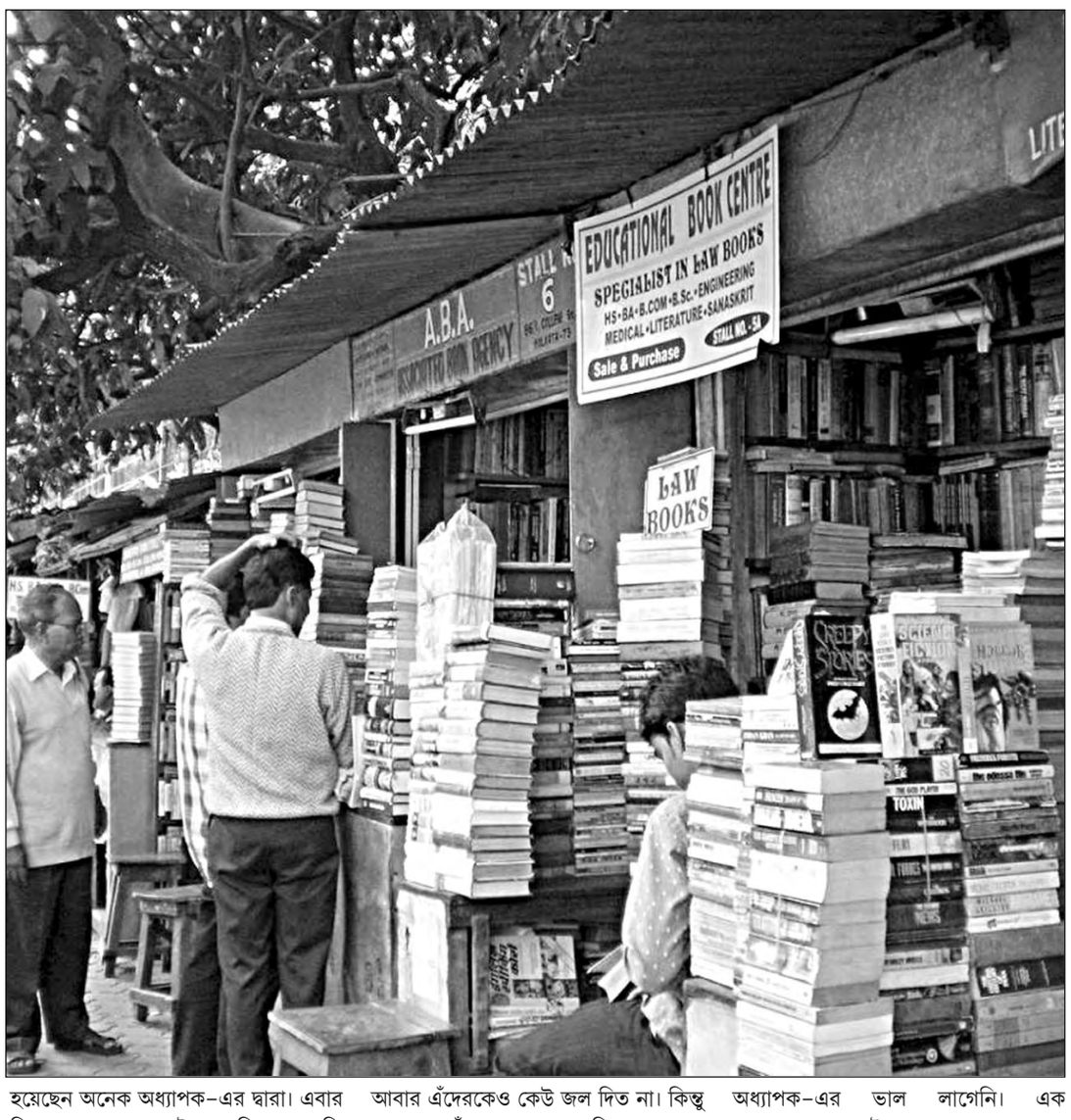

হয়েছেন অনেক অধ্যাপক–এর দ্বারা। এবার শিবেন্দুদা–র বলা গল্পটা এক নিদারুণ স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়। শিবেন্দুদা , যে তারাপদ বাবুর কথা প্রথমে বলেছিলেন, সেই তারাপদ সাঁতরা ছিলেন, রাজ্য সরকারের চাকুরে, জাতিতে পোদ।

এই পোদ'রা আমাদের জাতি কাঠামোয় একেবারে নিচের দিকে। আগের দিনে যে জল–অচল জাতি ছিল, এঁরা তাই ছিলেন। অর্থাৎ এঁদের ছোঁয়া জল কেউ খেতেন না, আবার এঁদেরকেও কেউ জল দিত না। কিন্তু তারাপদ সাঁতরা লোকসংস্কৃতি, পুরাতত্ত্ব, আঞ্চলিক ইতিহাস প্রভৃতি চর্চায় খুব খ্যাতি পেয়েছিলেন। তাঁর লেখা বহু বই খুব নাম করেছে। কিন্তু তিনি অধ্যাপক মহলে কেমন অবহেলিত ছিলেন, তার একটা নমুনা সেদিন শিবেন্দুদা শুনিয়েছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়–এর এক নামি ব্রাহ্মণ অধ্যাপক–এর বই–এর সমালোচনা করেছিলেন তারাপদবাবু। সেই সমালোচনা অধ্যাপক–এর ভাল লাগেনি। এক আলোচনাচক্রে সেই অধ্যাপক এবং তারাপদ বাবু দু'জনেই আমন্ত্রিত ছিলেন। তারাপদবাবু মঞ্চে সেই অধ্যাপক–এর পাশে গিয়ে বসলে, অধ্যাপক উঠে গিয়ে দুটি চেয়ার বাদে বসেন। তারাপদ বাবু ভেবেছিলেন, সমালোচনা মনোমত না হওয়ায় এই রাগ। কিন্তু পরে শোনা গিয়েছিল, সেই ব্রাহ্মণ অধ্যাপক নাকি তারাপদ বাবু নিম্ন বর্ণের বলেই ওখান থেকে উঠে গিয়েছিলেন।

রাজ্যপালের সঙ্গে সরকারের সম্পর্ক

একের পাতার পর

এখন দেখার রাজ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন সরকারের 'বাড়া ভাতে' কতটা ছাই ফেলতে পারেন এই সংঘ পরিবারের স্নেহ ধন্য কোনও ব্যক্তি। বিশিষ্ট আইনজ্ঞ জয়দীপ মুখোপাধ্যায় রাজ্যপালের পদের স্বচ্ছতা আনার জন্য অবিলম্বে সংবিধানের সংশোধনী দাবি করেছেন। তাঁর মতে রাজ্যপালের কি ক্ষমতা আছে তা ভারতীয় সংবিধানে ঠিক পরিষ্কার নয়। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।

রাজ্যে জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর কংগ্রেস নিযুক্ত দুই রাজ্যপাল ধরমবীর এবং ভৈরব দত্ত পাণ্ডের সঙ্গে রীতিমতো খারাপ সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল তৎকালীন ফ্রন্ট সরকারের। বাদানুবাদ পর্যন্ত বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপালের। পরে কংগ্রেসের সঙ্গে সিপিএমের ঘনিষ্ঠতা বাড়ার পর থেকে এ রাজ্যে অপেক্ষাকৃত নরম মনোভাবাপন্ন মানুষদের রাজ্যপাল হিসেবে প্রেরণ করে রাজীব গান্ধির সরকার। এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ সৈয়দ নুরুল হাসান–এর মতো রাজ্যদরদী রাজ্যপাল। পরে সোনিয়া গান্ধির বিরাগভাজন হওয়ার পর বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সরকারের সঙ্গে চরম খারাপ সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছিল প্রাক্তন রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধির। একইভাবে কেন্দ্রের ইউপিএ সরকারের উপর থেকে সমর্থন তুলে নেওয়ার পর এ রাজ্যের তৃণমূল সরকারের সঙ্গে বৈরিতা গড়ে ওঠে এমকে নারায়ণনের। অবশ্য তাঁর সঙ্গে মমতার সরকারের সম্পর্ক ছিল অনেকটা 'শাস–বহু' মার্কা 'তু তু মে মে'–র মতো। রাজ্যপাল যেমন এই সরকারের বিভিন্ন কার্যকলাপের কঠোর সমালোচনা করেছেন, একইভাবে কলকাতা নাইট রাইডার্স দলের জয় উদযাপন করতে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে 'ধিতাং ধিতাং বোলে' গানের সঙ্গে সঙ্গত করেছেন। এখন দেখার নতুন রাজ্যপালের সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের রসায়নটা কোন পর্যায় পৌঁছায়।

আলিপুর সদর শারদ সম্মান প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুর: গত ২৮ জুন বজবজ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির সভাকক্ষে ২০১৩ সালের আলিপুর সদর মহকুমার শারদ সম্মান প্রদান করা হল। এর আগে একটি প্রীতি ফুটবল টুর্ণামেন্টের আয়োজন ছিল। অংশগ্রহন করে বজবজ ফটুবল অ্যাকাদেমি ও আলিপুর সদর সমন্বয় একাদশ। বজবজ ফুটবল অ্যাকাদেমি ২–০ গোলে জয় লাভ করে।

২০১৩ সালের শারদ সম্মান প্রতিযোগিতায় প্রথম হয় বিষ্ণুপুর থানা এলাকার বোরহানপুর মনমাতলা যুবক সমিতি দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান পায় মহেশতলা থানা এলাকার যথাক্রমে আকড়া সার্বজনীন দুর্গা উৎসব কমিটি এবং বাটানগর নিউল্যান্ড পূজা কমিটি

শ্রেষ্ট মণ্ডপ সজ্জার জন্য পুরস্কৃত হয় মহেশতলা থানা এলাকার বেকার সমিতি ও সুকান্ত স্মৃতি পাঠাগার। শ্রেষ্ঠ প্রতিমার জন্য পুরস্কার পায় বজবজ ডিএন ঘোষ রোড সার্বজনীন পূজা কমিটি। পাঁচটি সান্তনা পুরস্কার পায় রবীন্দ্রনগর দুর্গা উৎসব কমিটি, বাটানগর আমরা সবাই, মধ্য পূজালী, রায়পুর বাজার পূজা কমিটি ও উদয়রামপুর রিক্রিয়েশন ক্লাব। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলিপুর সদর মহকুমা শাসক কীর্ত্তিবাস নায়েক, বিধায়ক অশোক দেব, জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়, জগন্নাথ গুপ্তা প্রমুখ অতিথি বৃন্দ।

পুজোর আমেজ তিলোত্তমায়

একের পাতার পর

সৌজন্যে এই মুহূর্তে বাংলার একটি জনপ্রিয় প্রোগ্রামের উপস্থাপক এবং অভিনেত্রী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, গার্গী রায়চৌধুরী এবং মাস্টার বিট্টু তথা আজকের সুপার ডুপার নায়ক সোহম। এদের উপস্থিতি আর ঢাকের গুড়গুড় শব্দে হঠাৎ করেই ষষ্ঠীর সকাল মনে হচ্ছিল দিনটাকে। এই কল্পনাবিলাসটা ভাঙল রাজ্যের বর্ষীয়ান মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় এবং শাসক দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি'র আগমনে। এই দুই সুব্রত আর তিন তারকা মিলে একেবারে জমে ক্ষীর দেবাশিস কুমারের ত্রিধারা সম্মিলনীর প্রাঙ্গন। রথযাত্রার শুভলগ্নকেই খুঁটি পুজোর জন্য বেছে নিয়েছিল ভবানীপুরের মদন মিত্রের পুরনো পাড়া বলে পরিচিত পচাত্তর পল্লি। এরা আবার পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে খুঁটি পুজোর মঞ্চে হাজির করেছিল। সঙ্গ দিয়েছিলেন 'কিউট' অভিনেতা আবীর চট্টোপাধ্যায়। ভ্রাতৃসম মদন মিত্রের পুজো উদ্বোধনের পর রাতেই ছিল আবার ফিরহাদ হাকিমের নিজের পুজো চেতলা অগ্রণীর খুঁটি পুজো। ওইদিনেই দক্ষিণের রাজডাঙ্গা, গড়িয়া, হরিদেবপুরের ৪১ পল্লি এবং অজয় সংহতি, বেহালার নামজাদা পুজো বেহালা ক্লাবও ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রাক পুজোর এই আচার পর্ব সেরে ফেলল। এতো গেল দক্ষিণ কলকাতার কথা। উত্তর কলকাতা কি তাই বলে পিছিয়ে ছিল। উত্তরের আহীরিটোলা, কুমারটুলি পার্ক–সহ একাধিক জায়গায় খুঁটি বন্দনা হল এইদিন। উত্তরের এই পুজো পর্বের উদ্বোধনে হাজির ছিলেন সাধন পাণ্ডে, শশী পাঁজা এবং নামি চিত্রতারকারা। বোধনের দিন যেমন দুর্গাপুজোর শুরুর ঘণ্টা বেজে ওঠে তেমনি আবার খুঁটি পুজোকে কেন্দ্র করে বাঙালির হৃদয়ের বাজনা যে বাজতে শুরু করেছে তা বলাই বাহুল্য। রথের দিন যাঁরা এই মহাপর্ব সারতে পারেননি তাঁরা আবার বেছে নিতে চলেছেন রাখীবন্ধন কিংবা জন্মাষ্টমীর মতো শুভ মুহূর্তকে। রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের পুজো একডালিয়া এভারগ্রিনে তাই খুঁটি পুজোর সলতে পাকানো হবে রাখীতে নয় জন্মাষ্টমীতে। এভাবেই পুজোর ঢাকে কাঠি পড়ে গেল ফুটবলের শোরগোলের মধ্যে।

ধাক্কা জনপ্রিয়তার গ্রাফে

একের পাতার পর

ভাবতে হবে তৃণমূল নেত্রীকে। না হলে যাদের তিনি হাতে ধরে এনে জনপ্রতিনিধি বানাচ্ছেন তারাই তাঁকে বিড়ম্বনায় ফেলতে খেলবে কেন! দিনের পর দিন এই সংখ্যা কিন্তু বাড়ছে।

বিড়ম্বনার তালিকায় সাম্প্রতিক সংযোজন সাংসদ তাপস পাল ও বিধায়ক অরূপ চক্রবর্তী। শব্দবাণে জর্জরিত তৃণমূল। সামাল দিতে আসরে অবতীর্ণ হতে হয়েছে খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। দাবি উঠেছে এদের শাস্তি দেবার। আবার তৃণমূল নেতানেত্রীরা বলছেন, তাপস যখন ক্ষমা চেয়েছেন, আবার কি! মমতা বলছেন, ছোট ঘটনা, বিরোধী ও সংবাদমাধ্যমের চক্রান্ত। কিন্তু এতে মমতা শাস্তি দিন বা নাই দিন, ক্ষমা করে যতই কাছে টেনে নিন তাতে কিছুই যায় আসে না। ক্ষতি যা হবার হয়ে গিয়েছে। ধাক্কা লেগেছে জনপ্রিয়তার গ্রাফে। তৃণমূল নেত্রীর কোনও জনমত সমীক্ষার ব্যবস্থা আছে কিনা জানি না। যদি থাকে তাহলে দেখতে পাবেন ২০১১ সালে জনপ্রিয়তার যে গ্রাফ উঠতে শুরু করেছিল তীব্র গতিতে তা এখন নিম্নমুখী। এই নিম্নমুখীতায় ভেসে যেতে পারে রাজ্যের উন্নয়নে মতার প্রচেষ্টা, বাংলাকে ফের শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়ার স্বপ্ন।

ভারতবর্ষের গণতন্ত্রে সবচেয়ে কষ্টে আছেন ভোটাররা। একবার ভোট দিয়ে নির্বাচিত করে দিলে পাঁচ বছরে আর কিছুই করার থাকে না। যাচাই করার উপায় নেই জনপ্রতিনিধির কার্যকলাপ। নির্বাচিত হওয়ার পর এই সুবিধাভোগীর দল নিজেদের ইচ্ছা মতো যতই কুকর্ম করুক না কেন, কপাল চাপড়ানো ছাড়া গতি নেই ভোটারদের। এই গণতন্ত্রের কল্যাণে নির্বাচিত করতে হয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আবার তাপস পালকে। যার ভাগ্যে যা পড়ে। এও এক লটারি।

পরিস্থিতি যে দিকেই যাক না কেন সিদ্ধান্ত নিতে হবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই। তাঁকেই বেছে নিতে হবে তিনি কার সঙ্গে থাকবেন। তাপসদের মতো নেতাদের নাকি তাঁর জনগণের। এই সিদ্ধান্তের উপরে নির্ভর করছে তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যত। বাংলার মানুষ কিন্তু এখন সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়। দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক স্থায়ীত্ব তাদের কাছে সর্বনাশের সামিল।

ধুঁকছে মুচিশা লক্ষ্মীবালা হাসপাতাল

একের পাতার পর

আবার যদি ভিতের গাড়ি পার্কিং করা হয়, সে ব্যাপারে খোঁজ নেব। শীঘ্রই হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির স্বীয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে আলোচনা করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ব্লকের জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ তুষার সরকার বলেন, হাসপাতালের সম্পূর্ণ বাউন্ডারি ও গেট করার মতো অর্থ এই মুহূর্তে নেই। নৈশ প্রহরীর ব্যাপারটি নিয়ে আমরা আলোচনা করব।

এই প্রসঙ্গে ব্লক মেডিকেল হেলথ অফিসার ডাঃ ইন্দ্রানী ঘোষ জানালেন, দেখুন বিশাল হাসপাতাল চত্বর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য ধারাবাহিকভাবে সংস্কারের প্রয়োজন। রোগী কল্যাণ সমিতিতে পর্যাপ্ত টাকা না থাকলে এটা সম্ভব হয় না। তবে খুব শীঘ্রই জঞ্জাল পরিষ্কার করা হবে। তিনি বলেন, আমাদের হাসপাতালের পরিকাঠামো অনুযায়ী যত স্টাফ থাকা দরকার তা নেই। সুইপার অন্তত ৫ জনের জায়গায় ২ জন আছে, সেজন্য ওয়ার্ডে পরিচ্ছন্নতার অভাব হচ্ছে। হাসপাতালে যেখানে ১২ জন ডাক্তার থাকা দরকার সেখানে মাত্র ৪ জন আছেন। এইসহ কারণে সমস্যা হচ্ছে. তবে আমরা বিষয়গুলো উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। আশা করি সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায় এই প্রসঙ্গে বলেন, আমি হাসপাতালের ব্যাপারে বিস্তারিত খোঁজখবর নিয়েছি। সমস্যা সমাধানের চেষ্টা হচ্ছে। তবে হাসপাতালের আধিকারিককে বলেছি শীঘ্রই রোগী কল্যাণ সমিতির বরাদ্দ টাকার খাতে বর্ষার আগেই জঞ্জাল পরিষ্কার করা হবে।

সৃজনী সাহিত্য পত্রিকা পাঠককে সমৃদ্ধ করবে

নিজস্ব প্রতিনিধি: সম্প্রতি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নোদাখালি থানা এলাকার বুড়ুল থেকে প্রকাশিত ষাণ্মাষিক সাহিত্য পুরিকতা সৃজনী আমাদের দফতরে এসেছে। পত্রিকাটির প্রধান পৃষ্টপোষক লেখিকা ও সমাজসেবিকা মহাশ্বেতা দেবী। পত্রিকাটি সম্পাদনা করেছেন অভিজিৎ বেরা। কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, বিজ্ঞান, জীবনী, ভ্রমণ কাহিনী, ক্যুইজ, সাক্ষাতকার এবং খেলার লেখায় সমৃদ্ধ। বাংলার চলচিত্রের কথা সাহিত্যিক আব্দুল জবারকে নিয়ে একটি অনবদ্য প্রবন্ধ লিখেছেন ইরাভঞ্জ।

অনন্ত ভট্টাচার্যের গল্প জবর দখল, মানসী হালদারের ভোরের শিউলী, নিরঞ্জন ঘোষের ন্যায়দণ্ড মনে রেখাপাত করে।

বিজ্ঞান বিষয়ক লেখা লিখেছেন ভৌতিক কুসংস্কার নিয়ে ভবানীপ্রসাদ সাহু। সুচিত্রা সেনের শ্রী রামকৃষ্ণ কথা শীর্ষক জীবনী লিখেছেন অমল শুরু।

যা পাঠককে সমৃদ্ধ করবে। পত্রিকাটির প্রচ্ছদও বেশ দৃষ্টি নন্দন ও শিল্পবোধ সম্পন্ন।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা

অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যান বিভাগ

On Line Process:-

১. আবেদনকারীর SC/ST/OBC (যেমন প্রযোজ্য) Certificate প্রয়োজন। (SDO কতৃক প্রদেয়)
২. চলতি Bank Account (IFSC কোড প্রাপ্ত ব্যাঙ্ক) আবশ্যক।
৩. Bank Account টি কেবলমাত্র সংখ্যা দিয়েই হবে সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনো Character বা কোনো space থাকলে টাকা পাওয়া যাবে না।
৪. Pass Book এর Xerox Copy অবশ্যই দিতে হবে।
৫. আঁধার কার্ড নাম্বার (যদি থাকে)।
৬. আবেদনপত্রে প্রতিষ্ঠানটির যথাযথ ঠিকানা লিখতে হবে।
৭. শিক্ষাবর্ষের ভর্তির তারিখ প্রতিষ্ঠানের Admission Register অনুযায়ী উল্লেখ করতে হবে।
৮. বর্তমান শিক্ষাবর্ষের নির্দিষ্ট সময়সীমা (শুরু এবং শেষ) সঠিকভাবে উল্লেখ করা দরকার।
৯. উপরিউক্ত আবশ্যক শংসাপত্রগুলি সংগ্রহ করিয়া www.oasis.gov.in- এর মাধ্যমে জমা ও Lock করে application এর print copy সংগ্রহ করতে হবে।
১০. অতঃপর প্রতিষ্ঠানের প্রধানের দ্বারা আবেদন পত্রটি (Print Copy) স্বাক্ষরিত হওয়া আবশ্যিক।
১১. Application এর Print Copy যাবতীয় প্রমান পত্রের প্রতিলিপি সহ Block বা Municipality তে Inspector/Addl. Inspector (BCW) এর নিকট জমা করতে হবে।
১২. যাবতীয় প্রমান পত্রের প্রতিলিপি এবংPrint Copy অনুযায়ী উক্ত Block বা Municipality র Inspector/Addl. Inspector Online Application Verify করবেন।
১৩. ছাত্রছাত্রীদের অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে তাদের application verified হয়েছে কিনা। Block Municipality কতৃক Application Verified না হলে Scholarship পাওয়া যাবে না।
?যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা পুনর্নবীকরনের জন্য দরখাস্ত করবেন তাদের SC/ST/OBC (যেমন প্রযোজ্য) Certificate এবং প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে বিগত বৎসরের উত্তীন হইবার Certificate সংগ্রহ করতে হবে এবং দরখাস্তের সহিত জমা দিতে হবে।
বিশদ বিবরনের জন্য সংশ্লিষ্ঠ সমস্টি উন্নয়ন আধিকারিক, মহকুমা শাসকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন
হেল্পলাইন:– ০৩৩–২৪৭৯ ১২০৫ (জেলা কল্যাণ আধিকারিক)
৮৪২০৩৫২৭৫৪ (স্টাভ–ইন–চার্জ প্রি/পোস্ট মেট্রিক স্কলারশিপ)
৯৬৭৪৯১৪৯৫০(স্টাভ–ইন–চার্জ প্রি/পোস্ট মেট্রিক স্কলারশিপ)

৮৫৪(২)/জে.ত.স.দ. /২৪ পরঃ (দঃ)/৪/৭/২০১৪

ম্যালেরিয়া ও ডেঙ্গু প্রতিরোধ নিয়ে বৈঠক

পিআইবি: কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডঃ হর্ষ বর্ধন আসন্ন বর্ষার মরশুমে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ম্যালেরিয়া ও ডেঙ্গু রোধ করার কাজ নেমে পড়ার জন্য রাজ্যগুলির প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী আজ এখানে এক বৈঠকে জাতীয় রাজধানী এলাকায় ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব এড়াতে যে সব ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে সেগুলি পর্যালোচনা করেন। ডঃ হর্ষ বর্ধন বলেন যে, প্রতি বছর এই দুই রোগে বহু মানুষের প্রাণহানি ঘটছে। একমাত্র সক্রিয় ও জোরদার প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার সাহায্যেই এ ধরণের মর্মান্তিক প্রবণতা রোধ করা সম্ভব এবং প্রয়োজন হলে প্রতিটি স্তরেই দায়বদ্ধতা আনতে হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

রোগ প্রতিরোধে রাজ্যগুলির ভূমিকার কথা উল্লেখ করে ডঃ হর্ষ বর্ধন বলেন যে, তামিলনাড়ু ও কর্ণাটক ভেক্টরবাহিত রোগের মোকাবিলায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, তাদের এই সাফল্যের নেপথ্যে রয়েছে সমষ্টিগত প্রয়াস। পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজখবর করার জন্য কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য আধিকারিকরা বিভিন্ন রাজ্যে যাবেন বলেও তিনি জানান।

রাজ্যের ৯ হাজার গ্রামে মোবাইল ব্যাঙ্কিং পরিষেবা চালু করতে চায় রাজ্য: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার: রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকায় ব্যাঙ্ক পরিষেবা পৌঁছে দিতে মোবাইল ব্যাঙ্ক পরিষেবা চালু করা হবে। ইতিমধ্যে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছি। আশা করছি এই পরিষেবা চালু করা যাবে। মঙ্গলবার ডায়মন্ড হারবারের সাগরিকা হোটেলে প্রশাসনিক বৈঠক সেরে সংবাদমাধ্যমকে এ ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা এদিন বলেন, স্বাধীনতার ৬৬ বছর পরও রাজ্যের প্রায় ৯ হাজার গ্রামে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা নেই। অথচ একশ দিনের কাজের টাকা ছাড়াও একাধিক কাজে ব্যাঙ্ক পরিষেবা জরুরি। তাই আমরা এই সব গ্রামে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা পৌঁছে দিতে চাইছি।

ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা চলছে। পাশাপাশি তিনি বলেন, 'গ্রামের মানুষদের নুন্যতম পরিষেবা দিনের কাজের প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে তিনি হতাশা প্রকাশ করেন। পাশাপাশি দরিদ্র মানুষদের জন্য গীতাঞ্জলি ও ইন্দিরা আবাস প্রকল্পে আশানুরূপ কাজ হয়নি এই জেলায়, এই রিপোর্ট জেলা শাসকের কাছ থেকে পাওয়ার পর ক্ষোভ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। এ প্রসঙ্গে মমতা বলেন, 'এই জেলায় অনেক কাজ বেশ ভাল। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে। বলেছি গরিব মানুষদের অগ্রাধিকার দিতে পরিষেবা পৌঁছে দিতে হবে। জেলায় পানীয় জলের সঙ্কট মেটাতে ২৪০০ কোটি টাকার প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। জেলার বারুইপুরে গড়ে তোলা হচ্ছে টাউনশিপ। এখানে ছোট শিল্পের ক্লাস্টার গড়ে তোলা হচ্ছে।'

পৌঁছে দিতে হবে দ্রুত। প্রশাসনের কোনও গড়িমসি মেনে নেওয়া হবে না। পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশকে আরও বেশি করে টহল দিতে হবে। রাস্তায় টহল বাড়াতে পারলে কমানো যাবে অনেক অপরাধ। উপস্থিত ছিলেন জেলার সাংসদ ও বিধায়করা। মঙ্গলবার ডায়মন্ড হারবারের সাগরিকাতে প্রশাসনিক বৈঠকে জেলা শাসক শান্তনু বসু ও পুলিশ সুপার প্রবীণকুমার ত্রিপাঠীর উপস্থিতিতে এই বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়া এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেলার মহকুমা শাসক, বিডিও, থানার আইসি, ওসিরা। এদিন বিকেল পাঁচটা নাগাদ রায়দিঘি থেকে মুখ্যমন্ত্রী এই বৈঠকে চলে আসেন। এদিনের পর্যালোচনা বৈঠকে গ্রামের মানুষদের ন্যূনতম পরিষেবা দেওয়ার ওপর জোর দেন মমতা। বিশেষ করে একশ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যান বিভাগ
বিজ্ঞপ্তি

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা

অনগ্রসর শ্রেনী কল্যান বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, নবম ও দশম শ্রেনীতে পাঠরত SC/ST ছাত্রছাত্রীদের জন্য বর্তমান শিক্ষাবর্ষে (২০১৪–২০১৫) প্রদেয় স্কলারশিপের জন্য অনলাইন আবেদনপত্র আগামী ১৬.০৬.২০১৪ তারিখ থেকে www.oasis.gov.in এই সাইটে দাখিল করা যাবে। কেবলমাত্র online আবেদন পত্রই গ্রাহ্য হবে। আবেদনকারীকে অবিলম্বে IFSC কোড প্রাপ্ত যে কোনও ব্যাঙ্ক শাখায় Account খোলার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, ছাত্রছাত্রীদের নির্দিষ্ঠ কতৃপক্ষের (SDO) প্রদেয় জাতিগত শংসাপত্র (Caste Certificate) থাকা আবশ্যিক। বিশদ তথ্যের জন্য www.anagrasarkalyan.gov.in site এ visit করতে হবে। আবেদনপত্র গ্রহনের শেষ তারিখ ৩০.০৯.২০১৪।

৮৫৩(২)/জে.ত.স.দ. /২৪ পরঃ (দঃ)/৪/৭/২০১৪

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE BLOCK DEVEOLOPMENT OFFICER
BARUIPUR DEVELOPMENT BLOCK
PIYALI TOWN, SOUTH 24 PORGONAS.

ADVERTISEMENT

NIT NO. 09/BDP OF 2013-14
Memo no. 1530/BDB dt. 27.06.2014

Sealed tenders are invited from bonafied and experienced contactors and registered co-operative societies for construction of 'kitchen cum store' at schools under Baruipur Block, construction of concrete road and construction fo food inspector office room.

A) Date of application for paper: 08.07.2014 between 11 am to 4.00 Pm
B) Date and time of issuing tender paper: 11/07/2014 between 11am to 3.00 Pm
C) Last date and time for receiving of tender form: 15/07/2014 within 2.00 pm.
D) Last date and time of opening of tender form: 15/07/2014 within 3.00 pm.

FOR FURTHER DETAIL THE OFFICIAL WEBSITE OF THIS ESTABLISHMENT (www.baruipurdevblock.org) OR THE UNDERSIGNED MAY BE CONTACTED.

Block Development Officer
Baruipur Development Block

সীমানা ছাড়িয়ে

সর্বধর্মের মানবতা, সেবা–সত্য নিয়ে আদর্শ, সতীমাতার জয়

সুজিত চক্রবর্তী

শিশুটিকে দেখতে ছুটে এলেন কৃষ্ণনগর রাজ। কিন্তু সামনে এসে স্তব্ধ মৌনী হয়ে গেলেন। তিনি কাকে দেখছেন। সামনে তো পাল পরিবারের শিশুটি নেই – রাজার চোখের সামনে ভগবান শ্রী কৃষ্ণ পূর্ণাবয়বে বিরাজিত। বৃন্দাবন গোকুলের সেই বালক বিরাজ করছেন যেই বালক মাত্র ২ বছর বয়সের দুলাল বায়না ধরেছে যে আমি রথে চড়ব। আঁতকে উঠলেন বাবা–মা–গ্রামের মানুষজন। বৈশাখী পূর্ণিমার পূণ্য লগ্নে এই রথে প্রনম্য দেবতার পাশে মানব শিশুটি কীভাবে রথে চাপবে। রাজার কানে গেলে যে মৃত্যু অনিবার্য। অবশেষে কান্না থামাতে সেই রথে! আদলে তৈরি হল ছোট একটি রথ। কিন্তু কথায় বলে দেওয়ালেরও কান আছে। ছোটো কথা সাতকাহন হয়ে পৌঁছল কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও বর্ধমান অঞ্চলের শাসক মহতাব–এর কানে। তারা সেপাই পাঠালেন এই অনাচার রোধ করার জন্য। কিন্তু কাকে তারা রোধ করবেন। আসল রথ যে নড়ে না। মসৃন রাস্তা, অথচ শত শত মানুষের দড়ি টানা সত্ত্বেও রথ নিশ্চল। তখন ছোট্ট শিশু দুলালের কণ্ঠে বাণী নিঃসৃত হল যে, আমি পা দিলেই রথ চলবে। আর সত্যিই রথের চাকা ঘুরল এবার। পথ অবরোধ করে তখনও কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন অবিশ্বাসী মহতাবের সৈন্যদল। তাদের পিষ্ট করেই এগিয়ে গেল রথ। দুলালের ইচ্ছায় অবশেষে রাজার অনুনয়ে জীবন ফিরে পেল রাজার সৈন্যদল।

৩০০ বছর আগে ফিরে যেতে হবে যদি জানতে হয় যে কে এই দুলালচাঁদ। সমগ্র ভারতবর্ষের সঙ্গে সমগ্র বাংলাতেও বাদশাহী শাসন–এ ক্ষয়িষ্ণু সমাজ স্রোত হারিয়ে গণ্ডিবদ্ধ। মানদন্ড হাতে নিয়ে ফিরিঙ্গীর দল ক্রমশ জাঁকিয়ে বসেছে ভারতের বাণিজ্য মঞ্চে। যুগান্তকারী পথিক আউল চাঁদ এইসময় বৈষ্ণব ধর্ম সহ জিয়া মতের বাণী নিয়ে আসেন। কর্তাভেজা সম্প্রদায়ের বিশ্বাস জাতপাত শ্রেণি বিভেদ দূর করে মধ্যযুগের তমসাচ্ছন্ন বাঙালি সমাজে সবার ওপর মানুষ সত্য, এই বাণী প্রচার করে যিনি বিপ্লব আনতে চেয়েছিলেন সেই চৈতন্য দেবই আবার আবির্ভূত হয়েছিলেন ফকির বেশে আউলচাঁদ হয়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আরবী শব্দ আউল–এর অর্থ আত্মত্যাগে যিনি ব্রতী। আজকের শহর নদীয়া জেলার দক্ষিণ প্রান্তে কল্যানী শহর ছাড়িয়ে ঘোষপাড়া গ্রাম। সেই অঞ্চলের ধার্মিক গৃহস্থ রামশরন পালকে মন্ত্রে দীক্ষিত করেন ফকির আউল চাঁদ। গোবিন্দ ঘোষের মেয়ে, রামশরনের স্ত্রী চাকদহের সরস্বতী ছিলেন নিঃসন্তান। তাকে ফকির মা বলে ডাকতেন। একসময় পরিব্রাজক ফকিরের এই অঞ্চলে থাকার মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। তখন তিনি বলে যান যে – মা এবার তো আমাকে যেতে হবে। সেই কথা শুনে সজল চোখে সরস্বতী বললেন, তাহলে আমাকে আর কে মা বলে ডাকবে? আউল চাঁদ উত্তরে বললেন যে, এক বছর পর তোমার গর্ভে আমি জন্ম নেব। সত্যি সত্যিই একসময় সরস্বতীর পুত্র সন্তান হল। সেই ছেলেই হল দুলাল চাঁদ। আউল চাঁদ মোট ২২ জনকে দীক্ষা দেন। তাদের মধ্যে জেষ্ঠ্য রামশরনকে তার অনুসরনকারীরা কর্তাবাবা বলেই ডাকতেন। সেই জন্যই সম্প্রদায়ের নাম কর্তাভজা নামে খ্যাতি লাভ করে। এই কর্তাবাবা ছাড়াও আরও ২১ জন ভক্ত ছিলেন, তাঁরা ভারতের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েন সত্যধর্ম প্রচারর উদ্দেশে। আউলচাঁদের এই শিষ্যগোষ্ঠী '২২ ফকির' নামে খ্যাত ইতিহাসের পাতায়। দুলাল চাঁদের উত্তর পুরুষরা দেবমহান্ত (পাল) উপাধি নামে ব্যবহার করেন। রাজা মহতাব এবং কৃষ্ণচন্দ্র তাঁদের এই উপাধিতে ভূষিত করেন। মাত্র ৩৯ বছর বয়সে কর্তভজা সম্প্রদায়কে দৃঢ় বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত ও আউল চাঁদের বাণীকে সর্বজনে প্রচারক দুলাল চাঁদের মৃত্যু হয়। দেহান্তের আগে বলেন, মা আমার যাওয়ার সময় হয়েছে। আমাকে ছেড়ে দাও। মা বললেন, তবে আমি কাকে নিয়ে থাকব। দুলাল চাঁদ উত্তর দিলেন তোমাকে কোটি কোটি সন্তান মা বলে ডাকবে। আর এইভাবেই বাংলার মানুষ পেয়েছেন সতী মা'কে।

বাংলা ১১৪৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় সতীমার মন্দির। রাজারা কর্তাবাবাকে বর্তমানে বাগের মোড় থেকে মদনপুরে সব জমি দান করেন। আর এই বংশের রীতি রেওয়াজ অনুসারে বংশের প্রত্যেকের সমাধি স্থাপিত হয়েছে এই দেউলের মধ্যে। বর্তমানে পঞ্চম পুরুষ থেকে অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় অর্থশতবছর আগে থেকেই দেহের সমাধি না দিয়ে শুধু নাভি কুন্ডলী–কে সমাধি দেওয়া হয়। দুলাল চাঁদের পর তার উত্তরাধিকারীরা তিনভাগে বিভক্ত হয়ে যান। ছোট তরফের পঞ্চম পুরুষ গোপালকৃষ্ণ দেব মোহান্ত (পাল) যিনি এখানে খোকনবাবু নামে পরিচিত সম্প্রদায়ের কাছে। তিনিই দেউল সংলগ্ন বাসগৃহে বসে বললেন এই দেব ভূমির সূচনা ও এগিয়ে চলার উপাখ্যান।

'মানবতা–সেবা–সত্য' এই আদর্শকে ধ্রুবমন্ত্র করে ধর্মাচারণ করেন এই সম্প্রদায়ের অনুসারীরা। এখানে উপাসনার প্রধান বৈশিষ্ট্য ভক্তেরা আগে কর্তাবাবা ও দুলাল চাঁদের উত্তরপুরুষদের আরাধনা করেন। তারপর সতীমার পুজোয় নিজেদের মগ্ন করেন। মন্দিরে কোনও দেবমূর্তি নেই। পাশাপাশি কক্ষগুলির মধ্যে কেন্দ্রের কক্ষে রয়েছে সতীমার স্মারক ও সমাধি। পাশের ঘরেই দিন সমাধিস্থ দুলাল চাঁদ ও তাঁর সজ্জিত প্রতিকৃতি। মন্দিরে প্রতিদিন ৩ বার করে নিত্য সেবা হয়। কিন্তু ভক্তরা যে সময়ই আসুন না কেন তা ভোর ৫টা অথবা দুপুর বা রাত ২টোই হোক না কেন তাঁর পুজো নিবেদন করা হবেই। কারণ আউল চাঁদের মূল মন্ত্রই হল 'সবার ওপর মানুষ সত্য'। এই ঘোষপাড়ায় বছরের সব থেকে বড় এবং জাঁকজমক সহযোগে ঐতিহাসিক উৎসব হয় দোল পূর্ণিমা থেকে, পঞ্চম দোল হয়ে বৈশাখী পূর্ণিমার রথযাত্রা অবধি। এই উৎসব ও মেলার সূচনা করেন দুলাল চাঁদ পাল ও মায়ের স্মরণে এই উৎসব আখ্যাত, বিখ্যাত হয় 'সতীমার মেলা' রূপে। সমগ্র বিশ্ব থেকে লক্ষাধিক ভক্ত আসেন এই মেলায়। মূল মন্দিরের পাশেই রয়েছে 'ডালিম তলা' যেখানে দীক্ষা দেওয়া হয়েছিল। পাশেই 'হিম সাগর পুকুর'। ফকির আউল চাঁদের তৃষ্ণা মেটাবার জন্য আড়াই কোদাল মাটি কেটে এই দীঘির সৃষ্টি করা হয় বলে কথিত আছে।

আর নাকি প্রতিবন্ধী–মূক–দৃষ্টিহীন ভক্তরা ডালিম তলায় পুজো দিয়ে হিমসাগর পুকুরে স্নান করলে সুস্থ হয়ে ওঠেন বলে ভক্তদের অসীম বিশ্বাস। কথায় আছে না বিশ্বাসে মেলায় বন্ধু তর্কে বহু দূর। তারই প্রতিচ্ছবি এই স্থানটি। পাশেই রয়েছে দুর্গাদালান, যেখানে মন্দিরের পক্ষ থেকে বছরভোর পুজো তিথির নিয়ম অনুসারে হয়ে থাকে। এই সম্প্রদায়ের ভক্ত বিশ্বাসীরা সামান্য কিছু বিধি পালন করেন। তাঁরা মাছ খান কিন্তু পেঁয়াজ–মাংস–ডিম একেবারেই স্পর্শ করেন না। আর শুক্রবার দিন নিরামিষ খাবার খেতে হয়। কারণ ফকির আউল চাঁদ–এর আবির্ভাব হয় শুক্রবারে। দুলাল চাঁদের জন্ম বিয়ে দুইই এই শুক্রবারেই। তাই যারা এই দেউলে মানসিক করেন নিজের শুভ কামনার জন্য তারাও ওই দিনটি অর্থাৎ শুক্রবারকেই শুভদিন রূপে পান করেন। আর এই দিনটিতে বেশিরভাগ ভক্তই সারাদিন উপবাস করেন এবং রাতে নিরামিষ আহার গ্রহণ করেন। এই কর্তাভজা সম্প্রদায়ের মধ্যে অসংখ্য মুসলিম ভক্তও রয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলায় জিয়াগঞ্জ অথবা লালবাগ থেকে কুমীর দহ নামে একটি গ্রামে যেখানে প্রায় সকলেই এই কর্তাভজা সম্প্রদায়ের ভক্ত ও দীক্ষিত। সেখানে গ্রাম সুদ্ধ সকলেই মুসলমান। এঁরা কেউ ইদ–মহরম–রমজান পালন করেন না। মহিলারাও সকলে শাঁখা–সিঁদুর পরেন। পালন করেন কর্তাবাবুর মূল মন্ত্র। আর ওনার প্রতিটি অনুষ্ঠানের আচারবিধি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে। তাই বেরিয়ে পড়ুন ঘোষপাড়ায় সতীমার তীর্থ পীঠে আউল চাঁদের স্থানে।

শিয়ালদহ থেকে রানাঘাটগামী কোনও ট্রেনে কল্যানী স্টেশনে নেমে অটো করে আইটিআই মোড়ে। সেখান থেকে সাইকেল ভ্যানে বা পায়ে হেঁটে দশ–পনেরো মিনিটে পৌঁছে যাবেন মন্দির ও মেলায়।

আবার কল্যানী সীমান্ত লোকাল, লালগোলা, কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর বা গেদে লোকালেও যেতে পারেন। তবে জেনে নেবেন ট্রেনটি কল্যানী স্টেশনে থামবে কি না? উত্তরবঙ্গগামী বাসে গেলে জাগুলিয়া নেমে যাওয়া যায়। কলকাতা থেকে প্রায় ২–৩ ঘণ্টা সময় লাগে বাসে। হাওড়া লাইনের ব্যান্ডেল থেকে নৈহাটি এসেও কল্যানীগামী ট্রেন ধরতে পারেন। জানার, দেখার, ভাল লাগার কোনও শেষ নেই। সময় নষ্ট না করে বেরিয়ে পড়ুন সতীমা'র মহত্বের উৎস সন্ধানে।

পাথরপ্রতিমায় নতুন পর্যটন কেন্দ্র গড়ার পরিকল্পনা ঘুরে দেখলেন জেলা শাসক

মেহবুব গাজি

সুন্দরবনের পাথরপ্রতিমার গোবর্ধনপুরে গড়ে উঠতে চলেছে নতুন পর্যটনকেন্দ্র। এই পর্যটনকেন্দ্রের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে বুধবার এলাকা পরিদর্শন করেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা শাসক শান্তনু বসু, এসপি প্রবীণ ত্রিপাঠী, স্থানীয় বিধায়ক সমীর জানা ও পঞ্চায়েত সমিতির সহসভাপতি রেজ্জাক সেখ। এদিন বেলা ২টো নাগাদ প্রশাসনিক কর্তারা এলাকায় যান।বঙ্গোপসাগরের বুকে নতুন করে তৈরি হতে চলেছে বিশাল এই বালিয়াড়ি। লম্বায় প্রায় ৬ কিমি ও চওড়ায় ৫ কিমি দীর্ঘ। এই বালিয়াড়িতে রয়েছে ঝাউগাছ। চারিদিকে শুধু জল রাশি। জি–প্লট পঞ্চায়েত এলাকায় ক্রমাগত পলি পড়তে পড়তে তৈরি হয়েছে এই বেলাভূমি। আশেপাশে রয়েছে ইন্দ্রপুর, দাসপাড়া, গোবর্ধনপুরগ্রাম। এখানে পৌঁছতে জি–প্লট থেকে তৈরি হয়েছে ১৭ কিমি পাকা রাস্তা। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় তৈরি সেই রাস্তায় ইতিমধ্যে যানবাহন চলাচল শুরু হয়েছে। আগামী দিনে পর্যটকদের জন্য গড়ে তোলা হবে আধুনিকমানের পরিবেশ বান্ধব লজ ও কটেজ। পর্যটকদের নিরাপত্তার জন্য তৈরি হচ্ছে ইন্দ্রপুর কোস্টাল থানা। স্থানীয় ইন্দ্রপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য চিকিৎসা পরিষেবারও উন্নতি করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটি প্রকল্প রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে। এই পর্যটন কেন্দ্রের কাছাকাছি আছে ধনচি, কলস ও চাঁদমারির মতো আকর্ষনীয় পর্যটন কেন্দ্র। আগামী দিনে এই পর্যটনকেন্দ্র চালু হলে এলাকার আর্থ সামাজিক পরিস্থিতির উন্নতি হবে বলে আশা জেলা প্রশাসনের। বিধায়ক সমীর জানা বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে গড়ে উঠতে চলেছে এই পর্যটনকেন্দ্র। সেই মতো জেলার প্রশাসনিক কর্তারা পরিদর্শন করলেন। আগামী বছরের মধ্যে কাজ শুরু হয়ে যাবে। এই পর্যটনকেন্দ্র গড়ে উঠল বদলে যাবে এলাকার মানুষের জীবনযাত্রা। তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, পর্যটনকেন্দ্র গড়ে উঠলে আমাদের এলাকার উন্নয়ন হবে। তবে বেহাল বাঁধের মেরামতি আরও দ্রুত করলে এলাকা রক্ষা পাবে।

বর্ষাকালে চুলের যত্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি: দেরিতে হলেও কলকাতায় এখন নেমে গিয়েছে বর্ষা। বিগত কয়েকদিনের জল বৃষ্টিতে রীতিমতো নাকানিচোবানি খেতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। প্রবল বৃষ্টির মধ্যে ছাতা সঙ্গে থাকলেও কাকভেজা হয়ে ঘরে ফিরতে হচ্ছে নিত্য যাতায়াতকারীদের। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই সমস্যায় পড়ছে বিভিন্ন ধরনের পেশার সঙ্গে যুক্তরা। বর্ষাকালে চুলের যত্ন রাখাই দায় হয়ে উঠছে। আর এই সমূহ বিপদ থেকে সাধারণ মানুষকে একটু রেহাই দিতে আজকের এই আলোচনা। বর্ষাকালের সবথেকে বড় সমস্যা প্রবল বৃষ্টিপাত। তার সঙ্গে আবার যোগ হয় ভ্যাপসা গরম এবং মাঝে মাঝে সূর্যদেবের অগ্নিবর্ষণ। স্বাভাবিকভাবেই চুল হয়ে ওঠে রুক্ষ এবং প্রাণহীন। প্রতিবছরই বর্ষা আসার সঙ্গে সঙ্গে আক্রান্ত হয় মানুষের চুল।

বৃষ্টির ধারা যখন নেমে আসে তখন অনেক ক্ষতিকারক পদার্থ নেমে এসে চুলের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। ফলে চুল গোড়া থেকে আলগা হয়ে পড়ে। কখনও চুল উঠতেই শুরু করে। এর থেকে বাঁচতে চিকিৎসকরা বলছেন বর্ষায় নিয়মিত শ্যাম্পু করতে। কারণ চুল যদি রোজ পরিষ্কার না করা হয় তাহলে তৈলাক্ত স্ক্যাল্প, অত্যাধিক চুল পড়া, খুসকি এবং রুক্ষতা একে গ্রাস করে নেয়। বর্ষাকালের আবহাওয়ায় আর্দ্রতার পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় চুল খারাপ হওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। সূর্যের প্রখোর তাপও চুলের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক।

বর্ষাকালে চুলের আঠাভাব অত্যন্ত বেড়ে যায়। তাপমাত্রা কমে গেলেও আর্দ্রতা বেশি থাকায় চুল খারাপ হতে থাকে। এছাড়া বর্ষার জলে ক্লোরিনের মাত্রা বেশি থাকায় চুল ব্লিচ হয়ে যায় এবং পরিণাম খারাপের দিকে এগোয়। তার উপর জলে ভিজলে সমস্যা আরও চারকাঠি বেড়ে যায়। বৃষ্টিতে ভিজে আসার পর প্রথম কাজ চুল শুকিয়ে নেওয়া। কোনওভাবেই বৃষ্টির জল চুলে বসতে দেওয়া ঠিক নয়। বর্ষায় চুল উজ্জ্বল রাখার জন্য প্রত্যেকবার চুল ধোয়ার পর সিরাম লাগানো প্রয়োজন। শ্যাম্পু ব্যবহারের ক্ষেত্রেও সতর্কতা আবশ্যিক। যে কোনও মাইল্ড পিএইচ ব্যালেন্সড শ্যাম্পু বর্ষায় সবথেকে ভাল। বর্ষায় চুল কেমন থাকবে তার অনেকটাই নির্ভর করে শ্যাম্পুর গুণাগুণের উপর।

সপ্তাহে একদিন অন্তত হট অয়েল ম্যাসাজ চুলের জন্য দারুণ উপকারি। এর ফলে রুক্ষ এবং ভঙ্গুর চুল প্রাণ ফিরে পায় এবং ঝলমলে হয়ে ওঠে। চুল ঠিক থাকা ছাড়াও এই ম্যাসাজ মন এবং নার্ভাস সিস্টেমকে ভাল রাখতে সাহায্য করে। যাদের চুল খুব শুকনো প্রকৃতির তারা তিনটি পাকা কলা এবং মধু মিশিয়ে চুলে লাগালে এবং ৫০ মিনিট মতো রেখে দিলে এর রুক্ষভাব কেটে যায়। চুল নরম হয়ে ওঠে। বর্ষাকাল হচ্ছে চুলের জন্য সবচেয়ে খারাপ ঋতু। এইসময় নারী–পুরুষ নির্বিশেষে চুল ছোট রাখা উচিত। যাতে বৃষ্টির জল শুকোতে বেগ পেতে না হয়। এভাবেই এই বর্ষায় চুলকে রক্ষা করা সম্ভব। না হলে পরিণাম মোটেও ভাল নয়।

হৈ–হৈ করে চলছে ব্রাজিল বিশ্বকাপ

(আটের পাতার পর)

ব্রাজুকার ছন্দে সারা মাঠ দাপিয়ে বেড়িয়েছেন লাতিন আমেরিকা এবং মধ্য আমেরিকার বেশ কয়েকটি দেশ। এই বিশ্বকাপেই অনভিপ্রেত একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে এখনও তোলপাড় হচ্ছে ফুটবল বিশ্ব। উরুগুয়ের আশা ভরসায় ছাই দিয়েছে দলের তারকা ফুটবলার সুয়ারেজের আদিম প্রাণির মতো কামড়ের ঘটনা। সুয়ারেজ যে কি করে এই ধরনের হঠকারিতা করলেন তা নিয়ে এখনও গণনায় মত্ত ফুটবল বিশেষজ্ঞরা। কারও মতে সম্পূর্ণ মানসিক কারণে সুয়ারেজ এই ঘটনা ঘটিয়েছেন। সুয়ারেজের কালো অধ্যায় ছাড়া আরও একটি জিনিস নিয়ে এখনও পর্যন্ত বিশ্বকাপের মঞ্চ আন্দোলিত হচ্ছে। সেটা হল মেক্সিকোর সঙ্গে খেলা চলাকালীন ডাচ তারকা রবেনের ফলস্ ড্রাইভ। পেনাল্টি পাওয়ার অভিপ্রায় রবেনের এই লম্ফঝম্ফ মেনে নিতে পারছেন না ফুটবলপ্রেমীরা। তবে খারাপ এই দিকগুলির পাশাপাশি বেশকিছু ভালো মুহূর্তও উপহার পেয়েছে ফুটবলভক্তরা। মেসি, নেইমার কিংবা মুলারদের স্কোরিং এবিলিটি যথেষ্ট তারিফ কুড়িয়েছে। এবারের বিশ্বকাপের প্রথম পর্বেই বিদায় ঘটেছে চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ইতালি, ১৯৬৬–এর চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড, এবং গতবারের বিশ্বজয়ী স্পেনের। দ্বিতীয় রাউন্ডে খানিকটা সুয়ারেজ পর্বের জন্যই ছিটকে গিয়েছে লাতিন আমেরিকার আরেক শক্তিধর দেশ তথা দু'বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন উরুগুয়ে।

আজ এই লেখা প্রেসে যাওয়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত টালা থেকে টালিগঞ্জ,অস্ট্রেলিয়া থেকে হনুলুলু সর্বত্র ফুটবল জ্বরে কম্পমান মানুষ আগ্রহ ভরে বসতে চলেছে কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম দুটি ম্যাচ দেখতে। এই দু'দিনেই হয়তো বিশ্বকাপের ছবিটা একেবারে প্রজ্জ্বল্যমান হয়ে উঠবে।

তারকাদের ছবি বানাচ্ছেন রব

(আটের পাতার পর)

কাবু টেক্সাসের স্যান অ্যান্টোনিও–এর মানুষজন অদ্ভুতভাবেই নিজেদের আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটাচ্ছেন। নিজেদের পছন্দের অবয়ব মাথায় এঁকে ঘুরছেন তাঁরা। আর তাঁদের এই অদ্ভুত চাহিদা মেটাচ্ছেন সেখানকার বিখ্যাত কেশ শিল্পী রব ফেরেল। স্যান অ্যান্টোনিও মানুষের কাছে তিনি পরিচিত 'রব দ্য অরিজিনাল' নামে। বিশ্বকাপ শুরুর আগে থেকেই নিজের এই শিল্পকর্ম শুরু করেছেন তিনি। মেসি, নেইমার, রোনাল্ডোতো আছেনই, ভক্তদের আবদারে তাঁদের মাথায় মেক্সিকোর জাভিয়ার হার্নান্দেজ বা বেলজিয়ামের হাজ্যার্ড, কখনও আবার সুইজারল্যান্ডের তরুণ তারকা শাকিরার ছবি চুল কেটে এঁকে দিচ্ছেন রব।

রবের সেলুনের সামনে রীতিমতো লাইন পড়েছে ভক্তদের। মোবাইলে ছবি দেখতে দেখতে নিমেষের মধ্যে ভক্তদের মাথায় ছবি এঁকে ফেলছেন তিনি। যা দেখলে অবাক হওয়া ছাড়া সত্যিই কোনও উপায় নেই।

অভিযোগ ক্যামেরুনের বিরুদ্ধে

(আটের পাতার পর)

গড়াপেটার সমস্ত অভিযোগই গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়া হবে জানানো হয় বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থাটির তরফে। বিতর্ক নিয়ে ব্রাজিল বিশ্বকাপে পা রেখেছিল ক্যামেরুন। ব্রাজিল পাড়ি দেওয়ার আগে বোনাসের দাবিতে ধর্মঘট শুরু করেছিলেন দলের ফুটবলাররা। এমনকী ব্রাজিল না যাওয়ার হুমকিও দিয়েছিলেন তাঁরা। পরে অবশ্য সমস্যার সমাধান হওয়ায় বিশ্বকাপে অংশ নেয় ক্যামেরুন। মেক্সিকোর কাছে ১–০ গোলে হেরে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করেছিল ক্যামেরুন। এরপরই ক্রোয়েশিয়ার কাছে ৪–০ গোলে এবং ব্রাজিলের বিরুদ্ধে ৪–১ গোলে হারতে হয় আফ্রিকার দেশটিকে। ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে ম্যাচের পর ক্যামেরুনের কোচও সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন খেলোয়াড়দের ব্যবহার নিয়ে। অভিযোগের সুরেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেছিলেন, 'কিছু খেলোয়াড়ের আচরণ মোটেই সন্তোষজনক ছিল না। এটা মোটেই মেনে নেওয়া যায় না।'

চিচিং ফাঁক

সুকুমার মণ্ডল

আলিবাবার বিখ্যাত আরব্য–কাহিনী'র কথা সবাই জানেন, সেই গল্পো শোনানোর ধাষ্টামোও করতে চাই না, কেবল ওই আশ্চর্য্য মন্ত্রটির অবাক করা ক্ষমতার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। ভেবে দেখুন মাত্র দুই জোড়া শব্দের কি প্রবল শক্তি। একটায় প্রকাণ্ড পাথর গড়গড় করে সরে যাচ্ছে আবার অন্যটায় সেই পাথর সড় সড় করে গুহামুখ বন্ধ করে দিচ্ছে। বণ্ড জাতীয় ফিল্ম কিংবা ষাট–সত্তর দশকের হিন্দী ছবিতে আমরা হামেশা দেখে এসেছি, গল্পের নায়ক দুষ্টুদের আড্ডা খানায় ঢোকার পথের বাধা একটা বোতাম টিপে কিংবা একগুচ্ছ সাংকেতিক নম্বর টিপে একের পর এক দরজা ইত্যাদি কেমন সড়সড় করে খুলে ফেলছে। খিল, ছিটকিনি, হাতল এসব প্রাচীনকালে ব্যবহার হত। অথচ আরব্যরজনীর মতো প্রাচীন কাহিনীতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির উল্লেখ দেখে অবাক মানতে হয় বৈকি।

এখন দৈনন্দিন জীবনে উঠতে বসতে চিচিং ফাঁক–এর ব্যবহার। মাফ করবেন চিচিং ফাঁক শব্দটির আধুনিক নাম পাসওয়ার্ড কিংবা পিন নম্বর। এই পাসওয়ার্ডের ক্ষমতা অসীম। আমরা রোজকার কর্ম জগতে কিংবা একান্ত ব্যক্তিগত জগতেও পাসওয়ার্ড বস্তুটির মহিমা অসীম। উঠতে পাসওয়ার্ড বসতে পাসওয়ার্ড। টেবিলে টেবিলে কম্পিউটার বসে যাওয়ার পর থেকে সরকারি অফিসের সেকশন ইন–চার্জ সদানন্দবাবু সদা আতঙ্কে থাকেন। আগেকার হাসিখুশি রসিক মানুষটি কেমন যেন সিঁটিয়ে গিয়েছেন। মাঝে মাঝে ঝুল–মাখা সিলিং–এর দিকে চেয়ে নিজের মনে মনে কি যেন আওড়ান। কেউ কাছাকাছি গেলেই মৌন হয়ে যাচ্ছেন। প্রথম প্রথম দূর থেকে সবাই ভেবেছিল বুঝি গুরু মন্ত্র জপ–তপ করে নিচ্ছেন। অচিরেই সেই ভ্রান্তি দূর হল। জানা গেল গুরু মন্ত্র নয়কো, তবে গুরুতর মন্ত্র কিংবা বলা যেতে পারে মন্ত্র–গুচ্ছ, মনে মনে আউড়ে সেগুলো মগজস্থ করে নিচ্ছেন। কম্পিউটার চালু করার জন্য পাসওয়ার্ড, কাজ শুরু করার জন্য সিস্টেমে প্রবেশের পাসওয়ার্ড, বিল পাশ করার জন্য পাসওয়ার্ড, বিল কে নাকচ করার জন্য আর এক পাসওয়ার্ড ইত্যাদি একগুচ্ছ চিচিং ফাঁক মন্ত্র।

নাম পাসওয়ার্ড হলে কি হবে, সেই গোপন ওয়ার্ড কিংবা সংখ্যা কাউকে পাস করা চলবে না। এমন মুস্কিল যে এসব তথ্য কাউকে জানান চলে না, পেটে চেপে রেখে দিতে হবে। অথচ মনে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও কি করে যে খালি ভুল হয়ে যায়! অবিশ্যি মন–এরই বা দোষ কি, সেখানেও কি আর জায়গা খালি আছে! সেই ছোটবেলা থেকে কত ঘটনা, দুর্ঘটনা, রাজনীতি, খেলা, সুখ–দুঃখ, মান–অপমান, প্রত্যাখান, যৌবনে প্রেমে লেঙ্গী খাওয়া এমন সব রোমহর্ষক স্মৃতিতে মগজ কার না ভারাক্রান্ত বলুন! স্মৃতি সতত যে সুখের হয় না তা সবাই জানেন। বিস্মৃতি যে কত বিড়ম্বনা ডেকে আনে তা যদি জানতেন। আলিবাবার এক লোভী ভাই–এর কি দশা হয়েছিল মনে করে দেখুন। আলু ফাঁক, পটল ফাঁক থেকে শুরু করে কিছু বলতে কি আর সে বাকি রেখেছিল, কিন্তু পাথর সরেনি। আলিবাবা জিন্দাবাদ!

ওই চিচিং ফাঁক না হলে যেমন পাথর নড়ে না তেমনি ভুল পাসওয়ার্ড দিলে কম্পিউটার আপনাকে আদৌ প্রবেশাধিকার দেবে না। প্রচণ্ড ট্যাটা পাহারাদারের মতো। আপনি তখন ঘেমে নেয়ে বার বার নানা পরিবর্তন করে চেষ্টা করতে থাকবেন। ব্যস ওতেই আরও বেশি অশান্তির শুরু, কেননা বার কতক ভুল পাসওয়ার্ড দিয়ে চেষ্টা করলে, এরপরে আপনাকে অনধিকার প্রবেশার্থী ভেবে কম্পিউটার সরাসরি আপনার পাসওয়ার্ডে তালা দিয়ে দেবে। তখন আবার সাহায্যকারী বাহিনীকে ডাকোরে। ওফ সেও এক মহা অশান্তি। বিগড়ে যাওয়ার খবর দিলে, কম্পিউটার দেখভাল বিভাগের কচি কচি ছেলে মেয়েগুলো চলে আসে বটে, কিছুক্ষণ খুটখাট করে ঠিকও করে দেয়, তারপর আবার নতুন পাসওয়ার্ড ভরার ফরমান দেয়। শুধু কি তাই, ওরা এমন মুখ ভাব করে যেন সদানন্দবাবুর মাথায় ঘিলু বলে কোনও বস্তুই নেই বোধহয়। রিটায়ার করতে আর বছর দেড়েক বাকি, এই বয়সে কচিকাঁচাদের কাছে তাচ্ছিল্য পেতে কার ভাল লাগে।

অনেক চেষ্টা–চরিত্তির করে পাসওয়ার্ড না ভুলেও স্বস্তি নেই, মাসখানেক যেতে না যেতেই পুরনো পাসওয়ার্ড বদলে নতুন পাসওয়ার্ড ভরার জন্য কম্পিউটার নিজে থেকেই মেসেজ পাঠিয়ে ঘ্যান ঘ্যান করতে থাকে। মাথা খাটিয়ে এত নতুন নতুন পাসওয়ার্ড কোথা থেক জোগাড় করি বলুন দিকি, কপালে ঘাম মুছতে মুছতে সদানন্দবাবু ক্ষোভে ফেটে পড়লেন। প্রথমে বাবার নাম, তারপর মায়ের নাম, গিন্নির নাম, ছেলে,মেয়ে... ঘুরে ফিরে সবার নামই তো ব্যবহার হয়ে গিয়েছে এবারে কার নাম দিই তা ভেবেই পাচ্ছি না মশাই। ভাবছি এবার সিনেমার নায়ক–নায়িকাদের নাম কাজে লাগাব। একেবারে রাজকাপুর থেকে শুরু করলে কেমন হবে বলুন দেখি! তকক্ষণ ধরে যদি এই ভেবে থাকেন যে কেবল কম্পিউটারের জন্যই যতেক চিচিং ফাঁক মন্ত্র, তাহলে আপনি ভুল ধারণা করছেন। ডেবিট কার্ড বা ক্রেডিট কার্ড–এ টাকা তুলতে গেলেও পাসওয়াড এবং সেটি ভুলে গেলে কোনও এটিএম যন্ত্রই আপনাকে খাতির করবে না। কিছুদিন আগে কোনও এক নামী শপিং মলের ঘটনা। সপরিবারে চুটিয়ে কেনাকাট করে ভদ্রলোক বিলিং কাউন্টারে পৌঁছেছেন। বলাবাহুল্য, কেনাকাটার টাকা মেটানোর জন্য উনি ডেবিট কার্ডটি বাড়িয়ে দিয়েছেন। এরপর যেমনটি হয়ে থাকে আর কি, ক্যাশিয়ার কার্ডটি মেশিনে বুলিয়ে নিয়ে ভদ্রলোককে পাসওয়ার্ড নিজের হাতে টিপে দিতে বললেন। আত্মবিশ্বাসী ভদ্রলোক টপাটপ বোতাম টিপলেন। কিন্তু ও হরি... মেশিন জানাচ্ছে ভুল পিন নম্বর টেপা হয়েছে। ভুল! তা কি করে হয় আমি তো... বলতে বলতে ভদ্রলোক ফের গোপন নম্বরগুলি টিপলেন। এবারেও ভুল। এদিকে পিছনে লম্বা লাইন। সবাই অধৈর্য হয়ে পড়েছে। একরাশ কেনাকাটার পর এ কি বিপত্তি। একে চারপাশের লোক ড্যাবড্যাব করে দেখছে তার ওপর ভদ্রলোকের স্ত্রী গঞ্জনা দিয়ে বলতে লাগলেন, এক নম্বরের হোপলেস। নিজের পাসওয়ার্ড টুকু মনে রাখতে পারো না। একটা চিরকুটে লিখে মানিব্যাগে রেখে দিলে তো এই হ্যারাসমেন্ট হত না ছিঃ ছিঃ। ভদ্রলোক মিউ মিউ করে বললেন, বারে তাই তো রাখতাম, তুমিই তো সেবারে মানিব্যাগে পিন নম্বর রাখতে বারণ করলে। এখন দেখছি তোমার কথা না শুনলেই ভাল হত। পিন নম্বরের জন্য পরস্পরকে পিন ফোটানো চলতে লাগল। এটিএম–এ টাকা তুলতে গিয়েও অনেকে হেনস্থা হয়েছেন ওই ভুল পিন নম্বর টিপে। বারকতক চেষ্টা করেও যদি আপনি সফল না হন, দারোয়ান আপনাকে আসামী ঠাউরাবে। শুধু তাই নয় লুকানো ক্যামেরায় আপনার ছবি বন্দী হতে থাকবে। কোনও গোলমাল হলে জড়িয়ে পড়তে কতক্ষণ। অনেকে আজও ব্যাঙ্কে গিয়ে টাকা তোলেন। হাতে টোকেন নিয়ে বসে থাকতে হবে জেনেও তাঁরা ওই অভ্যাসের থেকে সরে আসেননি। পিননম্বর মনে রাখার বিড়ম্বনা এড়াতেই ওঁরা পুরনো পদ্ধতিতে আটকে রয়েছেন কিনা জানি না, তবে এই সময়েও যাঁরা কম্পিউটার ব্যবহারের বাধ্যবাধকতার বাইরে জীবনযাপন করছেন তাঁরা চিচিং ফাঁক–এর খ্যাঁচাকল থেকে যে অনেকটা মুক্ত রয়েছেন এটা হলফ করে বলা যায়। আলিবাবা জিন্দাবাদ!

টক–মিষ্টি–ঝাল

মাঙ্গলিকী

শব্দের ঝংকারের বার্ষিক অনুষ্ঠান

সে ছিল এক অতি উজ্জ্বল সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। শব্দের ঝংকার ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকার বার্ষিক অনুষ্ঠান। শতাধিক কবি, সাহিত্যিক শিল্পীবৃন্দ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

মঞ্চ অলংকৃত করেন সংগঠনের সভাপতি ড. অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন, প্রধান উপদেষ্টা ঋষিণ মিত্র, পত্রিকার বহুদিনের শুভাকাঙ্খী হাওড়ার প্রাক্তন মেয়র গোপাল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। মঞ্চে উপবিষ্ট বিশিষ্টজনদের আনুষ্ঠানিকভাবে বরণ করে নেওয়া হয়।

১ মিনিট নীরবতা পালন করেন সকলে উঠে দাঁড়িয়ে, প্রয়াত বহু বিশিষ্টজনের স্মৃতির উদ্দেশে। এরপর উদ্বোধনী সঙ্গীত, হৃদয়স্পর্শী রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করলেন মোনালিসা কর্মকার। আবার আর এক কর্মকার তথা সুখ্যাত মহিলা জাদুশিল্পী সোনালি কর্মকার প্রথম দিকের আসর জমিয়ে দিলেন মাত্র ১২–১৩ মিনিটে। আবহসঙ্গীতের সঙ্গে দ্রুত গতিতে ঘটে যাওয়া ফুল, সিল্ক প্রভৃতি নিয়ে মনমুগ্ধকর জাদু প্রদর্শনীর মাধ্যমে। বস্তুত, এদিনকার জাদু প্রদর্শনীর জন্যই ঠিক ১ মাসের মাথায় ওই মঞ্চেই এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সোনালি এক বাণিজ্যিক জাদু প্রদর্শনী দেন। এদিন তাঁর বিশেষ ভাষণে সংগঠনের সভাপতি ড. অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন বাংলায় শিক্ষা প্রসারে বিশেষ করে নারীদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারে প্রাতঃ স্মরনীয় বিদ্যাসাগর, মা সারদা, ভগিনী নিবেদিতার কথা বিশেষভাবে তুলে ধরেন। বাংলার নারী সমাজে শিক্ষার আলো এখনও বহু ঘরানায় পৌঁছায়নি, সেখানে আলো পৌঁছে দিতে হবে, কারণ নারীর উপর নানান অত্যাচারের বিরুদ্ধে সেটাই হবে ব্রহ্মাস্ত্র — একথাই দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করলেন ড. বর্ধন। তাঁর এই ভাষণ যেখানে পরিবেশিত হল আজকের অনুষ্ঠানের স্থান — সালকিয়া শিল্পাশ্রম বালিকা বিদ্যালয়। ঠিক জায়গায় যথাযথ মূল্যবান ভাষণ।

পত্রিকার সম্পাদক সুনীল মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদকীয় ছিল অতি তথ্যপূর্ণ বাস্তব রিপোর্টিং। এদিন 'পদার্পন' সাহিত্য পত্রিকার সাম্প্রতিক সংখ্যাটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটে।

অনুষ্ঠান উপলক্ষে মঞ্চাগারের সংলগ্ন প্রাঙ্গনে লিটল ম্যাগাজিনের প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হয়, যা অনুষ্ঠানকে বিশেষ মাত্রা দেয়। বহু কবি সাহিত্যিক, সঙ্গীতশিল্পী সাংস্কৃতিক সন্ধ্যাটিকে উজ্জ্বল করে তোলেন তাঁদের পরিবেশনে। বিশেষভাবে মনে পড়ে শিশু আবৃত্তিকার দেবপ্রিয় পণ্ডিতের মন ভরানো আবৃত্তি, বরিষ্ঠ কবি শ্রীলামার অনবদ্য বাংলা কবিতা।

শব্দের ঝংকার পত্রিকা গোষ্ঠির জন্য ৪৮ বছরে পা দেওয়া আলিপুর বার্তা'র আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল। বিশেষ অভিনন্দন সারা সন্ধ্যার অনুষ্ঠানকে উঁচু তানে বেঁধে রাখার জন্য পত্রিকার সংযুক্ত সম্পাদক স্বপন পাল মহাশয়কে।

মানিকতলায় রবীন্দ্র–নজরুল সন্ধ্যা

হীরালাল চন্দ্র: ১৪ জুন সন্ধ্যায় ২৯, কারবালা ট্যাংক লেনে 'সাহিত্যবীথির' উদ্যোগে সম্পাদিকা অশোকা পাঠকের সুষ্ঠু পরিচালনায় ও পঙ্কজ পাঠকের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৩তম এবং বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১৫তম জন্মজয়ন্তী মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল। প্রথমে ঐতিহাসিক দুই কবির সুসজ্জিত প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। কবিতা পাঠ করে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন প্রতিভাময়ী লেখিকা অশোকা পাঠক, পার্বতী চরণ ঘোরুই ও নন্দিতা সেন ব্যানার্জি। কবির মহান জীবনী সম্বন্ধে সারগর্ভ ভাষণ দেন স্মৃতি মুখার্জি। সঙ্গীত পরিবেশন করে আনন্দ দান করেন কান্তা মল্লিক ও অর্ণব মল্লিক।

আশুতোষ স্মরণে

তথাগত ঘোষ: তিনি একদিকে শিক্ষাবিদ অন্যদিকে দেশপ্রেমী, দেশের জন্য শুধু নয় সমগ্র জাতির স্বার্থে তিনি শিক্ষার মান উন্নয়নের সহায়কও ছিলেন । বাংলার গর্ব সমগ্র ভারতের গর্ব এক মহান ব্যক্তিত্ব স্যার আশুতোষ মুখপাধ্যায় 'বাংলার বাঘ'। তাঁর অনেক কৃতিত্ব রয়েছে, রয়েছে তার সাহসীকতার অনেক গল্প – এই সব নিয়েই তাঁর ১৫০ তম স্বার্ধশত জন্ম বার্ষিকিতে দঃ ২৪ পরগনার ঠাকুরপুকুর বিবেকানন্দ কলেজের সাংবাদিকতা ও গনজ্ঞাপন বিভাগের উদ্দ্যোগে একটি সম্বর্ধনা সভা আয়োজন করে । এখানে বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মাঝে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নাতনী শ্রীমতি রীনা ভাদুড়ি উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি: ৫ জুন সন্ধ্যায় ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি সায়েন্স অফ ইন্ডিয়া ও বিধান শিশু উদ্যানের যৌথ উদ্যোগে উদ্যান প্রাঙ্গনে 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস' পালিত হয়। পরিবেশ দূষণ মুক্ত সমাজ গঠন এবং জনগণের সচেতনতা সম্বন্ধে ভাষণ দেন ড. এ. কে. সান্যাল, ড. পার্থসারথি চক্রবর্তী, শিক্ষক সন্দীপ সেন ও ড. হেমন্ত মণ্ডল। সঞ্চালনা করেন যুগ্ম সম্পাদক গৌতম তালুকদার ও নায়ীমুল হক। পরিশেষে শিক্ষার্থীদের তৈরি প্রশংসাধন্য শিক্ষামূলক স্বল্প দৈর্ঘ্যের 'চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতা' প্রদর্শিত হয়।

পত্রিকার পরিচিতি

পথের আলাপ (এপ্রিল–জুন ২০১৪, সম্পাদক–চিরন্তন মুখোপাধ্যায়)– বর্তমান সংখ্যাটি ছোটদের জন্য নিবেদিত। এই সংখ্যাটিতে শিশু–কিশোরদের

উপযোগী গল্প–ছড়া–কবিতা–জানা/অজানা বিষয়ের নিবন্ধ ইত্যাদিতে ভরা। ছোটদের ভাল লাগবে নিঃসন্দেহে। আরও আশার কথা, ছোটরাও কলম ধরেছে। কিশোর মনের সুসংহত বিকাশের জন্য এর চেয়ে ভাল মন্ত্র আর কি আছে। ওরা যত বেশি বেশি সৃজনে এগিয়ে আসবে, ততই মঙ্গল। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, রতনতনু ঘাটি, ভবানীপ্রসাদ মজুমদার প্রমুখ বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের লেখা এই সংখ্যাটিকে সমৃদ্ধ করেছে। সেই সঙ্গে কুইজ, ম্যাজিক শেখা ইত্যাদি বিষয়ের সন্নিবেশ পত্রিকাটিকে দিয়েছে ঝকঝকে চেহারা। ছাপা ও প্রচ্ছদ সুন্দর। স্কেচ অলংকরণের কাজগুলিকে আরও পরিণত করার সুযোগ রয়েছে।

আকিঞ্চন (মে ২০১৪/বৈশাখ ১৪২১, সম্পাদক–অরুণ ভট্টাচার্য)– প্রতিবাদী পত্রিকাটি আমাদের চারপাশের ক্ষত–বিক্ষত চিত্রণকে রেখে ঢেকে কথা বলেনি। প্রতিটি কবিতায় প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ফুটে উঠেছে। ওরই মধ্যে সুপ্রিয় বাগচী, শ্রীকান্ত ভট্টাচার্য, প্রদীপ গুপ্ত উল্লেখের দাবী রাখে। অরুণ ভট্টাচার্যের ছড়াটি বাঙালিকে স্পর্শকাতর করে তোলে, কিন্তু প্রতিবেশী দেশ থেকে ক্রমাগত অনুপ্রবেশের সমস্যাটিকে গুরুত্বহীন করে ফেলা কি ঠিক! রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের মধ্যে পারস্পরিক স্নেহ–শ্রদ্ধার সম্পর্কটির উপর আলোকপাত করার জন্য নির্মল সাহাকে কুর্নীশ জানাতেই হয়। সত্যিই, বিখ্যাত মানুষদের জড়িয়ে কত ধরণের অপবাদ, অপপ্রচার যে চালু হয়ে যায় তা আমাদের লজ্জা দেয়।

সুশান্ত মুখোপাধ্যায়ের গল্পটি সংবাদপত্রের খবরের পুনরাবৃত্তিই হয়ে রইল, গল্প হয়ে উঠল না। পাড়ার পরিচিত ছেলে রাজু–র ঘৃণ্য প্রস্তাব শুনে এসে রানু আত্মহত্যা করে বসবে কেন? এজাতীয় চরম সিদ্ধান্ত মেয়েরা তখনই নেয় যখন ইজ্জত রক্ষার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। সময়ের দর্পণ–এর ঘটনাপঞ্জীগুলি আমাদের শিহরিত করে, ভাবায়, ক্ষোভে আপ্লুত করে। সত্য সেলুকাস, আমাদের এই 'মহান' দেশকে কতটুকু আর চিনি!

অগ্নিকোণ (রবীন্দ্র সংখ্যা ২০১৪, সম্পাদক–সীমা গুপ্ত)– সমীর দাশগুপ্তের ইবসেন ও রবীন্দ্র নাটকের উপর রচিত নিবন্ধটি পরিশ্রমী। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বিসেনের প্রভাব উপেক্ষা করতে পারেননি, আবার তা সত্ত্বেও নিজের স্বকীয়তা হারাননি। দেবপ্রিয় দে'র কুকুরছানা গল্পটির মানবিক

মুখ মনে আলোড়ন তোলে। সুশান্ত দে'র নামকরণ গল্পটির সূচনাপর্বের অংশটুকু একেবারেই অবান্তর। ছক্কা ও তার তামিল স্ত্রী'র কন্যা সন্তানের নামকরণ নিয়ে তেমন কোনও মজাদার পরিস্থিতি'র দেখা মিলল না। বিনয় দত্ত'র ভ্রমণকাহিনী মধুচন্দ্রিমার অকাল বোধন উপভোগ্য। তবে এটিতে ভ্রমণ কম, কাহিনীই বেশি। ডাঃ কেতন মিশ্র'র স্বাস্থ্য সচেতন নিবন্ধটি আমাদের সচেতন করে।

প্রিয় চিত্রসাথী (জানুয়ারি–ফেব্রুয়ারি ২০১৪, সম্পাদক–রাজকুমার দাস)– ছায়াছবি জগতের খবরাখবরে সমৃদ্ধ দ্বি–মাসিক পত্রিকাটি বিলম্বে দফতরে পৌঁছেছে। বাল্যে অন্ধ হয়ে যাওয়া গুণী সঙ্গীত প্রতিভা কৃষ্ণচন্দ্র দে–কে স্মরণ করা হয়েছে এক–কলমে। একগুচ্ছ কবিতাও রয়েছে। রাণা চট্টোপাধ্যায়, ইন্দ্রজিত ঘোষ, তাপস কুমার অধিকারী প্রমুখের কবিতা ভাল লাগল। ২০১৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা ছায়াছবি'র তালিকা (মুক্তির তারিখ ও পরিচালকের নাম–সহ) রয়েছে পত্রিকাটির এই সংখ্যায়। এই জরুরী তথ্য–ভাণ্ডার তৈরির কাজটি আর কোনও তথাকথিত ফিল্ম ম্যাগাজিনকে সাম্প্রতিকালে করতে দেখা গিয়েছে কি!

নাটক 'নেমেসিস'

সুমন্ত ভৌমিক

গত ৩০ জুন মধুসূদন মঞ্চে অশোকনগর নাট্যমুখ–এর প্রযোজিত রবিশংকর বলের কাহিনী অবলম্বনে নাটক 'নেমেসিস' উপস্থাপিত হল। নাট্যরূপ দেয় সুদীপ্ত চৌধুরী, সংগীত ভাবনা ও প্রয়োগ রূপম ইসলাম এবং সম্পাদনা ও নির্দেশনার দায়িত্বে অভি চক্রবর্তী। কাহিনীর বিষয় একা থাকা এক চিত্রশিল্পীকে কয়েকজন মহিলা কিডন্যাপার তুলে নিয়ে যায়ে এক অন্য জগতে। সেখানে তাদের ম্যাডাম তাকে পড়িয়ে দেয় এক পোশাকি নাম 'জোসেফ বো'। কিন্তু সেই ম্যাডামের বস 'মিস্টার ঢাক' এবং 'প্রফেসর'–এর উদ্দেশে তাকে দিয়ে এক নতুন মিউজিয়াম তৈরি করবে বলে। এখান থেকে উঠে আসে দরিদ্র মানুষদের কথা। যারা নানা সময় প্রাণ হারায় আর নিজেদের অধিকার বজায় রাখার কথা। আর এই মিউজিয়াম বানাতে লাগবে অসংখ্য মানুষের মাথার খুলি। যা দিয়ে সেজে উঠবে নতুন মিউজিয়াম। শেষে মাটি খুঁড়ে বের করতে থাকে মানুষের মাথার খুলি। মিউজিয়াম উদ্বোধনের আগের দিন পেয়ে যায় দরিদ্র গ্রামবাসীদের কাছ থেকে তাদের একজনের মাথার খুলি যা সব খুলিগুলির থেকে দেখতে বড়। আর সেই খুলিটা রাখা হয় সামনে। 'মিস্টার ঢাক' উদ্বোধন করতে গিয়ে চমকে যায় সেই খুলি দেখে। জানতে চায় এই খুলি কোথা থেকে আসে। সব বলতে গিয়ে মিস্টার ঢাক বলে ওদের আর আমাদের কোনও তফাৎ রইল না। এই জন্য জোসেফ বো–কে কারাগারে পাঠিয়ে দেয় আর সে সেখানে তার চিত্র অঙ্কন করতে থাকে। আসলে তার চিত্রসত্ত্বাকে নষ্ট করতে চেয়েছিল। শেষপর্যন্ত সে তার নিজের নাম হারিয়ে পোশাকি নামে বেঁচে থাকে। আর খুঁজতে থাকে তার আসল নাম। নাটকটি বেশ ভাল তবে পুরো নাটকটি বড়দের দেখার মতো, ছোটদের নিয়ে দেখা উচিত নয়। কারণ, বেশকিছু অন্তরঙ্গ মুহূর্ত্ব আছে ও কথাবার্তাও বেশ খোলামেলা। মঞ্চ, রূপসজ্জা ও পোশাক নিয়ে কোনও কথা হবে না। কারণ, তা যথেষ্ট ভাল। আর প্রত্যেকের অভিনয় চোখে পড়ার মতো অনবদ্য।

হৈ-হৈ করে চলছে ব্রাজিল বিশ্বকাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ব্রাজিল বিশ্বকাপের মহাষ্টমীর পর্ব চলছে আমাদের এই প্রকাশন চলা পর্যন্ত। কারণ বিশ্বকাপের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলো উঠে আসছে এই অধ্যায়ে। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালের উত্তেজনাকে ছাপিয়ে এবার ব্রাজিল মাতাতে চলেছে কোয়ার্টার ফাইনালের রুদ্ধশ্বাস লড়াই। যেকোনও ভৌতিক ছবি বা ডিটেক্টিভ উপন্যাসকে নিঃসন্দেহে হার মানিয়ে দেবে বিশ্বকাপের এই উত্তেজনা। একে ফুটবল বিশ্বকাপ, তার উপর ফুটবলের মক্কা, ব্রাজিলে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সবমিলিয়ে উত্তেজনার পারদ প্রথম দিন থেকেই চড় চড় করে উঠতে থেকেছে। এবারের বিশ্বকাপে চেনা দলগুলির পাশাপাশি নজর কেড়েছে বেশকিছু উদীয়মান আনকোরা দলও। এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাম অবশ্যই পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল, সাত বারের ফাইনালিস্ট এবং তিনবারের বিশ্বজয়ী জার্মানি, দু'বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা কিংবা ফুটবল বিশ্বের আজুবা দল হিসেবে পরিচিত নেদারল্যান্ডস্ বা হল্যান্ড। এই লেখা চলা পর্যন্ত অনেক ওলট-পালটই ঘটে যেতে পারে। তবে এখনও পর্যন্ত যে অভিজ্ঞতা চেখে দেখছেন ফুটবলভক্তরা, তাতে আনন্দ, আবেগ এবং উচ্ছ্বাসের বহিঃপ্রকাশ থাকছে কম নয়। দুর্গাপুজোর সময় কলকাতায় যখন কোনও নতুন পুজো পুরানো পুজোকে টেক্কা দিয়ে জয়ীর আসন ছিনিয়ে নেয়, তখন যেমন আমরা অবাক হই, তেমনই এবারের বিশ্বকাপে অঘটন ঘটানো কোস্টারিকা, কলম্বিয়া, মেক্সিকো এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খেলা যথেষ্ট চমক সৃষ্টি করেছে। ফুটবল যে, চার-পাঁচটি দেশের একাধিপত্যের জায়গা নয়, তা এবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে ব্রাজিল বিশ্বকাপ।

(এরপর সাতের পাতায়)

বিশ্বকাপের কড়চা

ব্রাজিলে আকর্ষণের কেন্দ্রে 'ক্যাশিরেলা'

তিলক দাস: ৬৪ বছর পর দেশের মাটিতে বসেছে বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ইভেন্ট বিশ্বকাপের আসর। বিশ্বকাপ শুরুর আগে এই ইভেন্ট আয়োজন নিয়ে সেখানকার মানুষের মধ্যে নানা ক্ষোভ-বিক্ষোভ থাকলেও, এখন তা অনেকটাই স্তিমিত। দেশের সকলেই মেতে উঠেছেন ফুটবলের আনন্দে। এমনিতে তো আর ব্রাজিলকে ফুটবলের মক্কা বলা হয় না! এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রাখতে চাইছেন ব্রাজিলের প্রত্যেকটা মানুষ। সেখানকার শিল্প, সংস্কৃতি, সমাজ-জীবন সবকিছুকে মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছে বিশ্বকাপের ম্যাসকট। ফুলেকো, বল ব্রাজুকা এবং থিম সঙও।

এই একইরকমভাবে ব্রাজিল বিশ্বকাপকে মাথায় রেখে দক্ষিণ আফ্রিকার ভুভুজেলার মতো একটি বাদ্যযন্ত্র বানিয়ে ফেলেছেন ব্রাজিলিয়ান সুরকার কার্লিনিওস ব্রাউন। ব্রাজিলের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে দেশ বিদেশের মানুষের কাছে তুলে ধরার অভিপ্রায় এই বাদ্যযন্ত্রটি নির্মাণ করেছেন তিনি। যার নাম ক্যাশিরোলা। তবে এই বাদ্যযন্ত্রটির সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বকাপের ভুভুজেলার কোনও মিল নেই। বাজাতেও হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতিতে। ভুভুজেলার মতো ফু দিয়ে নয়, বাদ্যযন্ত্রটির দুটি অংশের মধ্যে ঠোকা মেরে বাজাতে হয়। শুধু তাই নয়, ভুভুজেলার মতো বিকট শব্দও হয় না এটি থেকে। ক্যাশিরোলা থেকে শব্দ হয় অনেক কম।

ক্যাশিরোলার গায়ের নক্সা অনেকটা ঝুড়ির মতো হয়ে থাকে। বিভিন্ন রঙে রাঙানো হয়েছে এই বাদ্যযন্ত্রটি। বিভিন্ন দেশের জাতীয় পতাকা ও জার্সির রঙের সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে বানানো হয়েছে এই ক্যাশিরোলা। ২০১২ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর এই বাদ্যযন্ত্রটিকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয় ব্রাজিলের ক্রীড়ামন্ত্রক। কিন্তু ২০১৩সালের ২৮ এপ্রিল অনুষ্ঠিত একটি ম্যাচে দর্শকরা ক্যাশিরোলা ছুঁড়ে মাঠে মারার পরই ফিফা এটি নিয়ে মাঠে ঢোকা নিষিদ্ধ করে।

তবে শুধু ব্রাজিলেই নয়, অনলাইনেও পাওয়া যাচ্ছে এই ক্যাশিরোলা। বিশ্বকাপের আমেজ পেতে ঘরে নিয়ে আসতেই পারেন সাম্বার দেশের এই বাদ্যযন্ত্র।

সুয়ারেজের কামড়ে বাজির দর

নাতাল: বিশ্বকাপের ম্যাচ চলাকালীন বিপক্ষ খেলোয়াড়ের কাঁধে কামড় দিয়েছিলেন উরুগুয়ের কিংবদন্তী ফুটবলার সুয়ারেজ। ঘটনাটি ঘটেছিল, গ্রুপ পর্বের ইতালি-উরুগুয়ের ম্যাচ চলাকালীন। ম্যাচের ৬৯ মিনিটে বল দখলের লড়াইয়ের মধ্যে ইতালির ডিফেন্ডার চেলিনির কাঁধে কামড় দিয়েছিলেন সুয়ারেজ। তবে এই ঘটনা ফুটবল প্রেমিদের আঘাত দিলেও লাফাচ্ছিলেন স্ক্যান্ডিনেভিয়া অঞ্চলের বেশ কিছু মানুষ। সুয়ারেজের এই কামড়ের ফলে বাজিতে মোট অঙ্কের টাকা জিতে নিলেন তাঁরা।

বাজিটা লড়া হয়েছিল সুয়ারেজের কামড়ের উপর। অনলাইন বাজি ধরার সংস্থা 'বেটসেফ' এর বাজির বিষয় ছিল এটি। বিষয় ছিল, বিশ্বকাপ ম্যাচ চলাকালীন সুয়ারেজ বিপক্ষের কোনও ফুটবলাকে কামড়াবে। এর উপর ১৭৫/১ হিসেবে বাজির প্রস্তাব ছিল। এই বিষয়ে একজন সুইডিশ ৮০ সুইডিশ ক্রাউন (১২.০৪ ডলার) বাজি ধরে জিতেছেন ১৪ হাজার ক্রাউন। জয়ী ইয়েনাথন ব্রায়েক সংবাদমাধ্যমকে জানান, প্রথমে তিনি আরও বেশি অর্থের বাজি ধরবেন ভেবেছিলেন। কিন্তু এক বন্ধুর পরামর্শে তিনি অল্প অর্থ লাগান। বাজিতে দেওয়া অর্থ দিয়ে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচ দেখতে যেতে চান ব্রায়েক। ঠিকানা পেলে ধন্যবাদ জানিয়ে কার্ডও পাঠাতে চান সুয়ারেজকে।

সুয়ারেজের অতীত রেকর্ডের কথা মাথায় রেখেই এই ধরনের অদ্ভুত বাজির প্রস্তাব দিয়েছিল সংস্থাটি। বিপক্ষ খেলোয়াড়কে কামড়ানোর জন্য অতীতে দু'বার নির্বাসিত হতে হয়েছিল সুয়ারেজকে।

দলে ভালো স্ট্রাইকারের অভাব দেখছেন কাকা

ব্রাজিলিয়া: দল নক-আউট গেলেও ব্রাজিলের খেলা দেখে খুশি হতে পারছেন না কাকা। বিশ্বকাপজয়ী ব্রাজিল দলের সদস্য বলেন, 'রোনাল্ডো, রোমারিওদের মতো উচ্চ মানের স্ট্রাইকার বর্তমান ব্রাজিল দলে নেই।'

তবে বর্তমান ব্রাজিল দলের দুই স্ট্রাইকার ফ্রেড এবং জো-এর পাশে দাঁড়িয়ে এসি মিলানের এই ফুটবলার বলেন, 'দু'জনই খুব ভালো ফুটবলার। ব্রাজিল দলে খেলার যোগ্য দাবিদার ওরা। কনফেডারেশন কাপে দারুণ খেলেছিল ফ্রেড। কিন্তু এই বিশ্বকাপে গোল পেলেও শুরুটা সেভাবে করতে পারেনি ও। তবে আগামী দিনে দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হয়ে উঠবেন ফ্রেড।'

ম্যাচ গড়াপেটার অভিযোগ ক্যামেরুনের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি: এবার ফুটবল বিশ্বকাপেও ম্যাচ গড়াপেটার অভিযোগ। অভিযুক্ত ক্যামারুনের সাত জন ফুটবলার। ব্রাজিল বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের ম্যাচগুলিতে গড়াপেটা করার অভিযোগ উঠেছে ওই সাত জন ফুটবলারের বিরুদ্ধে। ক্যামেরুনের ফুটবল সংস্থা অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করার আশ্বাস দিয়েছেন। উক্ত ফুটবল সংস্থার তরফে ইতিমধ্যে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। ওই কমিটি খতিয়ে দেখবে, অভিযুক্ত সাত ফুটবলার ম্যাচ গড়াপেটার সঙ্গে যুক্ত কিনা।

গ্রুপ-এ-তে ব্রাজিল, মেক্সিকো ও ক্রোয়েশিয়ার সঙ্গে ছিল ক্যামেরুনের। তিনটি ম্যাচেই পরাজিত হয় ক্যামেরুন। তবে গড়াপেটার অভিযোগটি উঠেছে ক্রোয়েশিয়া ম্যাচ নিয়ে। এই ম্যাচে ৪-০ গোলে হারে আফ্রিকার দেশটি। জার্মানির একটি সংবাদমাধ্যমকে ম্যাচ গড়াপেটার এই তথ্য দিয়েছে সিঙ্গাপুরের এক ম্যাচ ফিক্সার। ক্রোয়েশিয়া ম্যাচে পিছন থেকে দৌড়ে এসে বিপক্ষের ফুটবলার মারিও মানজুকিচকে কনুই মেরে ছিলেন সং। এরপর তিনি লাল কার্ড দেখে বেরিয়ে যান। ম্যাচের শেষের দিকে নিজেদের মধ্যে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েন ক্যামেরুনের দুই ফুটবলার বেনোয়া একে তো এবং বেঞ্জামিন।

বিষয়টি নিয়ে ফিফার তরফে এখনও কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে ম্যাচ

(এরপর সাতের পাতায়)

রক্ষা পেলেন রবেন

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে মেক্সিকোর বিরুদ্ধে পেনাল্টি পাওয়ার জন্য একাধিকবার নিজেই ডাইভ দিয়েছিলেন। ম্যাচের পরে সেই ডাইভের কথা স্বীকার করে ক্ষমাও চেয়ে নিয়েছিলেন নেদারল্যান্ডের তারকার ফুটবলার আর্জেন রবেন। কিন্তু নিজের দোষ স্বীকার করার পরও মিথ্যা ডাইভ দেওয়ার জন্য কোনও শাস্তির মুখে পড়তে হচ্ছে না রবেনকে। এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই নিজেদের মত জানিয়ে দিয়েছে ফিফা। শুধু বিশ্বকাপেই নয়, একাধিকবার রবেনের বিরুদ্ধে মিথ্যা ডাইভের অভিযোগ উঠেছে। মাঠে তাঁর অভিনয়ের জন্য একাধিকবার সমালোচনার মুখেও পড়তে হয়েছে। চ্যাম্পিয়ন লিগে তাঁর এই অভিনয় প্রবণতার জন্য আর্সেনালের কোচ আর্সেন ওয়েঙ্গারও মুখ খুলেছিলেন। বলেছিলেন, 'যে কোনও জিনিস অতিরঞ্জিত করে দেখানোর প্রবণতা রয়েছে রবেনের। ও খুব ভাল ডাইভ দিতে পারে।' প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালের পর রবেনের এই ডাইভ দেওয়ার প্রবণতার সমালোচনা করেছিলেন মেক্সিকোর কোচ মিগুয়েল হেরেরাও। রবেনকে 'প্রতারক' বলেও দাবি করেছিলেন। সুয়ারেজের কঠোর শাস্তি হলেও ডাইভ কাণ্ডে রক্ষা পেলেন রবেন। এই অপরাধের জন্য রবেনকে কোনওরকম শাস্তি দিচ্ছে না ফিফা।

চুল কেটে ফুটবল তারকাদের ছবি বানাচ্ছেন রব

নিজস্ব প্রতিনিধি: ফুটবল মানেই আবেগ, ফুটবল মানেই উন্মাদনা। আর চার বছর পর বিশ্বকাপ এলে সেটাই কয়েক'শ গুণ বেড়ে যায়। সাধারণ মানুষের জীবনের প্রতি মুহূর্তে, প্রতি পদক্ষেপে তা প্রতিফলিত হয়। বিশ্বকাপ আসতেই হঠাৎ করে মেতে ওঠে সারা বিশ্বের ফুটবলপ্রেমী মানুষ। প্রিয় তারকাদের নিয়ে আবেগের বহিঃপ্রকাশ করতে গিয়ে নানারকম কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন তাঁরা। কেউ বা প্রিয় তারকা নম্বরের জার্সি পরে ঘোরেন, কেউ বা তারকাদের স্টাইল দেখে মাথার চুল কাটেন, কেউ আবার শরীরের বিভিন্ন অংশে উল্কি করেন। কিন্তু বিশ্বকাপ জ্বরে

(এরপর সাতের পাতায়)

কামব্যাকের জন্য চ্যাম্পিয়ন্স লিগকেই টার্গেট করছেন জাহির

ঋক দাস

বেশ কয়েক মাস ধরেই নিজের স্বাভাবিক ছন্দে নেই ভারতের তারকা পেসার জাহির খান। প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে তাঁর ফিটনেস নিয়েও। এই পরিস্থিতিতে আইপিএলকেই কামব্যাকের মঞ্চ করেছিলেন জাহির। কিন্তু পেশির চোটের জন্য সেই আইপিএলের শুরুতেই ছিটকে যেতে হয়েছিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের এই অভিজ্ঞ পেসারকে। আইপিএল সেভেনে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে জার্সিতে খুব বেশি ম্যাচ খেলাও হয়নি তাঁর। তাই স্বাভাবিক ভাবেই সুযোগ হয়নি ইংল্যান্ড সফরের দলেও।

এবার মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের জার্সিতে চ্যাম্পিয়ন লিগ টি-২০কেই জাতীয় দলে কামব্যাকের মঞ্চ হিসেবে দেখছেন জাহির। অক্টোবর শুরুতেই চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টি-২০ খেলতে মাঠে নামবে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। তার দু'মাস পরেই ভারতীয় দলের অস্ট্রেলিয়া সফর। যে সফরটিকেই বিশ্বকাপের প্রস্তুতি হিসেবে দেখছে ভারতীয়রা। এই সফর শেষ হওয়ার পরই অস্ট্রেলিয়াতেই বিশ্বকাপের লড়াইয়ে নেমে পড়বে ধোনিবাহিনী। তাই ভারতের বিশ্বকাপ দলে সুযোগ পেতে হলে চ্যাম্পিয়ন্স লিগেই নিজেকে প্রমাণ করতে হবে জাহিরকে। না হলে অবসরের মতো কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে ৩৫ বছর বয়সি পেসারকে।

এবিষয়ে জাহির বলেন, 'বিশ্বকাপ সবসময়ই খুব স্পেশাল টুর্নামেন্ট। প্রত্যেক ক্রিকেটারই ভারতীয় দলের জার্সিতে বিশ্বকাপে খেলার স্বপ্ন দেখে। তবে আমার মনে হয় এখনও অনেকটা সময় হাতে রয়েছে। এখনও আমি সম্পূর্ণ ফিট নই। সব কিছু আমার পক্ষে যাচ্ছে না। চ্যাম্পিয়ন লিগকেই কামব্যাকের মঞ্চ হিসেবে আমি টার্গেট করেছি। মাঠে নেমে নিজেকে প্রমাণ করার চেষ্টা করব।'

চোট নিয়ে জাহিরের মন্তব্য, 'খুব মারাত্মক চোট লেগেছিল আমার। এরকম চোট খুব কম বোলারই পেয়েছে। আস্তে আস্তে সারিয়ে উঠছি।' বাঁ-হাতি পেসারটির সংযোজন, 'নিজের ফিটনেস আগের জায়গায় আনার জন্য প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে। চোট লাগার পর

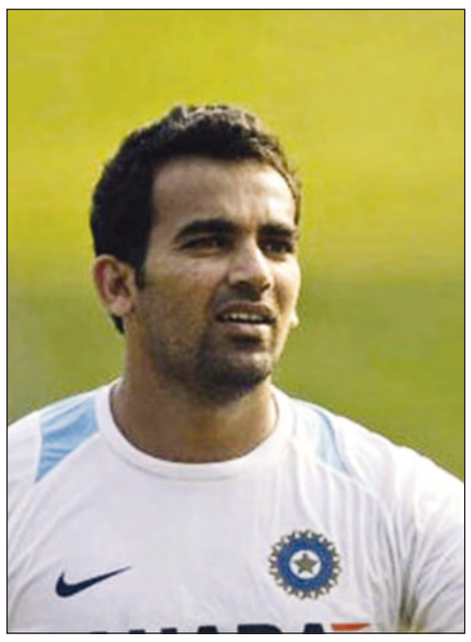

আমাকে ১০-১২ সপ্তাহ বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দিয়েছিলেন চিকিৎসকরা। ছয় সপ্তাহ হয়ে গিয়েছে। আশা করছি, খুব তাড়াতাড়ি মাঠে ফিরব।'

মাঠে ফেরার আগে অন্তত আর একমাস বিশ্রামে থাকতে চাইছেন মুম্বইয়ের এই তারকা পেসার। তারপরই তিনি নেটে অনুশীলন শুরু করবেন। 'দেখতে হবে শরীর কতটা নিতে পাচ্ছে। যখন বল করতে কোনও সমস্যা হবে না, তখনই বল হাতে নেটে নামতে চাই। না হলে নিজের সেরাটা দেওয়া সম্ভব হবে না।'

তবে ইংল্যান্ড সফরের জন্য ভারতীয় দলে থাকতে না পারায় নিজের হতাশাও চেপে রাখেননি জাহির।

'গত বছর থেকে এই সফরের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। টেস্ট ম্যাচের দিকেই নিজের ফোকাসটা রেখেছিলাম। আইপিএল এর সময়ও ইংল্যান্ড সফরকে মাথায় রেখে অনুশীলন করেছিলাম। এটা খুব হতাশাজনক। আশা করছি ভারতীয় দল ভালো পারফর্ম করবে।'

মনের খেয়াল

সোহম হালদার, আপার-নার্সারি, মারিয়া ডে স্কুল

*ক্ষুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই-মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা **JPEG** ফরম্যাটে*

ম্যাজিক মোমেন্ট

সেফটিপিনের ম্যাজিক-২

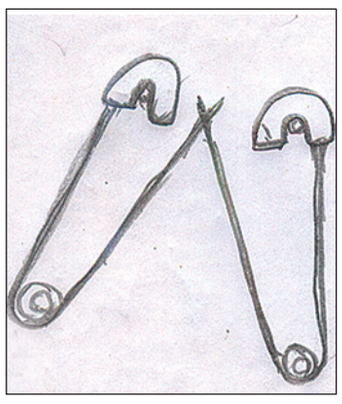

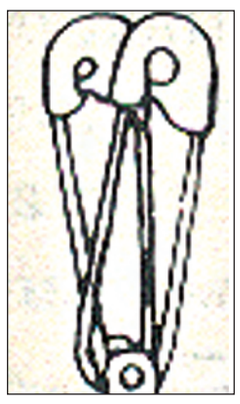

প্রিয়ম গুহ (জাদুকর)

দুটি সেফটিপিন একটার মধ্যে একট গাঁথা। সেই দুটিকে দর্শকের হাতের মুঠোয় দিয়ে সেই মুঠোর উপর ফুঁ দিয়ে টেবিলে ফেলে দিলেই দুটি আলাদা হয়ে যাবে।

কীভাবে করবে: অন্য সেফটিপিনের ম্যাজিক দেখাবার পর যে কোনও বিষয়ে কথা বলতে বলতে একটা সেফটিপিনের ছুঁচলো খোলা দিকটা আর একটা সেফটিপিনের বন্ধ দিকে ঢোকাও, এরকমভাবে আর একটিকেও কর যেন মনে হয় একটি অন্যটির মধ্যে গাঁথা(ছবির সাহায্য নাও)। তারপর দর্শককে হাত পাততে বল, আর ওই অবস্থায় সেফটিপিন দুটোকে দর্শকের হাতের মধ্যে রেখে তার হাতটাকে মুঠো করতে বল (খবরদার যতক্ষণ না যে হাতের মুঠো বন্ধ করে তুমি তোমার হাত সরাবে না)। তারপর সেই মুঠোর উপরে একটা ফুঁ দাও। এবার তাকে বল হাতের মুঠো খুলে সেফটিপিন দুটোকে টেবিলের উপর ফেলতে। তাহলেই কেল্লাফতে। দেখবে দর্শক হতবাক হয়ে যাবে। করাণ, গাঁথা সেফটিপিন দুটি আলাদা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এটা করার সময় খুব সাবধান থাকবে, হাতে সেফটিপিনগুলো ফুটে না যায়।

জেনে রেখো

৪ জুলাই: যুগ নায়ক স্বামী বিবেকানন্দ ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে ৪ জুলাই এই ধরাধাম ছেড়ে অমৃতলোকে যাত্রা করেন। বৈদান্তিক ও বিপ্লবী সন্ন্যাসী তাঁর সংক্ষেপিত জীবনে এবং দেশবাসীর আধ্যাত্মিক ও মানসিক বিপ্লব সাধনায় তাঁর মূল মন্ত্র ছিল 'অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময়'।

দেশভক্ত প্রতুল চন্দ্র গাঙ্গুলি

৫ জুলাই: দেশভক্ত প্রতুল চন্দ্র গাঙ্গুলি ১৯৫৭ সালে শহীদ হন। এই বিপ্লবী জননেতা কৈশোরে অনুশীলনী দলে যোগ দেন। তারপর বৈপ্লবিক কাজে এগিয়ে যান। বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁর দ্বীপান্তর হয়। মুক্তির পরে আবার বৈপ্লবিক কাজে এগিয়ে যান এবং আবার কারাবরণ করতে হয়। তারপর সুভাষচন্দ্র বসু'র সান্নিধ্যে আসেন এবং বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলের পুরোধা রূপে কাজ করেন এবং কারাবাসে স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। পুণরায় আগস্ট আন্দোলনে কারারুদ্ধ হন।

শহিদ দীনেশ গুপ্ত

৬ জুলাই: শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। বাংলার বাঘ হিসেবে পরিচিত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সুযোগ্য সন্তান শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম হয় ৬ জুলাই। জওহরলাল নেহরু যখন দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন তাঁর ক্যাবিনেটের বাণিজ্য মন্ত্রী ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ।

৭ জুলাই: ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দের ৭ জুলাই প্রেসিডেন্সি জেলে শহিদ দীনেশ গুপ্ত'র ফাঁসি হয়। ১৯৩০-সালে রাইটার্স বিল্ডিং-এ কারা বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল সিম্পসনকে হত্যা করার অপরাধে গ্রেফতার হন। নির্মম অত্যাচার সত্ত্বেও তাঁর কাছ থেকে ইংরেজ সরকার কোনও খবর বের করতে পারেনি।

Owener: Nikhil Banga Kalyan Samiti. Printer & Publisher Sudhir Nandi. Published from 57/1A, Chetla Road,Kolkata- 27 and printed from Nikhil Banga Prakasani, Bibek Niketan, Samali, Bisnupur, South 24 Parganas. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri. Fax No. 033-2479-8591, Email: alipur_barta@yahoo.co.in, alipurbarta1966@gmail.com

সত্বাধিকারী ঃ নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি। **প্রকাশক ও মুদ্রক**ঃ সুধীর নন্দী। নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, সামালি, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন - ২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। **সম্পাদক** ঃ ড. জয়ন্ত চৌধুরী। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং ঃ ০৩৩-২৪৭৯-৮৫৯১, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in, **সহ সম্পাদক** ঃ কুণাল মালিক।